ছাত্রগণের জন্য বিশেষ সংস্করণ।

সীতা।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস এম. এ., বি. এল., প্রণীত।

HARE PRESS: CALCUTTA.
1894.
All rights reserved.

মূল্য ৷৷৵০ দশ আনা।

Calcutta:

PRINTED BY JADU NATH SEAL,
HARE PRESS:
46, BECHU CHATTERJEE'S STREET

PUBLISHED BY THE SANSKRIT PRESS DEPOSITORY,
20, CORNWALLIS STREET.

PREFACE.

The Central Text book Committee of Calcutta having last year approved *Sita* as a text-book for the first and second classes of Middle Schools of Bengal, it was suggested to me by experienced educationists that a cheap School Edition, with all passages, amatory or otherwise objectionable, expurgated from the book, would be just the thing for students. I have accordingly prepared this School Edition, with of course the necessary corrections, abbreviations and alterations made. I have also reduced the price from one rupee to ten annas a copy, thus placing the book within the reach of all classes of students. Now, I can only hope that the Educational Authorities will kindly extend the same patronage to this, as they have hitherto done to the Complete Edition of *Sita*.

For the sake of the reading public, the original Complete Edition of the book remains intact, with its price of course the same as before.

Bankura
September 1893.

A. C. D.

বিজ্ঞাপন।

"সীতা" প্রচারিত হইলে, শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর মহোদয় ইহাকে নর্ম্যাল স্কুলের প্রথম বার্ষিকী শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। তৎপরে কলিকাতা সেণ্ট্র্যাল টেক্সট্‌বুক কমিটির সভ্য মহাশয়েরা ইহাকে মধ্য বাঙ্গলা ও মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়সমূহের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তক মনোনীত করিয়াছেন। "সীতা"র মধ্যে স্থলে স্থলে দুরূহ এবং দাম্পত্যপ্রেম-সম্বন্ধীয় প্রসঙ্গ সন্নিবেশিত আছে। সুকুমারমতি অল্পবয়স্ক ছাত্রগণের পক্ষে তাহা অনুপযুক্ত হইতে পারে, এই আশঙ্কায় সেই সেই অংশ সযত্নে বর্জ্জন করিয়া এই নূতন সংস্করণ প্রকাশিত করিলাম। এই সংস্করণে পুস্তকের কোন কোন স্থল সামান্যরূপে পরিবর্ত্তিতও হইয়াছে। কিন্তু তজ্জন্য পুস্তকের সৌন্দর্য্য হানি হয় নাই। ভরসা করি, "সীতা"র এই বিশেষ সংস্করণ ইহার পূর্ণ সংস্করণের ন্যায় যথোচিত সমাদৃত হইবে।

ছাত্রগণের সুবিধার জন্য বর্ত্তমান পুস্তকের মূল্য দশ আনা নির্দ্ধারিত করিলাম। সাধারণ পাঠক-বর্গের জন্য সীতার "পূর্ণসংস্করণ" বিদ্যমান রহিল। তাহার মূল্য পূর্ব্ববৎ এক টাকাই থাকিল।

নূতনচটী, বাঁকুড়া
আশ্বিন, ১৩০০ সাল।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস।

*** বাল্মীকির রামায়ণ হইতে যে স্থল উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার শেষে বন্ধনীর মধ্যে প্রথম সংখ্যা কাণ্ডবাচক, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যা সর্গবাচক।

সীতা।

প্রথম অধ্যায়।

পূর্ব্বকালে মিথিলা নামে এক বৃহৎ জনপদ ছিল। বর্ত্তমান সময়ে বিহারের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে এবং গঙ্গার উত্তর দিকে ত্রিহুত নামে যে প্রদেশ দেখিতে পাওয়া যায়, অনেকে অনুমান করেন তাহাই অতিশয় প্রাচীনকালে মিথিলা নামে অভিহিত হইত। বাল্মীকির রামায়ণে মিথিলার অবস্থানসম্বন্ধে যে প্রমাণাদি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে উক্ত অনুমানকে নিতান্ত ভ্রমপূর্ণ বলিয়া বোধ হয় না। যাহা হউক, পুরাকালে এই মিথিলা দেশে এক সুবিখ্যাত রাজবংশ রাজত্ব করিতেন; মহাযশা নিমিই এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ও আদি রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্র মিথি, এবং মিথির পুত্র জনক। ইহাঁরই নামানুসারে মিথিলার রাজগণ বংশপরম্পরায় জনকশব্দে আখ্যাত হইতেন।

অযোধ্যাপতি মহাত্মা দশরথ যে সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তৎকালে যে মহাভাগ মিথিলার রাজসিংহাসনে সমারূঢ় ছিলেন, তিনিই জনক নামে জগতে সুপরিচিত আছেন। এই মহীপাল জিতেন্দ্রিয় ও পরমধার্ম্মিক ছিলেন; তিনি নিয়ত ব্রহ্মপরায়ণ হইয়া যে সমস্ত অমূল্য তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য ঋষিসমাজ তাঁহাকে রাজর্ষি-উপাধি-ভূষণে ভূষিত করিয়াছিলেন। বাস্তবিক, ধর্ম্মরাজ্যে তাঁহার এমনই প্রতিপত্তি ছিল যে, তিনি স্বয়ং ক্ষত্রিয় এবং রাজা হইলেও ব্রাহ্মণগণ তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না। ফলতঃ তিনি সর্ব্বপ্রকার ভোগ্যবস্তুদ্বারা নিয়ত পরিবেষ্টিত থাকিয়াও একদিকে তৎসমুদায়ে যেমন একেবারে স্পৃহাশূন্য হইয়াছিলেন, তেমনই অপরদিকে প্রজাপালন ও রাজকার্য্যপরিদর্শনেও কিছুমাত্র পরাঙ্মুখ ছিলেন না। এইজন্য জগতে তাঁহার মাহাত্ম্য আরও পরিস্ফুট হইয়া উঠে। তাঁহার এইরূপ অলৌকিক গুণে আকৃষ্ট হইয়াই নানাদিগ্দেশ হইতে ব্রহ্মপরায়ণ ঋষি ও সাধু মহাত্মগণ সর্ব্বদা তদীয় রাজসভায় সমাগত হইতেন এবং তাঁহার সহিত ধর্ম্মালাপ করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিতেন।

যে জগৎ-পূজ্যা অসামান্যা নারীর জীবন-চরিত লিখিতে আমরা প্রবৃত্ত হইয়াছি, সেই নারীকুলভূষণ সীতাদেবীই এই মহানুভব রাজর্ষি জনকের দুহিতা ছিলেন। সীতার জন্মসম্বন্ধে রামায়ণে যে প্রসঙ্গটি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে তাঁহার জন্ম একটি অলৌকিক ব্যাপার বলিয়াই বোধ হয়। এইরূপ কথিত

আছে যে, একদিন রাজর্ষি হলদ্বারা যজ্ঞক্ষেত্র শোধন করিতেছিলেন, এমন সময়ে লাঙ্গলপদ্ধতি হইতে একটি কন্যা উত্থিত হইল। নবদূর্ব্বাদলমধ্যে শুভ্র পুষ্পরাশি যেমন পড়িয়া থাকে, সেইরূপ সেই সদ্যকর্ষিত মৃত্তিকার উপর রাজর্ষি রূপলাবণ্য সম্পন্না সুলক্ষণা সেই কন্যাকে দেখিতে পাইয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে ক্রোড়ে উত্তোলন পূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং সস্নেহে আপনার আত্মজার ন্যায় তাহার লালনপালন করিতে লাগিলেন। ক্ষেত্রশোধন কালে কন্যা হলমুখ হইতে উত্থিত হইয়াছিল বলিয়া জনক তাহার নাম "সীতা" রাখিলেন।

এইরূপে রাজর্ষির স্নেহ ও কারুণ্যে প্রতিপালিত হইয়া সীতা শশিকলার ন্যায় দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। সীতা জনককে আপনার পিতা ও তৎপত্নীকে আপনার জননী বলিয়াই জানিতেন; তাঁহারাও তাঁহাকে আপনাদের কন্যা অপেক্ষা সমধিক স্নেহ করিতেন। সূক্ষ্ম মেঘজাল ভেদ করিয়া যেমন শুভ্র শশাঙ্কজ্যোতিঃ প্রকাশিত হইতে চেষ্টা করে, সেই রূপ বয়োবৃদ্ধিসহকারে সীতার সুকুমার দেহেও দিব্য রূপলাবণ্য প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল। সীতা বাল্যসুলভ ভীরুতা ও চপলতাবশতঃ কখনও চঞ্চল মৃগশিশুর ন্যায় প্রতীয়মান হইতেন, কখনও বা স্নিগ্ধোজ্জ্বল অচঞ্চল সৌন্দর্য্যরাশিতে পরিবেষ্টিত হইয়া জ্যোতির্ম্ময়ী দেবকন্যার ন্যায় লক্ষিত হইতেন। তখন লোকে সত্যসত্যই তাঁহাকে মানবকন্যাবেশে সাক্ষাৎ কোন অমরদুহিতা মনে করিয়া হর্ষ ও বিস্ময়ে আপ্লুত হইত। বিশে-

যতঃ সীতার জন্মসম্বন্ধীয় ঘটনার সহিত তাঁহার অলৌকিক রূপ, শান্তস্বভাব, কোমলতা, সরলতা প্রভৃতি গুণাবলীর আলোচনা করিয়া সকলে স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছিল যে, সীতা অবশ্যই অগর্ভসম্ভূতা হইবেন, যেহেতু কোন নারীগর্ভজাতা বালার মধ্যে উল্লিখিত গুণরাশি একাধারে কোথাও কদাপি দৃষ্টিগোচর হয় না।

বালিকা-সীতার স্বভাব এমনই মধুর ছিল, দেখিয়া বোধ হইত যেন স্বর্গ হইতে একবিন্দু সুধা জনকের গৃহে পতিত হইয়াছে। রাজর্ষির সভাতে যে সকল তপোধন মহর্ষি আগমন করিতেন, তাঁহারা সীতার সৌন্দর্য্যপ্রভা ও পবিত্রতা দেখিয়া তৎসম্বন্ধে নানারূপ অভিমত প্রকাশ করিতেন। সরলা সীতা ঋষিগণের নিকট তাঁহাদের আশ্রমের বর্ণনা শুনিতে সাতিশয় কৌতূহল প্রকাশ করিতেন, এবং পবিত্রস্বভাব ঋষিকন্যাগণের সহিত বাস ও বিচরণ করিতে একান্ত অভিলাষিণী হইতেন; তাহা দেখিয়া দূরদর্শী মহর্ষিগণ বলিতেন, এই কন্যা ভবিষ্যতে স্বামীর সহিত অরণ্যচারিণী হইবেন। বাস্তবিক, সীতা বাল্য-কাল হইতে প্রাকৃতিক দৃশ্য ও সৌন্দর্য্যে এমনই বিমুগ্ধ হইতেন, এবং পবিত্র আশ্রমভূমির দর্শনলালসা তাঁহার মনে এতই বলবতী ছিল যে, তিনি স্বামীর সহিত প্রায় চতুর্দ্দশবর্ষকাল অরণ্যবাস ও নানাস্থানে মনোহর আশ্রমপদসকল পর্য্যটন করিয়াও হৃদয় মধ্যে যেন কিছু মাত্রও তৃপ্তিলাভ করেন নাই। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য তাঁহার সরল পবিত্র হৃদয়ে পতিত হইয়া স্বর্গের শোভায় পরিণত হইয়াছিল। নিবিড় অরণ্যানী, ভীষণ

গিরিগুহা, ভয়াবহ নদনদী প্রভৃতি দর্শনপূর্ব্বক সীতা কখনও সন্ত্রাসিত না হইয়া বরং ভীতিমিশ্রিত এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উপভোগ করিতেন। সীতা কাননমধ্যে নির্ভীকচিত্তে হরিণীর ন্যায় বিচরণ করিতে এবং মনোহর পুষ্প-সকল চয়ন করিয়া বনদেবীর ন্যায় পুষ্পভূষণে ভূষিত হইতে সাতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। পৃথিবীর সৌন্দর্য্যের প্রতি অনুরাগবিষয়ে সীতা জগতে অতুলনীয়া। এই জন্যই বুঝি তিনি পৃথিবীর প্রিয়তমা দুহিতা বলিয়া জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন।

সে যাহা হউক, রাজর্ষি জনক লোকমুখে প্রাণসমা দুহিতার প্রশংসা ও ঋষিগণের নিকট তাঁহার শুভলক্ষণাদির কথা শ্রবণ করিয়া মনে মনে অতিশয় পুলকিত হইতেন। সীতাও পিতার আদর ও যত্নে দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। মলয়সমীরস্পর্শে পুষ্পমুকুল যেমন ধীরে ধীরে বিকশিত হয়, সেইরূপ পিতার ধর্ম্ম-প্রধান রাজসংসারে সীতার সুকোমল মনও স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। নিশাবসানে আলোক এবং অন্ধকার মিশ্রিত হইয়া যেমন বিশ্বমোহিনী ঊষার সৃজন করে, সেইরূপ শৈশব ও কৈশোরের সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া সীতাও স্বর্গের সুষমায় সুশোভিত হইতে লাগিলেন। আর স্ফুটন্মুখ পুষ্পের দলে দলে সৌন্দর্য্য যেমন প্রচ্ছন্ন থাকে, সেইরূপ বিকাশমান সীতাচরিত্রও কোমলতা ও মাধুর্য্যগুণে বিভূষিত হইতে লাগিল। রাজর্ষি জনক এহেন দুহিতারত্ন কাহার হস্তে সমর্পণ করিবেন, এই চিন্তায় মধ্যে মধ্যে আকুল হইতে লাগিলেন।

পূর্ব্বকালে এতদ্দেশীয় রাজগণ উপযুক্ত পাত্রাভাবে কন্যার বিবাহের নিমিত্ত নানাবিধ উপায় উদ্ভাবন করিতেন। তাঁহারা কখন কখন কন্যাকে স্বয়ং পাত্রনির্ব্বাচন করিতে অনুমতি প্রদান করিতেন; কখনও বা বলবীর্য্যের পরীক্ষা করিয়া আপনারাই পাত্র মনোনীত করিয়া দিতেন। তৎকালে শারীরিক বলবীর্য্যের অতিশয় সমাদর ছিল, এমন কি রমণীগণও দুর্ব্বল কাপুরুষকে যারপর নাই ঘৃণা করিতেন। কন্যালাভবাসনায় ও বলবীর্য্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইবার আশায়, নানাদেশ হইতে নরপতিগণ উপস্থিত হইয়া বীর্য্য-পরীক্ষায় যোগদান করিতেন। যিনি সেই পরীক্ষায় সমুত্তীর্ণ হইয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রেষ্ঠ হইতেন, তাঁহাকেই পুরস্কার স্বরূপ সেই দুর্লভ কন্যারত্ন সম্প্রদান করা হইত। বীর্য্যই তৎকালে কন্যার পাণিগ্রহণের একমাত্র শুল্ক ছিল। রাজর্ষি জনক উদ্ভিন্নযৌবনা সীতার নিমিত্ত বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াও উপযুক্ত পাত্র না পাইয়া বীর্য্যপরীক্ষাদ্বারাই কন্যা সম্প্রদান করিতে মনস্থ করিলেন।

পুরাকালে রাজর্ষি জনকের পূর্ব্বপুরুষ মহারাজ দেবরাত একটী দুরাণম্য শৈব ধনু প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মিথিলার রাজগণ বংশপরম্পরায় সেই দিব্য ধনু সযত্নে রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। জনক এক্ষণে উক্ত ধনুর কথা স্মরণ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে ব্যক্তি সেই হরকার্ম্মুকে জ্যারোপণ করিতে পারিবেন, তাঁহারই হস্তে তিনি সীতাকে সম্প্রদান করিবেন।

কিয়দ্দিবসমধ্যে সীতার অলৌকিক রূপলাবণ্য ও গুণাবলীর কথা দেশবিদেশে প্রচারিত হইল, এবং তৎ সঙ্গে সঙ্গে জনকের পণও সকলে বিদিত হইলেন। কত দেশ হইতে কত নরপতি আসিয়া সীতালাভবাসনায় সেই হরকার্ম্মুককে জ্যারোপণ করিতে যত্ন করিলেন, কিন্তু কেহই তাহা গ্রহণ বা উত্তোলন করিতে পারিলেন না, সুতরাং জনক তাঁহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিতে বাধ্য হইলেন। এই ঘটনার কিয়ৎকাল পরেই সাংকাশ্যা হইতে সুধন্বা নামে এক প্রবলপরাক্রান্ত নরপতি আসিয়া মিথিলারাজ্য অবরুদ্ধ করিলেন, এবং দূতদ্বারা জনকের নিকট সীতা ও হরধনু প্রার্থনা করিলেন। জনক তাঁহার প্রার্থনায় কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তখন উভয়ের মধ্যে ঘোর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। বহুদিনব্যাপী যুদ্ধের পর রাজর্ষি সুধন্বাকে সমরে নিহত করিলেন এবং তাঁহার রাজ্য অধিকার করিয়া তাহা নিজ কনিষ্ঠভ্রাতা মহাত্মা কুশধ্বজকে অর্পণ করিলেন।

এদিকে ভূপালগণও বীর্য্যপরীক্ষায় কৃতকার্য্য হওয়া সংশয়স্থল বুঝিতে পারিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন; তাঁহারা মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, বুঝি মিথিলাধিপতি তাঁহাদিগকে প্রকারান্তরে অবমানিত করিবার জন্যই এইরূপ কঠিন পণ করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহারাও সমবেত হইয়া বলপূর্ব্বক সীতাকে গ্রহণ করিবার অভিলাষে মিথিলানগরী আক্রমণ করিলেন। আবার ভয়ঙ্কর সংগ্রাম আরব্ধ হইল। প্রায় সম্বৎসরকাল রাজগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া জনক অবশেষে তাঁহাদিগকে

পরাস্ত করিলেন। জনক যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন বটে, কিন্তু কিরূপে তাঁহার প্রতিজ্ঞা রক্ষিত হইবে, এই চিন্তায় একান্ত বিমনায়মান হইলেন।

এইরূপে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে, রাজর্ষি জনক এক বৃহৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন সেই যজ্ঞে তিনি নানাদেশস্থ ঋষি তপস্বী ও ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করিয়াছিলেন। যথাসময়ে সকলে উপস্থিত হইলে, যজ্ঞক্ষেত্র এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল। কোথাও ঋষিনিবাসসকল অভ্যাগত ঋষিগণে পরিপূর্ণ এবং অসংখ্য শকটে সমাকীর্ণ; কোথাও ব্রাহ্মণগণ নিরন্তর বেদধ্বনি করিতেছেন, এবং কোথাও বা যজ্ঞদর্শনার্থী প্রজাপুঞ্জ সমবেত হইয়া বিস্মিতহৃদয়ে অগ্নিকল্প ঋষিগণকে সন্দর্শনপূর্ব্বক নয়নমন সার্থক করিতেছে। বিশুদ্ধস্বভাব রাজর্ষি যজ্ঞানুষ্ঠানে ও অভ্যাগত মহাজনগণের সৎকারে ব্যাপৃত আছেন, এমন সময়ে তিনি শ্রবণ করিলেন যে, সহচর ঋষিবর্গের সহিত মহর্ষি বিশ্বামিত্র যজ্ঞস্থলে আগমন করিয়াছেন। তৎক্ষণাৎ তিনি পুরোহিতগণকে অগ্রে লইয়া অর্ঘ্যহস্তে মহর্ষির প্রত্যুদ্গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে পূজা করিলেন এবং তাঁহার আগমনে আপনাকে সৌভাগ্যবান্ মনে করিয়া যথেষ্ট আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মহর্ষি বিশ্বামিত্রও যথাক্রমে সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া, আহ্লাদসহকারে সহচরবর্গের সহিত জনকপ্রদত্ত আসনে সুখে উপবেশন করিলেন।

অনন্তর রাজর্ষি জনক সেই সহচরগণের মধ্যে অসি তূণ ও শরাসনধারী দুইটি বীর যুবককে দেখিতে পাইয়া অত্যন্ত

বিস্মিত হইলেন। শার্দ্দূলের ন্যায় তাঁহাদের বিক্রম, মত্ত-মাতঙ্গের ন্যায় তাঁহাদের গতি এবং দেবতার ন্যায় তাঁহাদের রূপ। তাঁহাদের সুকোমল অঙ্গে যৌবনশোভার আবির্ভাব হইয়াছে, দেখিয়া বোধ হইল যেন দ্যুলোক হইতে দুইটি দেবতা যদৃচ্ছাক্রমে ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সূর্য্য ও চন্দ্র যেমন গগনতলকে সুশোভিত করেন, সেইরূপ কুমার-দ্বয়ও সেই প্রদেশকে যারপর নাই অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। উভয়ের আকার, ইঙ্গিত ও চেষ্টায় বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য দেখিয়া রাজর্ষি বিনীতভাবে বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তপো-ধন, আপনার সহচরবর্গের মধ্যে যে এই দুইটি কুমারকে দেখিতেছি, ইহাঁরা কাহার পুত্র? কি জন্যই বা ইহাঁরা এই দুর্গমপথে পাদচারে আগমন করিলেন? আপনি সবিশেষ বলুন, ইহা শুনিতে আমার একান্ত কৌতূহল হইতেছে।"

তখন মহর্ষি বিশ্বামিত্র জনকের প্রার্থনায় সম্মত হইয়া মৃদু-মধুর বাক্যে তাঁহাদের বিবরণ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। রাজর্ষি জনক সকলের সহিত তাহা শ্রবণ করিয়া হর্ষ ও বিস্ময়ে আপ্লুত হইলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

—০০—

বিশ্বামিত্র কহিলেন, “রাজন্, আপনি যে এই কুমারদ্বয়কে দেখিতেছেন, ইহাঁরা অযোধ্যাপতি মহাত্মা দশরথের পুত্র। আপনারা শুনিয়া থাকিবেন যে রাজা দশরথ বৃদ্ধবয়সে পুত্রেষ্টি অনুষ্ঠান করিয়া চারিটি পুত্ররত্ন লাভ করিয়াছেন। জ্যেষ্ঠা মহিষী কৌশল্যার গর্ভে এই দূর্ব্বাদলশ্যাম কমললোচন রামচন্দ্র, কৈকেয়ীর গর্ভে সুশীল ভরত এবং সুমিত্রার গর্ভে তুল্যরূপ যমজ লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন জন্মগ্রহণ করেন; তন্মধ্যে এই কনককান্তি বীর কুমারের নামই লক্ষ্মণ। ইহাঁরা সকলেই প্রিয়দর্শন, মিষ্টভাষী, শাস্ত্রজ্ঞ ও ধনুর্ব্বিদ্যাবিশারদ। ইহাঁদের পরস্পরের সৌভ্রাত্র জগতে অতুলনীয়, কিন্তু তাহা হইলেও লক্ষ্মণ রামের এবং শত্রুঘ্ন ভরতের নিকটেই থাকিতে ভালবাসেন। ইহাঁরা যেমন শান্ত ও সুশীল, তেমনই অতিশয় পরাক্রমশালী। কিয়দ্দিবস হইল আমি এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম; কিন্তু মারীচাদি দুর্দ্দান্ত রাক্ষসগণ

পাছে তাহার বিঘ্ন সমুৎপাদন করে, এই আশঙ্কায় আমি মহারাজ দশরথের নিকট উপস্থিত হইয়া, তাঁহার এই সিংহ-পরাক্রম পুত্র রামচন্দ্রের সহায়তা প্রার্থনা করিলাম। রামের বয়ঃক্রম ষোড়শ বর্ষ মাত্র; ইহাঁকে রাক্ষসযুদ্ধে অসমর্থ ভাবিয়া দশরথ অতিশয় চিন্তাকুল হইলেন। বৃদ্ধ নরপতি পুত্রস্নেহে বিমোহিত হইয়া প্রথমে আমার প্রস্তাবে কিছুতেই সম্মত হইলেন না; কিন্তু তিনি আমার নিকটে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন, এই নিমিত্ত ধর্ম্মলোপভয়ে ভীত হইতে লাগিলেন; পরিশেষে কুলপুরোহিত মহর্ষি বশিষ্ঠের অনুনয়বাক্যে রাম-সম্বন্ধে আশ্বস্ত ও নিশ্চিন্ত হইয়া তিনি লক্ষ্মণের সহিত রামকে আমার হস্তে সমর্পণ করিলেন। লোকাভিরাম কুমারদ্বয় আপনাদের শান্তস্বভাব ও অনুপম সৌন্দর্য্যদ্বারা সাধারণের প্রীতিবর্দ্ধন করিতে করিতে পাদচারেই আমার সহিত গমন করিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে কোথাও মনোহর কানন, কোথাও পুণ্যসলিলা নদী, কোথাও বা রমণীয় আশ্রম দর্শন পূর্ব্বক রাম তাহাদের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবার নিমিত্ত একান্ত কৌতূহল প্রকাশ করিতে লাগিলেন, আমিও সুমধুর বাক্যে তাহাদের পুরাবৃত্ত কীর্ত্তন করিতে করিতে কুমারদ্বয়ের অধ্বশ্রম দূর করিতে লাগিলাম। কিন্তু পত্রদল-শোভিত নবীন কদলীবৃক্ষ দারুণ আতপতাপে যেমন পরিম্লান হয়, সেইরূপ গমনশ্রম ও ক্ষুৎপিপাসায় পাছে ইহাঁরা অতি-শয় কাতর হইয়া পড়েন, এই নিমিত্ত আমি সরযূতীরে ইহাঁ-দিগকে বলা ও অতিবলা নাম্নী দুইটি বিদ্যা প্রদান করিলাম।

তাহাদের প্রভাবে ইহাঁরা ক্ষুৎপিপাসাবিরহিত হইয়া সুখে বিচরণ করিতে পারিবেন।

"অনন্তর পবিত্রসলিলা জাহ্নবী সমুত্তীর্ণ হইয়া আমরা জনসঞ্চারশূন্য এক ভীষণ অরণ্য দেখিতে পাইলাম। সেই বন নিরন্তর ঝিল্লীরবে পরিপূর্ণ এবং ভয়াবহ শ্বাপদকুলে সমাকীর্ণ। তাহার মধ্যে কোথাও নানাপ্রকার বিহঙ্গ ভয়ঙ্কর-স্বরে অনবরত চীৎকার করিতেছে, কোথাও বা সিংহ ব্যাঘ্র বরাহ ও হস্তী সকল ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছে। তাড়কা-নাম্নী ঘোরদর্শনা এক রাক্ষসী সেই অরণ্যে বাস করিত। তাহার দেহে সহস্র মাতঙ্গের বল ছিল এবং সে মহর্ষি অগস্ত্যের শাপে দারুণ রাক্ষসরূপ পরিগ্রহ করিয়া তাঁহারই মনোরম আশ্রম ধ্বংস করিয়াছিল। তাহার ভয়ে পথ জন-শূন্য ও তাহার উৎপীড়নে প্রাণিকুল জর্জ্জরিত হইয়াছিল। আমি সেই রাক্ষসীর সবিশেষ বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়া তাহার বিনাশের নিমিত্ত রামকে প্রোৎসাহিত করিতে লাগিলাম। রামও লোকহিতার্থ তাহার বিনাশসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া ধনুকে টঙ্কার প্রদান করিতে লাগিলেন। রাক্ষসী সেই টঙ্কার লক্ষ্য করিয়া রামের নিকট উপস্থিত হইল এবং ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ করিল। অবশেষে রামচন্দ্র এক সুতীক্ষ্ণ শরদ্বারা তাহার বক্ষঃস্থল ভেদ করিলেন, রাক্ষসীও সেই আঘাতে প্রাণ ত্যাগ করিল। রাক্ষসী বিনষ্ট হইলে, আমি প্রীতমনে রামকে মন্ত্রসহ কতকগুলি দিব্যাস্ত্র প্রদান করিলাম।

"অনন্তর কিয়দ্দিবস মধ্যে আমরা সিদ্ধাশ্রম নামে আমা-

দের রমণীয় আশ্রমে উপনীত হইলাম। রাম ও লক্ষ্মণের বাক্যে আমি সেই দিবসেই যজ্ঞে দীক্ষিত হইলাম। আমি যথাবিধি যজ্ঞকার্য্য সম্পাদন করিতেছি, এমন সময়ে রাক্ষসেরা নানারূপ উৎপাত আরম্ভ করিল। আকাশমণ্ডল সহসা মেঘাচ্ছন্ন হইল, চতুর্দ্দিক্ হইতে ভয়ঙ্কর শব্দসকল উত্থিত এবং বেদির উপর জবাপুষ্পের ন্যায় ঘনীভূত রক্তবিন্দু সকল পতিত হইতে লাগিল। এই সকল উৎপাত দেখিয়া রাম বুঝিতে পারিলেন যে, রাক্ষসেরা নিকটস্থ হইয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ শরাসন আকর্ষণ করিয়া রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধারম্ভ করিলেন। মারীচকে অস্ত্রাঘাতে তিনি বহুদূরে নিক্ষিপ্ত করিলেন এবং অপরাপর রাক্ষসগণকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া বিনষ্ট করিলেন। অনন্তর নির্ব্বিঘ্নে যজ্ঞ সমাপন করিয়া আমি রাম ও লক্ষ্মণকে আশীর্ব্বাদ করিলাম। তাঁহারাও বিনীতভাবে প্রণাম করিয়া আমার অন্য আদেশ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

"রাজর্ষে, যজ্ঞ সমাপন করিয়া আমি সহচর ঋষিবর্গের সহিত আপনার এই সুবৃহৎ যজ্ঞ দর্শনার্থ সমুৎসুক হইলাম। আপনার গৃহে সুরক্ষিত সেই বিচিত্র হরধনুর বিষয় স্মরণপূর্ব্বক আমি রাম ও লক্ষ্মণকে তাহার বিবরণ জ্ঞাপন করিলাম। ইহাঁরাও তাহা দর্শন করিতে একান্ত কৌতূহল প্রকাশ করিলে, আমি ইহাঁদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া এই আপনার রাজ্যে আসিয়াছি। পথিমধ্যে বিশালা নগরীতে আমরা অবস্থান করিয়াছিলাম, এবং রামচন্দ্র মিথিলার অনতিদূরে

গৌতমাশ্রমে প্রবেশ পূর্ব্বক দেবরূপিণী অহল্যাকে শাপমুক্তা করিয়াছেন। গৌতমী মহর্ষি গৌতমের অভিশাপে রামের দর্শনকাল পর্য্যন্ত ত্রিলোকের দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া ভস্মাবলেপিত-দেহে কঠোর তপস্যা করিতেছিলেন, এক্ষণে শাপের অবসান হওয়াতে পবিত্র হইয়া স্বামীর সহিত তপশ্চরণ করিতে বন-গমন করিয়াছেন। রাজন্, দশরথের এই তনয়যুগল বিচিত্র হরধনু দর্শন করিতে আপনার গৃহে আগমন করিয়াছেন; আপনি ইহাঁদের অভিলাষ পরিতৃপ্ত করিলে আমিও চরিতার্থ হইব।”

বিশ্বামিত্রের নিকট রাজকুমারদ্বয়ের এই বিচিত্র বিবরণ শ্রবণ করিয়া রাজর্ষি জনক অতিশয় পুলকিত হইলেন এবং তাঁহাদের বিলক্ষণ প্রশংসা ও সমাদর করিলেন। পরদিন প্রভাতে বিশ্বামিত্রের আদেশানুসারে জনক অনুচরবর্গকে হরধনু আনয়ন করিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। যথাসময়ে ধনুক আনীত হইলে, বিশ্বামিত্র রামকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “বৎস, তুমি এক্ষণে এই হরশরাসন নিরীক্ষণ কর।” রাম মহর্ষির আদেশে মঞ্জুষা উদ্ঘাটন ও ধনু অবলোকন করিয়া কহিলেন, “আমি এই দিব্য শরাসন পাণিতলে স্পর্শ করিতেছি। এক্ষণে আমাকে কি ইহা উত্তোলন ও আকর্ষণ করিতে হইবে?” বিশ্বামিত্র ও জনক সম্মতি প্রদান করিলে, রাম সেই ধনু গ্রহণ ও সকলের সম্মুখে অনায়াসেই তাহাতে জ্যারোপণ করিয়া আকর্ষণ ও আস্ফালন করিতে লাগিলেন। শরাসন তদ্দণ্ডেই দ্বিখণ্ড হইয়া গেল। ঐ সময়ে বজ্রনির্ঘো-

যের ন্যায় একটি ভীষণ শব্দ সমুত্থিত হইল, তাহা শ্রবণ করিয়া সকলেই বিচেতনপ্রায় হইলেন।

রাজা জনক ধনু দ্বিখণ্ড হইতে দেখিয়া জানকীর পরিণয় সম্বন্ধে সমস্ত সংশয় অপনীত করিলেন। তাঁহার হৃদয়ে যুগপৎ হর্ষ ও বিস্ময়ের আবির্ভাব হইল। অগ্নিস্ফুলিঙ্গে যেমন দাহিকাশক্তি আছে, সেইরূপ সুকুমার রামচন্দ্রের সুকোমল দেহেও সিংহের পরাক্রম দর্শন করিয়া তিনি তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ভগবৎকৃপায় তাঁহার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইয়াছে এবং প্রিয়তমা জানকীও রামের সহিত পরিণীতা হইয়া পিতৃকুলে কীর্ত্তিস্থাপন করিবেন, এই চিন্তায় তাঁহার হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইল। তিনি মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক মহারাজ দশরথকে এই শুভ সংবাদ জ্ঞাপন ও তাঁহাকে অনতিবিলম্বে মিথিলায় আনয়ন করিতে শীঘ্রগামী রথে দূত সকল প্রেরণ করিলেন। দূতেরাও যথাসময়ে অযোধ্যায় উপনীত হইয়া মহারাজকে ধনুর্ভঙ্গব্যাপার ও রাম লক্ষ্মণের কুশল সংবাদ জ্ঞাপন করিল।

এদিকে ধনুর্ভঙ্গসংবাদ মিথিলা নগরীর মধ্যে প্রচারিত হইবামাত্র হর্ষ-বিস্ময়-সম্বলিত এক মহান্ কোলাহল সমুত্থিত হইল। সকলে এক বাক্যে রাজকুমার রামচন্দ্রের প্রশংসা করিতে লাগিল। বিবাহের দিন সন্নিকট দেখিয়া প্রশস্ত রাজপথ সকল পরিষ্কৃত, উন্নতানত স্থান সমূহ সমতল, এবং স্থলে স্থলে মনোহর তোরণসমূহ সুসজ্জিত হইতে লাগিল। পুরবাসিগণ আপনাদের গৃহদ্বার পুষ্পমালা ও লতাজালে

বেষ্টন করিল এবং নগরীর মধ্যে নিরন্তর মঙ্গলময় বাদ্যধ্বনি হইতে লাগিল। জনকের অন্তঃপুরও বিবাহোচিত মাঙ্গল্যোৎসবে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল।

সীতার বয়ঃক্রম এ সময়ে কেবলমাত্র দশ বা একাদশ বর্ষ হইয়াছিল। বাল্মীকি সীতার এ সময়ের মনোগত ভাব সমূহ বর্ণিত না করিলেও, তাঁহার চরিত্র পূর্ব্বাপর আলোচনা করিয়া আমরা মানসচক্ষে তাঁহাকে যেন সম্মুখেই দেখিতে পাইতেছি। সীতার বালিকাসুলভ চপলতা কিঞ্চিৎ অপনীত হইয়াছে; মনোবৃত্তিসকল বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্ফুরিত হইতেছে, এবং তজ্জন্য গাম্ভীর্য্যও মধ্যে মধ্যে তাঁহার অনুপম চরিত্রকে স্পর্শ করিয়া স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য শতগুণে বর্দ্ধিত করিতেছে। সরলতা ও পবিত্রতাই তাঁহার চরিত্রের সর্ব্বপ্রধান উপাদান; কিন্তু তাহা হইলেও ঊষারাগরঞ্জিত প্রভাত যেমন সকলের মনোহর হয়, সেইরূপ গীয় লজ্জার কোমলস্পর্শে তাঁহার সৌন্দর্য্যেও দেবরাজ্যের ছায়া পরিলক্ষিত হইতেছে। বুদ্ধিবৃত্তি ধীরে ধীরে বিকশিত হওয়াতে, প্রতিভার দিব্য জ্যোতিঃ মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত করিতেছে, এবং পবিত্রতা সুন্দর নয়ন যুগল হইতে কোমল দীপ্তিরূপেই যেন উদ্ভাসিত হইতেছে। শুভ্র আলোক যেমন শুভ্র আলোকে মিশিয়া যায়, সেইরূপ তাঁহার নির্ম্মল মনোবৃত্তিনিচয় স্বভাবতঃই ধর্ম্মমুখীন হইয়াছে। পলিতকেশ, বালকের ন্যায় সরলস্বভাব, পবিত্রচেতা ঋষিগণের মুখে সীতা সর্ব্বদা মনোহর ধর্ম্ম ও নীতিবিষয়ক উপাখ্যান শুনিয়া দিন দিন আপনার ধর্ম্মবৃত্তি সমুজ্জ্বল

করিতেছেন, এবং জগতে যাহা কিছু সুন্দর ও পবিত্র, তাহারই প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ প্রদর্শন করিতেছেন। তিনি পিতা-মাতা ও গুরুজনের প্রতি সর্ব্বদাই ভক্তিমতী, দাসদাসীগণের প্রতি সদয়া ও মধুরভাষিণী, সখীগণের হিতকারিণী, এবং গৃহপালিত পশুপক্ষিগণের একমাত্র স্নেহময়ী জননী। জ্যোৎ-স্নালোকে একটি শুভ্র পুষ্প যেন জনকের গৃহপ্রাঙ্গণে প্রস্ফুটিত হইয়াছে, অথবা স্বর্গরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া কোন দেবকন্যা যেন কি এক মহদুদ্দেশ্যসাধনের নিমিত্ত এই ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সীতার সেই জ্যোতির্ম্ময়ী দেবরূপিণী বালিকা-মূর্ত্তি সহসা ধ্যানপথে সমুদিত হইয়া আমাদিগকে কোন্ এক দেবরাজ্যে লইয়া যাইতেছে এবং ক্ষণকালের জন্যও এই শোক-তাপময় অনিত্য সংসারকে আমাদের পাপকলুষিত মন হইতে ধীরে ধীরে অপসারিত করিতেছে। আমরা প্রফুল্লমনে সীতার এই কুমারীমূর্ত্তিকে শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত অভিবাদন করি, এবং তাঁহার অলৌকিক গুণাবলীর আলোচনা করিতে করিতে হৃদয়মন পবিত্র করি।

সে যাহা হউক, সূর্য্য যেমন চন্দ্রকে শুভ্র জ্যোতিঃ প্রদান করেন, সেইরূপ রাজর্ষি জনক শান্তস্বভাব পবিত্রচরিত্র রাম-চন্দ্রের হস্তে প্রাণতুল্য এই দুহিতারত্নকে সমর্পণ করিতে যত্ন-বান্ হইলেন। কিয়দ্দিবস মধ্যে ভরতশত্রুঘ্ন, কুলপুরোহিত মহর্ষি বশিষ্ঠ এবং অসংখ্য অনুচরের সহিত রাজা দশরথ মিথি-লায় উপস্থিত হইলেন। জনক দশরথের আগমনে অত্যন্ত প্রীত হইয়া তাঁহার সমুচিত সৎকার করিলেন এবং যজ্ঞসমাপ-

নান্তে সীতার সহিত রামের ও তাঁহার অপরা তনয়া উর্ম্মিলার সহিত লক্ষ্মণের বিবাহ দিতে প্রস্তুত হইলেন। চতুর্দ্দিকে বিবাহের আয়োজন হইতে লাগিল। এদিকে মহর্ষি বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র একত্র পরামর্শ করিয়া জনকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধর্ম্মশীল কুশধ্বজের রূপবতী দুইটী কন্যাকে ভরত ও শত্রুঘ্নের জন্য প্রার্থনা করিলেন। রাজর্ষি জনক তাঁহাদের এই সুসঙ্গত প্রস্তাবে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন। রাজা দশরথও পুত্রগণের একই সময়ে এবং একই স্থলে বিবাহ হইবে শুনিয়া যার পর নাই আনন্দিত হইলেন।

বিবাহের দিন উপস্থিত হইলে, রাজকুমারগণ সুন্দর বেশ ভূষায় সুসজ্জিত হইয়া বশিষ্ঠাদি ঋষিগণের সহিত বিবাহস্থলে উপনীত হইলেন। রাজকন্যারাও নানাবিধ আভরণে ভূষিত হইয়া জনকের সঙ্গে তথায় আগমন করিলেন। মহর্ষি বশিষ্ঠ বেদিনির্ম্মাণ পূর্ব্বক তদুপরি বহ্নিস্থাপন করিয়া আহুতি প্রদান করিলে, রাজা জনক লজ্জাবনতমুখী সীতাকে রামের অভিমুখে ও অগ্নির সমক্ষে সংস্থাপন করিয়া কহিলেন "রাম, এই সীতা আমার দুহিতা; ইনি তোমার সহধর্ম্মিণী হইলেন। তুমি পাণি দ্বারা ইহাঁর পাণি গ্রহণ কর, তোমার মঙ্গল হইবে। এই মহাভাগা পতিব্রতা হউন, এবং ছায়ার ন্যায় নিয়ত তোমার অনুগত থাকুন।" (১।৭৩) রাজর্ষি এই বলিয়া রামের হস্তে মন্ত্রপূত জল নিক্ষেপ করিলেন। সভাস্থ সকলে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন এবং চতুর্দ্দিক্ হইতে দুন্দুভিধ্বনি ও পুষ্প-বৃষ্টি হইতে লাগিল।

রাজা জনক রামচন্দ্রকে এইরূপে সীতা সম্প্রদান করিয়া আনন্দিত মনে লক্ষ্মণের হস্তে ঊর্ম্মিলাকে, ভরতের হস্তে মাণ্ডবীকে এবং শত্রুঘ্নের হস্তে শ্রুতকীর্ত্তিকে সমর্পণ করিলেন। রাজকুমারেরাও ভগবান্ বশিষ্ঠের মতানুসারে ঐ চারিটি কুমারীর পাণিগ্রহণ করিয়া শিবিরে প্রত্যাগমন করিলেন। তখন চতুর্দ্দিকে দুন্দুভিধ্বনি, সঙ্গীত, ও বাদিত্র বাদন হইতে লাগিল এবং লোকের এক মহান্ আনন্দকোলাহল ভিন্ন আর কিছুই শ্রুতিগোচর হইল না। রাজা দশরথ শিবিরে প্রত্যাগত হইয়া নববরবধূসমাগমে প্রফুল্লচিত্তে নানাবিধ মঙ্গলকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন।

বিবাহের পরদিন বরবধূর বিদায়ের আয়োজন হইতে লাগিল। জনক কন্যাগণকে কন্যাধনস্বরূপ অসংখ্য গো, অশ্ব, হস্তী, মুক্তা, প্রবাল, স্বর্ণ, রজত, নানাবিধ রত্ন, উৎকৃষ্ট কম্বল, কৌশেয় বসন, বহুমূল্য বস্ত্র, রথ, পদাতি এবং প্রত্যেককে শত সংখ্য সখী ও দাসদাসী প্রদান করিলেন। তিনি দশরথের সহিত কিয়দ্দূর গমন করিয়া আনন্দের প্রতিমা প্রিয়তমা দুহিতাকে অশ্রুজলের সহিত বিসর্জ্জন পূর্ব্বক স্বগৃহে প্রত্যাগত হইলেন। চন্দ্রশূন্যা হইয়া পৃথিবী যেমন অমানিশার অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়, সেইরূপ জনকের রাজসংসারও একমাত্র সীতাব অভাবে নিরানন্দ হইল। তত্ত্বজ্ঞ রাজর্ষি শোকাবেগ রুদ্ধ করিয়া নির্লিপ্তের ন্যায় পূর্ব্ববৎ অবস্থান করিতে লাগিলেন।

এদিকে মহারাজ দশরথ পুত্র ও বধূগণের সহিত মহানন্দে রাজধানী অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে ভীম-

দর্শন পরশুরাম রামচন্দ্রের বলবিক্রমে ঈর্ষান্বিত হইয়া তাঁহার বিনাশসাধনে যত্নবান্ হইলেন, কিন্তু তিনিই পরিশেষে দশরথ-তনয়ের বলে পরাস্ত হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। সে যাহা হউক, রাজকুমারগণের আগমনসংবাদে অযোধ্যানগরী আনন্দোৎসবে পরম রমণীয় শোভা ধারণ করিল। রাজমহিষীরা পুত্র ও পুত্রবধূগণের চন্দ্রমুখ নিরীক্ষণ করিয়া যারপরনাই পুলকিত হইলেন। রাজা দশরথ এইরূপে পুত্রগণের শুভপরিণয়কার্য্য সম্পন্ন করিয়া অন্যান্য গুরুতর কর্ত্তব্য কর্ম্মসম্পাদনের নিমিত্ত ব্যাকুল হইলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

রামচন্দ্র সীতার সহিত পরিণীত হইয়া আপনাকে সৌভাগ্যবান্ মনে করিলেন। সীতার স্বভাব এরূপ কোমল ও পবিত্র ছিল যে, রাম তাঁহার সংসর্গে বিমল আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। রাম রাজকার্য্যবিষয়ে পিতার সহায়তা এবং মাতৃগণের সেবা শুশ্রূষা করিয়া সামান্য অবসর পাইলেই সীতার আবাসে আসিয়া উপস্থিত হইতেন। তিনি প্রীতি-বিস্ফারিতলোচনে জানকীর সহিত কত মনোহর গল্প করিতেন, কত সাধুপ্রসঙ্গে সময় অতিবাহিত করিতেন, সীতাকে কত নীতিগর্ভ শাস্ত্রোপদেশ শ্রবণ করাইতেন এবং পাতিব্রত্যধর্ম্ম

LIBRARY

সম্বন্ধে তাঁহার সহিত কত সদালোচনাই করিতেন। সীতার কর্ণযুগল রামের সেই অমৃতময়ী বাণী অতৃপ্তরূপে পান করিত। সীতাও কখন কখন রামের নিকট তাঁহার বাল্যজীবনের ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেন; ঋষিগণের মুখে তিনি আশ্রমের কেমন বর্ণনা শুনিতেন, তাঁহার আশ্রমদর্শনলালসা এখনও কেমন বলবতী; এখনও রামের সহিত পুষ্পিত কাননসমূহে ভ্রমণ করিতে সীতার কত ইচ্ছা হয়; রাম কোন দিন আশ্রমপর্য্যটনের সময় সীতাকে কি দয়া পূর্ব্বক সমভিব্যহারে লইয়া যাইবেন? সরলা সীতা রামের নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিয়া তাঁহার আনন্দের কারণ হইতেন। রামও দেবরূপিণী জানকীর যথেষ্ট সমাদর করিয়া তাঁহার প্রীতিবর্দ্ধন করিতেন।

সীতা কৌশল্যা প্রভৃতি শ্বশ্রূগণকে যার পর নাই ভক্তি করিতেন। তাঁহাদের সেবা শুশ্রূষা করিতে পারিলে তাঁহার অন্তরে বিমল আনন্দের সঞ্চার হইত। শ্বশ্রূগণও সীতাকে কন্যাপেক্ষা সমধিক স্নেহ করিতেন। সীতা শ্বশুরালয়ে আসিয়া অবধি এক‌টি দিনও জনক জননীর অভাব অনুভব করেন নাই। বাস্তবিক সীতা সকলের এমনই প্রিয়পাত্রী ছিলেন এবং তাঁহার অলৌকিক রূপ ও পবিত্রতাতে গৃহের এমনই অপূর্ব্ব শ্রী হইত, যে আলোক ব্যতীত গৃহ যেমন অন্ধকারময় হয়, সেইরূপ সীতার অভাবে সেই সুবৃহৎ রাজনিকেতনও শূন্য বোধ হইত।

এইরূপে বৎসরের পর বৎসর অতিবাহিত হইতে লাগিল। কালের অবিশ্রান্ত গতিতে দেখিতে দেখিতে সীতার বিবাহের পর দ্বাদশ বৎসর অতীত হইয়া গেল। মহাবাহু রামচন্দ্র জান-

কীর প্রতি উত্তরোত্তর শ্রদ্ধাবান্ হইতে লাগিলেন; উভয়ের প্রেম ও প্রীতি পরিবর্দ্ধিত হইয়া উভয়ে অভিন্নহৃদয় হইলেন। রাম জানকীর অভিপ্রায় যেমন স্পষ্টই জানিতেন, স্বরূপা জানকীও সেইরূপ অপেক্ষাকৃত বিশেষরূপে রামের অভিপ্রায় জ্ঞাত ছিলেন। এইরূপে সুখে ও সন্তোষে তাঁহাদের দিন অতিবাহিত হইতেছিল, এমন সময়ে তাঁহাদের জীবন-নাটকে একটি নূতন অঙ্কের সূত্রপাত হইল।

মহারাজ দশরথ বৃদ্ধবয়সে রামলক্ষ্মণ প্রভৃতি চারিটি পুত্র-রত্ন লাভ করিয়াছিলেন। তিনি চারিটি পুত্রকেই যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। পুত্রেরাও সকলেই সুশীল সচ্চরিত্র ও পিতার প্রতি সমান ভক্তিমান্ ছিলেন। কিন্তু তারাগণের মধ্যে চন্দ্রের যেমন শোভা হয়, সেইরূপ ভ্রাতৃগণের মধ্যে রামই অতিশয় শোভা পাইতেন। তিনি যেমন প্রিয়দর্শন ও মিষ্টভাষী ছিলেন, সেইরূপ সত্যব্রত ও পরাক্রমশালীও ছিলেন; শাস্ত্রে ও শস্ত্রবিদ্যায় তাঁহার যেরূপ পারদর্শিতা ছিল, সেইরূপ বিনয় ও ক্ষমাও তাঁহার চরিত্রের প্রধান অলঙ্কার হইয়াছিল। তিনি একদিকে প্রজাকুলের হিতসাধনে যেমন সর্ব্বদাই রত থাকিতেন, সেইরূপ অশিষ্ট ও দণ্ডার্হের সমুচিত দণ্ডবিধান করিয়া ন্যায়ের মর্য্যাদাও রক্ষা করিতেন। তিনি যেমন প্রজাপালন ও রাজ্য-শাসনের বিবিধ উপায় সুন্দররূপে অবগত ছিলেন, সেইরূপ সর্ব্ববিষয়ে ধর্ম্মকেই জয়যুক্ত করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। রাম নৃপতিদুর্লভ এই সমস্ত সর্ব্বোৎকৃষ্ট গুণে অলঙ্কৃত হইয়া প্রকৃতিবর্গের এবং বিশেষতঃ পিতৃদেবের অতিশয় প্রিয়ভাজন

হইয়া পড়িলেন। বাস্তবিক, প্রজাপুঞ্জ যেন বৃদ্ধ মহারাজ দশরথ অপেক্ষাও রামের প্রতি সমধিক অনুরাগ প্রদর্শন করিতে লাগিল। এদিকে মহারাজও, প্রিয়তম রামচন্দ্রকে ঈদৃশ লোকপ্রিয় দেখিয়া, মনে মনে অতিশয় আনন্দিত হইলেন। বার্দ্ধক্যপ্রযুক্ত তিনি আর পূর্ব্ববৎ রাজ্যপালনে সমর্থ ছিলেন না, সুতরাং লোকাভিরাম রামচন্দ্রকেই যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া স্বয়ং বানপ্রস্থ অবলম্বনের সঙ্কল্প করিলেন। এতদুদ্দেশে তিনি একদিন মন্ত্রিগণ, অধীন রাজা, সামন্ত ও রাজ্যের অন্যান্য প্রধান ব্যক্তিবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া নগরীর মধ্যে রামচন্দ্রের অভিষেকবার্ত্তা বিঘোষিত করিয়া দিলেন।

রামের রাজ্যাভিষেকবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া আবালবৃদ্ধবনিতা হর্ষোল্লাসে নিমগ্ন হইল। অযোধ্যানগরী উৎসবতরঙ্গে ভাসমান হইল। সর্ব্বজনপ্রিয় রামচন্দ্রের জয়ধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ হইয়া গেল। গৃহমালা সুধাধৌত ও গৃহচূড়ে বিচিত্র বর্ণের ধ্বজপতাকাসকল উড্ডীন হইতে লাগিল। কেহ কেহ বহুমূল্য বসনভূষণ পরিধান করিয়া, কেহ নৃত্যগীতে নিমগ্ন হইয়া এবং কেহ কেহ বা দরিদ্রগণের মধ্যে ধনরত্ন বিতরণ করিয়া স্ব স্ব হৃদয়ের আনন্দোচ্ছ্বাস প্রকটিত করিতে লাগিল। বলিতে কি, সেই দিনে চতুর্দ্দিকেই আনন্দচিহ্ন বিরাজিত হইল এবং নিরানন্দের ছায়ামাত্র কোথাও দৃষ্টিগোচর হইল না।

কিন্তু ঈদৃশ সর্ব্বব্যাপী আনন্দের দিনে কেবলমাত্র একটি ক্ষুদ্র নীচাশয় হৃদয় ক্ষোভে ও দুঃখে পরিপূর্ণ হইল। মহিষী কৈকেয়ীর মন্থরা নাম্নী এক পরিচারিকা ছিল। মন্থরা অতিশয়

জঘন্য প্রকৃতির রমণী; তাহার আকারও তাহার প্রকৃতির অনুরূপ ছিল। সে কুব্জা ও দেখিতে অতিশয় কুরূপা। কৈকেয়ী ও তাঁহার পুত্র ভিন্ন মন্থরা জগতে আর সকলেরই বিদ্বেষ করিত। কৈকেয়ী তাহাকে পিত্রালয় হইতে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন; তাই মন্থরা কেবল তাঁহারই হিতাকাঙ্ক্ষা করিত। কৈকেয়ী যাহাতে মহারাজের প্রিয়পাত্রী হইতে পারেন, মন্থরা তাঁহাকে সে উপদেশ প্রদান করিত। ভরত জন্মানুক্রমে রাজার দ্বিতীয় পুত্র হইলে, মন্থরার ক্ষোভের আর পরিসীমা ছিল না। মহারাজ দশরথের পর কৌশল্যাকুমার রামচন্দ্র অযোধ্যার রাজসিংহাসনে সমারূঢ় হইবেন, আর ভরত রামের অধীন হইয়া থাকিবেন, এ চিন্তা মন্থরার পক্ষে অসহ্য হইয়াছিল। এই নিমিত্ত মন্থরা সর্ব্বদাই মনে মনে রাম ও কৌশল্যার অমঙ্গল কামনা করিত এবং যাহাতে তাঁহাদের অনিষ্ট হয়, তাহারই উপায় চিন্তা করিত।

এ হেন মন্থরা রামের রাজ্যাভিষেকবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া একেবারে চিতানলের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। সেই পাপীয়সী হিংসা ও রোষে এক ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিল। সে দশরথ রাম ও কৌশল্যার উদ্দেশে অজস্র অভিশাপ বর্ষণ করিতে করিতে কৈকেয়ীর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে এই অশুভসংবাদ জ্ঞাপন করিল। কৈকেয়ী মন্থরার সংবাদে প্রথমে আনন্দিত হইয়াছিলেন; কিন্তু মন্থরা তাঁহার স্থূলবুদ্ধি দর্শনে রোষে ক্ষিপ্তপ্রায় হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে মন্থরা প্রকৃতিস্থ হইয়া কৈকেয়ীকে নানা প্রকার উপদেশ প্রদান

করিতে লাগিল এবং অত্যল্প কাল মধ্যে স্বীয় হলাহল দ্বারা মহিষীর সরল মন বিযাক্ত করিতে সমর্থ হইল। কৈকেয়ীকে আপনার মতানুবর্ত্তিনী দেখিয়া মন্থরার বিকট উল্লাসের আর পরিসীমা রহিল না। সে তাঁহাকে উপযুক্ত উপদেশ প্রদান করিয়া অন্যত্র প্রস্থান করিল।

রাজা দশরথ রামের রাজ্যাভিষেকের অনুমতি প্রদান পূর্ব্বক সায়ংকালে হৃষ্টমনে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তিনি সর্ব্বাগ্রে কৈকেয়ীকে এই আনন্দসমাচার জ্ঞাপন করিতে মনস্থ করিলেন, কিন্তু তাঁহাকে গৃহে দেখিতে না পাইয়া কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন। রাজ্ঞী ক্রোধাগারে প্রবেশ করিয়াছেন, প্রতিহারীর মুখে এই কথা শ্রবণ পূর্ব্বক দশরথ চিন্তাকুলমনে তথায় উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন যে, সত্যসত্যই কৈকেয়ী মলিন বসন পরিধান পূর্ব্বক ধূলিশয্যায় শয়ন করিয়া অশ্রুজলে ধরাতল অভিষিক্ত করিতেছেন। মহিষীর এই অসম্ভাবিত অবস্থা দর্শনে মহারাজ অতিশয় বিচলিত হইলেন। তিনি স্নেহপূর্ণ সুমধুর বাক্যে কৈকেয়ীর ক্রোধের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন; কিন্তু রাজ্ঞী স্বামীর প্রশ্নের কোনই উত্তর প্রদান করিলেন না। মহিষীর দেহ কি অসুস্থ হইয়াছে, কেহ কি তাঁহার অবমাননা করিয়াছে, অথবা তাঁহার প্রতি কি কোন কর্ত্তব্যের ত্রুটি হইয়াছে? রাজা ব্যাকুলভাবে বারম্বার এইরূপ প্রশ্ন করিলেও কৈকেয়ী নিরুত্তর রহিলেন। কিয়ৎক্ষণপরে রাজ্ঞী বাষ্পাকুললোচনে গদগদস্বরে বলিতে লাগিলেন "নরনাথ, আমার দেহ অসুস্থ হয় নাই, আমাকে কেহ অবজ্ঞা করে নাই

এবং আমার প্রতি বিশেষ কোন কর্ত্তব্যেরও ত্রুটি হয় নাই; কিন্তু তোমার কাছে আমার কোন প্রার্থনা আছে, তুমি যদি তাহা পূর্ণ করিতে প্রতিশ্রুত হও, তাহা হইলেই আমার মনো-মালিন্য দূরীভূত হইতে পারে, অন্যথা আমি তোমার সমক্ষেই এই প্রাণ বিসর্জ্জন করিব।" রাজা মহিষীর এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক সহাস্যবদনে শপথ করিয়া তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। সুচতুরা কৈকেয়ীও অবসর বুঝিয়া সত্য-ব্রত রাজাকে সত্যপাশে বদ্ধ করিলেন এবং হিতৈষিণী মন্থরার উপদেশক্রমে যে বিষ উদগীরণ করিলেন, তাহাতে কিয়ৎকাল মধ্যে সেই বিশাল রাজসংসার জর্জ্জরিত হইয়া শ্মশানতুল্য ভীষণ আকার ধারণ করিল।

কৈকেয়ী কহিলেন "রাজন্, পূর্ব্বকালে সম্বরনামা এক অসুরের সহিত তোমার যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে তুমি ক্ষত-বিক্ষতাঙ্গ হইয়াছিলে। আমি যুদ্ধস্থলে উপস্থিত থাকিয়া তোমার শুশ্রূষা করিয়াছিলাম। তুমি তৎকালে আমার শুশ্রূষায় প্রীত হইয়া আমায় দুইটি বর দিতে প্রতিশ্রুত হও; আমি তখন বর প্রার্থনা করি নাই, উপযুক্ত সময়ে প্রার্থনা করিব বলিয়াছিলাম, অদ্য তাহা প্রার্থনা করিতেছি। প্রথম বরে কল্যই তুমি রামচন্দ্রকে চতুর্দ্দশ বর্ষ দণ্ডকারণ্যে নির্ব্বাসিত কর, আর দ্বিতীয় বরে রামের পরিবর্ত্তে আমার পুত্র প্রাণাধিক ভরতকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত কর। তুমি আপনার পূর্ব্ব-প্রতিজ্ঞা পালন করিয়া সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা কর, এক্ষণে তোমার নিকট আমার ইহাই প্রার্থনা।"

কৈকেয়ীর এই নিদারুণ প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া দশরথ বজ্রাহত অথবা ভূতাবিষ্টের ন্যায় সহসা নিশ্চেষ্ট হইলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়া গেল, তিনি জাগরিত আছেন কি স্বপ্ন দেখিতেছেন, তাহা বুঝিতে পারিলেন না। ক্ষোভে ও রোষে তাঁহার বাক্‌শক্তি রুদ্ধ এবং অশ্রুজলে গণ্ডস্থল প্লাবিত হইল। তিনি বহুক্ষণের পর সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কৈকেয়ীকে যারপর নাই ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন; তিনি স্বর্ণলতাভ্রমে সেই ভুজঙ্গীকে আশ্রয় করিয়াছেন; রাম সেই পাপীয়সীর কি অপরাধ করিয়াছেন? রাম যে আপন জননী অপেক্ষাও সেই দুর্ব্বৃত্তাকে সমধিক ভক্তিপ্রদর্শন করিয়া থাকেন। রামনির্ব্বাসনরূপ অমঙ্গলবাক্য উচ্চারণ করিতে কৈকেয়ীর পাপরসনা শতধা বিদীর্ণ হইল না কেন? রাম ব্যতীত দশরথ যে মুহূর্ত্তমাত্র জীবিত থাকিবেন না। কৈকেয়ী প্রসন্ন হউন, কৈকেয়ী অন্য কোন বর প্রার্থনা করুন, রাজা তাহা পূর্ণ করিবেন।

কৈকেয়ী জঘন্য স্বার্থপরতার অনুবর্ত্তিনী হইয়া বিমূঢ় রাজার বিলাপ ও ভৎর্সনাবাক্যে কর্ণপাত করিলেন না। রাজার অবস্থা দেখিয়া তাঁহার মনে কোন ভাবান্তর উপস্থিত হইল না, বরং তিনি বৃদ্ধ নরপতির শোকপীড়িত হৃদয়কে অসহ্য উপহাস ও বাক্যবাণে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। রাজা মোহাচ্ছন্ন হইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার বুদ্ধিভ্রংশও ঘটিয়াছিল। তিনি বালকের ন্যায় রোদন করিতে করিতে কখন কৈকেয়ীর চরণতলে পতিত, কখনও বা শোকে লুপ্তসংজ্ঞ, এবং কখন কখন চেতনা লাভ করিয়া ক্ষিপ্তচিত্তের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। কিন্তু দুষ্টা

কৈকেয়ীর কঠিন হৃদয় কিছুতেই দ্রব হইল না। এইরূপে সেই কালরজনী অতিবাহিত হইয়া গেল।

যামিনী প্রভাত হইলে, রামের রাজ্যাভিষেকের সমস্ত আয়োজন হইল। বশিষ্ঠাদি ঋষি ও ব্রাহ্মণগণ সভাতে সমবেত হইলেন। কিন্তু মহারাজ তখনও সেখানে উপস্থিত হইলেন না দেখিয়া, তাঁহারা সুমন্ত্রকে অন্তঃপুর মধ্যে প্রেরণ করিলেন। অন্তঃপুরে প্রবেশ পূর্ব্বক যবনিকার অন্তরালে দণ্ডায়মান হইয়া মহারাজকে প্রফুল্লহৃদয়ে গাত্রোত্থান এবং রামচন্দ্রের অভিষেকরূপ মঙ্গলোৎসব সম্পাদন করিতে প্রার্থনা করিলেন। দশরথ সুমন্ত্রের বাক্যে অতিশয় কাতর হইলেন এবং সজলনয়নে তাঁহার দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া কহিলেন "সুমন্ত্র, তোমার বাক্যে আমার অধিকতর মর্ম্মবেদনা হইতেছে।" মহারাজের মুখে সহসা এই কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া সুমন্ত্র বিস্মিতমনে সেই স্থান হইতে কিঞ্চিৎ অপসৃত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কৈকেয়ী তাঁহাকে নিকটে আহ্বান করিয়া বলিলেন "সুমন্ত্র, মহারাজ রামাভিষেকের হর্ষে সমস্ত রজনী জাগরণ করিয়াছেন; এক্ষণে তিনি পরিশ্রমে যৎপরোনাস্তি শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়াছেন; অতএব তুমি ত্বরিতপদে একবার রামচন্দ্রকে এইস্থলে আনয়ন কর।" সুমন্ত্র রাজাজ্ঞার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, স্বয়ং রাজারও সেইরূপ আদেশ পাইবামাত্র তৎক্ষণাৎ রামের উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন।

রামচন্দ্র জানকীর সহিত কুশশয্যায় অধিবাসরজনী যাপন করিয়া প্রভাতোচিত ক্রিয়াদি সমাপন পূর্ব্বক পবিত্র আসনে

সুখে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে সুমন্ত্র গিয়া তাঁহাকে অভি-বাদন ও রাজাজ্ঞা জ্ঞাপন করিলেন। রাম ও জানকী উভয়েই মনে করিলেন, মহারাজ বুঝি তাঁহাকে রাজ্যাভিষেকের নিমিত্তই আহ্বান করিতেছেন। সে যাহা হউক, রাম পিত্রাজ্ঞা শুনিয়া অনতিবিলম্বে সুমন্ত্রসহ পিতার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন; কিন্তু তিনি দেখিয়া বিস্মিত হইলেন যে, মহারাজ দেবী কৈকেয়ীর সহিত দীনভাবে ও শুষ্কমুখে পর্য্যঙ্কে উপবিষ্ট আছেন। রাম অগ্রে পিতার চরণবন্দন পূর্ব্বক কৈকেয়ীকে অভিবাদন করি-লেন। দশরথ রামকে দেখিয়াই "রাম" এই শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক সহসা শোকাচ্ছন্ন হইলেন। পিতৃবৎসল রাম পিতার ঈদৃশী দীনদশা দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত ও বিচলিত হইলেন। তিনি শুষ্কমুখে ব্যাকুলচিত্তে কৈকেয়ীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মাতঃ, পিতৃদেব আজ আমাকে দেখিয়া সহসা শোকাভিভূত হইলেন কেন? আজ তিনি পূর্ব্বের ন্যায় আমার সহিত প্রফুল্ল-মনে বাক্যালাপ করিতেছেন না কেন? তিনি কি অসুস্থ হইয়াছেন? আমি কি তাঁহার কোন অপ্রিয়সাধন করিয়া অসন্তোষের কারণ হইয়াছি? আপনি সকল কথা সবিশেষ বলুন, শুনিতে মন বড় ব্যাকুল হইয়াছে, এবং মহারাজের ঈদৃশী অবস্থা দেখিয়া আমার হৃদয়ও বিদীর্ণ হইতেছে।"

নির্লজ্জা কৈকেয়ী রামের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন "বৎস, তোমার পিতা অসুস্থ হন নাই, তুমি তাঁহার কোন অসন্তোষেরও কারণ হও নাই; কিন্তু ইনি মনে মনে কোন সঙ্কল্প করিয়াছেন, লজ্জাবশতঃ তোমার নিকট তাহা ব্যক্ত

করিতে পারিতেছেন না। তুমি মহারাজের অতিশয় প্রিয়, সুতরাং তোমাকে কোনরূপ অপ্রিয় কহিতে ইহাঁর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতেছে না। রাজা তোমার সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন না বলিয়া, তুমি দুঃখিত হইও না। তোমার পিতা আমার নিকট কোন প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। তুমি যদি তাহা পালন করিতে প্রতিশ্রুত হও, তাহা হইলে ইহাঁর সত্যরক্ষা হয়, আর আমিও তোমাকে সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া বলি।”

রাম পিতার আদেশে অগ্নিতে ঝম্পপ্রদান করিতে পারেন এবং সমুদ্রে নিমজ্জিত হইতেও পারেন, সুতরাং কৈকেয়ীর এই বাক্যে তিনি অতিশয় মর্ম্মাহত হইয়া বলিলেন “দেবি, পিতা আমায় যাহা আদেশ করিবেন, প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমি তাহাই পালন করিব; আপনি তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ করিবেন না। এক্ষণে আমার প্রতি তাঁহার আদেশ কি, তাহাই বলুন এবং মহারাজকে প্রসন্ন করুন।”

তখন নির্দ্দয়া কৈকেয়ী রামচন্দ্রকে বরসংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপার হৃষ্টমনে মুক্তকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন। রামকে চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস করিতে হইবে এবং তাঁহার পরিবর্ত্তে ভরত রাজসিংহাসন অধিকার করিবেন। কৈকেয়ী মহারাজের নিকট এই বরদ্বয় প্রার্থনা করিয়াছেন; কিন্তু তিনি একদিকে রামের প্রতি স্নেহাধিক্যবশতঃ এবং অপরদিকে ধর্ম্মভয়প্রযুক্ত অত্যন্ত শোকাকুল হইয়াছেন। রাম কর্ত্তব্যপরায়ণ পুত্রের ন্যায় পিতৃসত্য পালন করিতে যত্নবান্ হউন, এবং অনতিবিলম্বে জটাবল্কল ধারণ পূর্ব্বক বনগমন করুন; অন্যথা মহারাজের

শোকাপনোদন হইবে না। রাম অযোধ্যা পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে প্রস্থান না করিলে তিনি অন্নজল স্পর্শ করিবেন না; অতএব রাম সত্বর হউন।

রাম কৈকেয়ীর এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। তিনি বলিলেন "দেবি, আমি স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়াই হৃষ্টমনে প্রিয়তম ভরতকে ধন, রত্ন, রাজ্য, এবং এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত প্রদান করিতে পারি; যখন স্বয়ং পিতৃ-দেব আমাকে রাজ্য পরিত্যাগে আদেশ করিতেছেন, তখন আর কথা কি? আপনি মহারাজকে প্রসন্ন করুন; আমি এতদ্দণ্ডেই জটাবল্কল ধারণ পূর্ব্বক দণ্ডকারণ্য অভিমুখে যাত্রা করিব; কেবল জননী কৌশল্যাদেবীকে আশ্বস্ত ও জানকীর সহিত একবার সাক্ষাৎকার করিতে যাহা কিছু বিলম্ব হইবে মাত্র। মহারাজ এতন্নিমিত্ত ঈদৃশ শোকাকুল হইয়াছেন কেন? পিতৃদেব নিজমুখে আমাকে এই আদেশ প্রদান করিলে, আমি চরিতার্থ হইতাম। যাহা হউক, আমি আপনারই আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া এতদ্দণ্ডেই অরণ্যযাত্রা করিতেছি।"

এই বলিয়া রামচন্দ্র বৃদ্ধ নরপতির পাদবন্দন ও কৈকেয়ীর নিকট প্রসন্নচিত্তে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক কৌশল্যার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। প্রথম হইতেই লক্ষ্মণ তাঁহার সঙ্গে ছিলেন; তিনি রামের বনবাসের কথা শুনিয়া ক্রোধে হুতাশনের ন্যায় প্রজ্বলিত হইতে লাগিলেন। রাম, বিদায় গ্রহণ করিলে, বৃদ্ধ নরপতির শোকসমুদ্র পুনর্ব্বার উদ্বেল হইয়া উঠিল। তিনি "হা রাম, হা রাম" বলিয়া বিলাপ করিতে করিতে মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন।

রাম কৌশল্যার প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, জননী তাঁহার মঙ্গলকামনায় দেবপূজায় নিযুক্ত আছেন। রাম জননীর চরণে প্রণত হইলে, তিনি প্রিয়তম পুত্রকে স্নেহালিঙ্গন পূর্ব্বক তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিলেন এবং আজ রাম রাজা হইবেন, এই কথা ভাবিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। রাম জননীর মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন "মা, আজ তোমার আনন্দের কোন কারণ নাই; তোমার, সীতার ও লক্ষ্মণের বড় বিপদ উপস্থিত হইয়াছে। পিতৃদেব, জননী কৈকেয়ীর প্রার্থনায়, ভরতকে রাজ্যভার প্রদান করিয়া আমাকে চতুর্দ্দশবর্ষ বনবাস আদেশ করিয়াছেন।" এই বাক্য শ্রবণমাত্র কৌশল্যা ছিন্নমূল লতার ন্যায় সহসা ভূমিতলে পতিত হইলেন। রাম লক্ষ্মণের সাহায্যে বহুকষ্টে তাঁহার চৈতন্যসম্পাদন করিলেন। কৌশল্যা শোকে ম্রিয়মাণ হইয়া বহুতর বিলাপ ও নিজ অদৃষ্টের নিন্দা করিতে লাগিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে রামনির্ব্বাসনসংবাদ অন্তঃপুরমধ্যে প্রচারিত হইয়া গেল, এবং চতুর্দ্দিক্ হইতে এক হাহাকার শব্দ ব্যতীত আর কিছুই শ্রুতিগোচর হইল না। লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া, রাম ও কৌশল্যার সমক্ষেই, বৃদ্ধনরপতির সমুচিত নিন্দা করিতে লাগিলেন। মহারাজের বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিয়াছে, স্ত্রীপরায়ণ রাজার আদেশ পালনের আবশ্যকতা নাই। লক্ষ্মণ তদ্দণ্ডেই ধনুর্ধারণ পূর্ব্বক দশরথ, কৈকেয়ী ও ভরতপ্রভৃতি বিপক্ষগণকে বিনাশ করিবেন। লক্ষ্মণ সহায় থাকিলে, রামের বিরুদ্ধে কে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইবে? সুধীর রাম লক্ষ্মণের বাক্যে অসন্তুষ্ট হইয়া

তাঁহাকে মৃদুমধুর তিরস্কার করিলেন। পিতাই সাক্ষাৎ ধর্ম্ম; পিতা আকাশ হইতেও মহত্তর; পিতা অপেক্ষা গুরুতর ব্যক্তি এজগতে আর কে আছেন? পিত্রাদেশ ও পিতৃসত্য পালন দ্বারা তাঁহার ধর্ম্মরক্ষা করিতে না পারিলে, রামের জীবনধারণে প্রয়োজন কি? ভরত সুশীল ও ভ্রাতৃবৎসল; ভরত রামলক্ষ্মণের কি অপকার করিয়াছেন? দেবী কৈকেয়ী জননী; তাঁহার নিন্দা করিতে নাই। লক্ষ্মণ রামের তিরস্কার বাক্যে লজ্জিত হইলেন। রামের স্থিরপ্রতিজ্ঞাদর্শনে কৌশল্যা বিলাপ করিতে লাগিলেন। কৌশল্যা রামকে না দেখিয়া ক্ষণকালও জীবিত থাকিবেন না; রাম যদি একান্তই বনগমন করেন, তবে তিনিও তাঁহার সহিত অরণ্যযাত্রা করিবেন। রাম জননীকে নানা প্রকারে আশ্বস্ত করিতে লাগিলেন, বলিলেন স্বামী বর্ত্তমানে স্ত্রীকে স্বামিপরিত্যাগ করিতে নাই, তাহাতে অধর্ম্ম ও অপযশ উভয়ই সঞ্চিত হয়। পতিশুশ্রূষাই স্ত্রীজাতির ধর্ম্ম। রাম বনগমন করিলে মহারাজ শোকাকুল হইবেন; কৌশল্যা সন্নিকটে না থাকিলে, তাঁহার পরিচর্য্যা কে করিবেন?

রামকে বনগমনে একান্তই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখিয়া, কৌশল্যা প্রণত পুত্রকে সজলনয়নে আশীর্ব্বাদ করিলেন, এবং সর্ব্বত্র তাঁহাকে সুস্থ ও কুশলে রাখিতে দেবতাগণের নিকট প্রার্থনা করিলেন। রাম জননীর পাদবন্দনপূর্ব্বক লক্ষ্মণের সহিত তাঁহার অন্তঃপুর পরিত্যাগ করিয়া সীতার আবাসে প্রবেশ করিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

—00—

সীতার অন্তঃপুর সন্নিকট হইবামাত্র রামের সংরুদ্ধ শোকাবেগ উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। তাঁহার লোচন অশ্রুপূর্ণ হইল, মুখমণ্ডল সহসা নিষ্প্রভ হইয়া গেল, এবং হৃদয়রাজ্যে নানাভাবের তুমুল বিসম্বাদ আরম্ভ হইল। সীতাদেবী রাজ-ধর্ম্মের অনুরূপ আচার অবলম্বন পূর্ব্বক হৃষ্টমনে কৃতজ্ঞহৃদয়ে দেবপূজা সমাপন করিয়া প্রতিমুহূর্ত্তে স্বামীর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, এমন সময়ে দূর হইতে তাঁহাকে বিষণ্ণবদনে আসিতে দেখিয়া অতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন। সীতা তৎক্ষণাৎ রামের সন্নিহিত হইয়া ব্যাকুলচিত্তে তাঁহাকে এই অসম্ভাবিত শোকের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

রামচন্দ্র বৈদেহীকে একান্ত উদ্বিগ্ন দেখিয়া কহিলেন "জানকি, পূজ্যপাদ পিতা আমাকে চতুর্দ্দশবর্ষ অরণ্যে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন।" এই বলিয়া তিনি তাঁহার কাছে ধীরে ধীরে সমস্ত ঘটনা আদ্যোপান্ত বিবৃত করিলেন।

তারপর তিনি বলিলেন "সীতে, আমি এক্ষণে বিজন বনে গমন করিব, এই কারণেই তোমায় একবার দেখিতে আসিলাম।"

রাম উপদেশচ্ছলে সীতাকে আরও কহিতে লাগিলেন

"জানকি, আমি পিতার অঙ্গীকার রক্ষার্থ এক্ষণে বনে চলিলাম, কিছুমাত্র চিন্তা করিও না। আমি অরণ্যবাস আশ্রয় করিলে, তুমি ব্রত উপবাস লইয়া থাকিবে। প্রতিদিন প্রভাতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বিধানানুসারে দেবপূজা করিয়া আমার সর্ব্বাধিপতি পিতার পাদবন্দন করিবে। আমার জননী অতি দুঃখিনী, বিশেষতঃ তাঁহার শেষদশা উপস্থিত, তুমি কেবল ধর্ম্মের মুখ চাহিয়া তাঁহাকে সেবা ভক্তি করিবে। আমার মাতৃগণের মধ্যে সকলেই আমাকে একরূপ স্নেহ ও ভক্ষ্যভোজ্য প্রদান করিয়া থাকেন, তুমি প্রতিদিন তাঁহাদিগকে প্রণাম করিবে। প্রাণাধিক ভরত ও শত্রুঘ্নকে ভ্রাতা ও পুত্রের ন্যায় দেখিবে। ভরত এই দেশ ও বংশের অধীশ্বর হইলেন, দেখিও তুমি কখনই তাঁহার অপকার করিও না। সৌজন্য ও যত্নে মনোরঞ্জন করিতে পারিলে, মহীপালগণ প্রসন্ন হইয়া থাকেন, বৈপরীত্য ঘটিলে কুপিত হন। তাঁহারা আপনার ঔরসজাত পুত্রকেও অহিতকারী দেখিলে পরিত্যাগ করেন, কিন্তু সুযোগ্য হইলে একজন নিঃসম্বন্ধ লোককেও আদর করিয়া থাকেন। জানকি, আমি এই কারণেই কহিতেছি, তুমি রাজা ভরতের মতে থাকিয়া এই স্থানে বাস কর। আমি অরণ্যে চলিলাম; আমার অনুরোধ এই, আমি তোমায় যে সকল কথা কহিলাম, তাহার একটীও যেন বিফল না হয়।" (২।২৬)।

জানকী মুহূর্ত্তকাল পূর্ব্বে কোথায় রাজমহিষীর পদে উন্নীত হইতেছিলেন, আর কোথায় রাজকুমার রামচন্দ্র জটাবল্কল

ধারণ পূর্ব্বক তখনই বনগমনে উদ্যত হইয়াছেন। সীতা সামান্যা নারী হইলে হয়ত অবস্থার এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনে ও আশার এই মর্ম্মভেদিনী ছলনায় একেবারে ভগ্নহৃদয় হইয়া পড়িতেন; হয়ত তৎক্ষণাৎ তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস ও অশ্রুজল-সম্বলিত কাতরোক্তিতে গগনমণ্ডল পরিপূর্ণ করিতেন, কৈকেয়ীর প্রতি অজস্র অভিশাপ ও কটূক্তি বর্ষণ করিতেন, অদৃষ্টলিপির কতই নিন্দাবাদ করিতেন ও বিধাতার কার্য্যের উপর দোষারোপ করিয়া উন্মত্তার ন্যায় পরিলক্ষিতা হইতেন; হয়ত তিনি স্বার্থপরবশ হইয়া রামকে বনগমনরূপ এই ক্লেশকর দুঃসাহসিক কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন এমন কি স্বামীকে সত্যপথ হইতে পরিভ্রষ্ট করিতেও প্রয়াস পাইতেন। কিন্তু সীতাদেবী সে প্রকৃতির নারী ছিলেন না; সীতা আপনাকে ভুলিয়া পতির সহিত একাত্ম হইয়াছিলেন। সীতা রাজমহিষী হইবেন না, তজ্জন্য তাঁহার মনে দুঃখের ছায়াপাতমাত্র নাই; স্বামী পিতৃসত্যপালনার্থ ভীষণ দণ্ডকারণ্যে গমন করিতেছেন, তজ্জন্য সীতার মনে বরং আহ্লাদই হইতেছে; সীতার তাৎকালিক কর্ত্তব্য কি, তাহা তিনি বিলক্ষণ অবগত আছেন; রাম বনগমন করিবেন, এই কথা শুনিবামাত্র সীতা আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম স্থিরীকৃত করিয়া লইয়াছিলেন। সীতার একমাত্র দুঃখ এই যে, রামচন্দ্র নানা-প্রকার উপদেশ দিয়া তাঁহাকে ভরতের আশ্রয়ে গৃহেই কাল-যাপন করিতে বলিতেছেন। এতদিনেও যে রাম সীতাকে ভাল করিয়া চিনিতে পারেন নাই, ইহাই তাঁহার দুঃখের কারণ।

তাই প্রিয়বাদিনী সীতা স্বামীর উল্লিখিত বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিতে লাগিলেন,

"নাথ, তুমি কি জঘন্য ভাবিয়া আমাকে ঐরূপ কহিতেছ? তোমার কথা শুনিয়া যে আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারি না। তুমি যাহা কহিলে, ইহা একজন শাস্ত্রজ্ঞ মহাবীর রাজকুমারের নিতান্ত অযোগ্য, একান্তই অপযশের, বলিতে কি, এ কথা শ্রবণ করাই অসঙ্গত বোধ হইতেছে। ভার্য্যাই স্বামীর ভাগ্য ভোগ করিয়া থাকে। সুতরাং যখন তোমার দণ্ডকারণ্যবাস আদেশ হইয়াছে, তখন ফলে আমারও ঘটিতেছে। দেখ, ইহলোক বা পরলোকে কেবল পতিই স্ত্রীলোকের গতি। প্রাসাদশিখর, স্বর্গের বিমান ও আকাশগতি হইতেও বঞ্চিত হইয়া স্ত্রী স্বামীর চরণচ্ছায়ায় আশ্রয় লইবে। পিতা মাতাও উপদেশ দিয়াছেন, সম্পদে বিপদে স্বামীর সহগামিনী হইবে। অতএব, নাথ, তুমি যদি অদ্যই গহন বনে গমন কর, আমি পদতলে পথের কুশকণ্টক দলন করিয়া তোমার অগ্রে অগ্রে যাইব। অনুরোধ রহিল না বলিয়া ক্রোধ করিও না। পথিকেরা যেমন পানাবশেষ জল লইয়া যায়, তদ্রূপ তুমিও অশঙ্কিতমনে আমায় সঙ্গিনী করিয়া লও। আমি তোমার নিকট কখন এমন কোন অপরাধই করি নাই যে, আমায় রাখিয়া যাইবে। আমি ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্য চাহি না, কেবল তোমার সহিত অবস্থানই বাঞ্ছনীয়। তোমায় ছাড়িয়া স্বর্গের সুখও আমার স্পৃহণীয় নহে। এক্ষণে এই উপস্থিত বিষয়ে আমি যাহা করিব, তাহাতে আমায় কোন কথাই কহিও না।" (২।২৭)

সীতা বড়ই বুদ্ধিমতী। পাছে স্বামী বনবাসের ভয় দেখাইয়া তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করেন, এইজন্য প্রথম হইতেই তিনি নিজের স্বাভাবিক বনবাসস্পৃহা ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। সীতা বলিলেন "স্বামিন্, আমার একান্ত অভিলাষ যে, যে স্থানে মৃগ ও ব্যাঘ্রসকল বাস করিতেছে, সেই নিবিড় নির্জ্জন অরণ্যে তাপসী হইয়া নিয়ত তোমার চরণসেবা করি; যে জলাশয়ে কমলদল প্রস্ফুটিত হইয়া আছে, হংস ও কারণ্ডবসকল কলরব করিতেছে, প্রতিদিন নিয়ম পূর্ব্বক তথায় অবগাহন করি; সেই বানরসঙ্কুল বারণবহুল প্রদেশে পিতৃগৃহের ন্যায় অক্লেশে তোমার চরণযুগল গ্রহণ পূর্ব্বক তোমারই আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া থাকি এবং তোমার সহিত নির্ভয়ে শৈল সরোবর ও পল্বলসকল দর্শন করিয়া কৃতার্থ হই। জানি, তুমি আমাকে বনেও সুখে প্রতিপালন করিতে পারিবে। আমার কথা দূরে থাকুক অসংখ্য লোকের ভার লইলেও তোমার কোন আশঙ্কা হইবে না। এই কারণে কহিতেছি আজ কিছুতেই তোমার সঙ্গ ছাড়িব না। তুমি কোনমতেই আমাকে পরাঙ্মুখ করিতে পারিবে না। ক্ষুধা পাইলে বনের ফলমূল আছে। আমি উৎকৃষ্ট অন্নপানের নিমিত্ত তোমায় কোনই কষ্ট দিব না। তোমার অগ্রে অগ্রে যাইব এবং তোমার আহারান্তে আহার করিব। এইরূপে বহুকাল অতিক্রান্ত হইলেও দুঃখ কিছুই জানিতে পারিব না।" (২।২৭)

সীতার এই বাক্য শুনিয়া রাম বলিলেন "জানকি, অরণ্যে বিস্তর ক্লেশ সহ্য করিতে হয়। তথায় গিরিকন্দরবিহারী সিংহ

নিরন্তর গর্জ্জন করিতেছে; দুর্দ্দান্ত হিংস্র জন্তুসকল উন্মত্ত হইয়া নির্ভয়ে সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছে; তাহারা সেই জনশূন্য প্রদেশে আমাদিগকে দেখিলেই বিনাশ করিতে আসিবে। নদীসকল নক্রকুম্ভীরসঙ্কুল, নিতান্ত পঙ্কিল. উন্মত্ত মাতঙ্গেরাও সহজে পার হইতে পারে না। গমনপথ কণ্টকাকীর্ণ ও লতাজালে আচ্ছন্ন হইয়া আছে, পানীয় জলও সর্ব্বত্র সুলভ নহে। সমস্ত দিন পর্য্যটনের পর রাত্রিতে বৃক্ষের গলিত পত্রে শয্যা প্রস্তুত করিয়া ক্লান্তদেহে শয়ন এবং মিতাহারী হইয়া ভোজনকালে স্বয়ংপতিত ফলে ক্ষুধা শান্তি করিতে হয়। শক্তি অনুসারে উপবাস, জটাভারবহন, বল্কলধারণ এবং প্রতিদিন দেবতা পিতৃ ও অতিথিগণকে বিধিপূর্ব্বক অর্চ্চনা করা আবশ্যক। যাঁহারা দিবাভাগে নিয়মাবলম্বন করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে প্রতিদিন ত্রিকালীন স্নান এবং স্বহস্তে কুসুমচয়ন করিয়া বানপ্রস্থদিগের প্রণালী অনুসারে বেদিতে উপহার প্রদান করাও কর্ত্তব্য। তথায় বায়ু সততই প্রবলবেগে বহিতেছে; কুশ ও কাশ আন্দোলিত এবং কণ্টকবৃক্ষের শাখা সকল কম্পিত হইতেছে। রজনীতে ঘোরতর অন্ধকার, ক্ষুধার উদ্রেক সর্ব্বক্ষণ হয়, আশঙ্কাও বিস্তর। তন্মধ্যে বিবিধাকার সরীসৃপ আছে, নদীগর্ভস্থ উরগেরা গমনপথ অবরোধ করিয়া রহিয়াছে। বৃশ্চিক, কীট এবং পতঙ্গ ও দংশমশকের যন্ত্রণা সর্ব্বদাই ভোগ করিতে হয়, কায়ক্লেশও বিস্তর। এই কারণেই কহিতেছি, অরণ্য সুখের নহে। তথায় ক্রোধ লোভ পরিত্যাগ ও তপস্যায় মনোনিবেশ করিতে হইবে, এবং ভয়ের কারণ

সত্ত্বেও নির্ভয় হইতে হইবে। অতএব নিবারণ করি, তুমি তথায় যাইও না, বনবাস তোমায় সাজিবে না; জানকি, এখন হইতেই দেখিতেছি, তথায় বিপদেরই আশঙ্কা অধিক।” (২।২৮)

সীতা রামের বাক্য শুনিয়া সজলনয়নে কহিতে লাগিলেন “নাথ, তুমি অরণ্যে যে সকল কষ্টের কথা কহিলে, তাহা সত্য বটে; কিন্তু তোমার সন্নিহিত থাকিলে সুররাজ ইন্দ্রও আমায় পরাভব করিতে পারিবেন না। আমি তোমার প্রতি স্নেহবশতঃ এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যখন বনবাসের ইচ্ছা করিতেছি, তখন বনবাসের দুঃখ সকল আমার পক্ষে সুখেরই হইবে। আমি তোমা ব্যতীত মুহূর্ত্তকালও জীবিত থাকিব না; অতএব তোমার সহিত আমার বনগমন করাই সর্ব্বতোভাবে শ্রেয় হইতেছে। পূর্ব্বে পিত্রালয়ে দৈবজ্ঞদিগের মুখে শুনিয়াছি যে, আমার অদৃষ্টে নিশ্চয় বনবাস আছে, তদবধি বনবাসবিষয়ে আমারও বিশেষ আগ্রহ আছে। আমি যখন বালিকা ছিলাম, তখন এক সাধুশীলা তাপসী আসিয়া মাতার নিকট আমার এই বনগমনের কথা কহিয়াছিলেন। তিনি তপোবলে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা কি অলীক? আর তোমার সহিত বনবাসে আমারও অত্যন্ত অভিলাষ; আমি পূর্ব্বে এমন অনেকদিন অনুনয় করিয়া তোমার নিকট ইহা প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তুমিও সম্মত হইয়াছিলে। অতএব নাথ, তুমি এই দুঃখিনীকে সঙ্গে লইয়া চল।” (২।২৯)

জানকীর সহস্র চেষ্টা বিফল হইল; রাম সীতাকে সঙ্গে

লইতে কোনমতেই স্বীকৃত হইলেন না। নয়নজলে সীতার বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইয়া গেল। অনুনয়, বিনয়, যুক্তি, দৈবজ্ঞের উক্তি কিছুই সফল হইল না দেখিয়া সীতা সাশ্রুনয়নে পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন। "ভূয়োভূয়ঃ কহিতেছি, আমি তোমার সমভিব্যাহারে গমন করিব। তোমার সহিত তপস্যা হউক, অরণ্য বা স্বর্গই হউক, কোনটিতে সঙ্কুচিত নহি। আমি যখন তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইব, তখন পথ কুসুমাকীর্ণের ন্যায় বোধ হইবে, তাহাতে কোন রূপ ক্লান্তি অনুভব করিব না। কুশ, কাশ, শর ও ইষীকা প্রভৃতি যে সকল কণ্টকবৃক্ষ আছে, আমি তাহা তুল ও মৃগচর্ম্মের ন্যায় সুখস্পর্শ বোধ করিব। প্রবল বায়ুবেগে যে ধূলিজাল উড্ডীন হইয়া আমায় আচ্ছন্ন করিবে, তাহা অত্যুত্তম চন্দনের ন্যায় জ্ঞান করিব। আমি যখন বনমধ্যে তৃণশ্যামল ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া থাকিব, পর্য্যঙ্কের চিত্রকম্বল কি তদপেক্ষা অধিকতর সুখের হইবে? ফলমূল পত্র, অল্প বা অধিকই হউক, তুমি স্বয়ং যাহা আহরণ করিয়া দিবে, আমি অমৃতের ন্যায় তাহা মধুর বিবেচনা করিব, এবং বসন্তাদি ঋতুর ফলপুষ্প ভোগ করিয়া সুখী হইব।" (২।৩০)

রাম সীতাকে বনবাসে লইয়া গেলে, সীতা পিতামাতা অথবা গৃহের জন্য উদ্বিগ্ন হইতে পারেন, এই আশঙ্কায় পাছে রাম তাঁহাকে সঙ্গে লইতে আপত্তি করেন, তাই জানকী বলিতে লাগিলেন "পিতামাতার নিমিত্ত উদ্বিগ্ন হইব না, গৃহের কথাও মনে আনিব না। এই সমস্ত ত্যাগ করিয়া দূরান্তরে থাকিব বলিয়া তোমায় কিছুমাত্র দুঃখ দিব না। এই কারণেই কহি-

তেছি, তুমি আমাকে সঙ্গে লইয়া চল। আমি বনবাসে কিছুই দোষ দেখিতেছি না ; যদি তুমি আমায় না লইয়া যাও, আমি বিষপান করিব,কোনমতেই এ জীবন আর রক্ষা করিব না। চতুর্দ্দশ বৎসরের কথা দূরে থাকুক,আমি মুহূর্ত্তের নিমিত্তও তোমার শোক সম্বরণ কবিতে পাবিব না।” (২।৩০)

জানকী এই বলিয়া মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। সীতার মুখমণ্ডল অশ্রুজলে প্লাবিত হইয়া বিবর্ণ হইল। রামচন্দ্র তাঁহাকে এইরূপ বিলাপ করিতে দেখিয়া আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন “দেবি, তোমায় যন্ত্রণা দিয়া আমি স্বর্গও প্রার্থনা করি না। আমার কুত্রাপি ভয়সম্ভাবনা নাই। তোমার প্রকৃত অভিপ্রায় কি, আমি তাহা জানিতাম না, তোমাকে রক্ষা করিতে আমার সামর্থ্য থাকিলেও, কেবল এই কারণে আমি এতক্ষণ সম্মত হই নাই এক্ষণে বুঝিলাম, তুমি আমার সহিত বনগমনে সম্যক প্রস্তুত হইয়াছ। তোমার দণ্ডকারণ্যগমনে আমার অভিলাষ ছিল না, কিন্তু তুমি যখন তদ্বিষয়ে দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়াছ, তখন অবশ্যই সঙ্গে লইব। এক্ষণে আমি বলিতেছি, যাহা আমার ধর্ম্ম তুমিও তৎসাধনে প্রবৃত্ত হও। জানকি, তুমি যেরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছ, তাহা সর্ব্বাংশে উত্তম এবং আমাদের বংশেরও অনুরূপ হইয়াছে। এক্ষণে তুমি বনগমনের উপযুক্ত অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। তুমি আপনার ধনরত্ন, বস্ত্রভূষণ, ক্রীড়াসামগ্রী সমস্তই ব্রাহ্মণ ও দরিদ্রগণের মধ্যে বিতরণ করিয়া অদ্যই অরণ্যযাত্রা করিতে প্রস্তুত হও।”

প্রেমের জয় হইল। সীতার আনন্দের আর পরিসীমা নাই।

মেঘমুক্ত হইলে পূর্ণচন্দ্রের যেরূপ শোভা হয়, বনবাসে স্বামীর সঙ্গিনী হইতে সম্মতি পাইয়া সীতারও তদ্রূপ শোভা হইল। সীতা তৎক্ষণাৎ অম্লানবদনে আপনার সমস্ত ধনরত্ন বিতরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

লক্ষ্মণ এতক্ষণ উভয়ের কথোপকথন শুনিতেছিলেন; তিনি রামকে বনগমন করিতে একান্তই কৃতনিশ্চয় দেখিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন "প্রভো, যদি বনবাসই স্থির করিলেন, তবে আপনার এই চির অনুচরকেও সঙ্গে লউন।" রাম লক্ষ্মণকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইলেন না। অবশেষে তিন জনেই অরণ্য-গমনের সংকল্প করিয়া সমস্ত ধনরত্ন বিতরণ করিলেন। অনন্তর সকলে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া দশরথের নিকট বিদায় লইতে গমন করিলেন। যে সীতাকে কেহ কখনও নয়নগোচর করে নাই, সেই রাজকুমারী ও রাজবধূ সীতাদেবীকে পদব্রজে গমন করিতে দেখিয়া সকলে হাহাকার করিতে লাগিল এবং দশরথ ও কৈকেয়ীর যথেষ্ট নিন্দা করিল। দশরথ রাম লক্ষ্মণ ও সীতাকে দেখিয়াই উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন এবং কৌশল্যাপ্রমুখ রাজমহিষীগণ শোকাকুল হইলেন। রাম দশরথের পাদবন্দন পূর্ব্বক তাঁহার নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন। দশরথ বাষ্পাকুললোচনে প্রিয়তম পুত্রকে বিসর্জ্জন করিলেন। দুর্ব্বৃত্তা কৈকেয়ী রামলক্ষ্মণের পরিধানের নিমিত্ত চীরবস্ত্র আনয়ন করিলেন। রাম ও লক্ষ্মণ সেই স্থলেই তাপস-বেশ ধারণ করিলেন। মুগ্ধস্বভাবা সীতাও, কিরূপে চীর ধারণ

করিতে হয়, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া, অবশেষে তাহা আপনার কৌশেয় বস্ত্রের উপরেই বন্ধন করিতেছিলেন, এমন সময়ে বশিষ্ঠ প্রভৃতি গুরুজনেরা তাঁহাকে সে কার্য্য হইতে বিরত করিলেন। দশরথ বৎসর সংখ্যা করিয়া সীতার জন্য বহুমূল্য বস্ত্র ও ভূষণ প্রদান করিলেন। অনন্তর রাম লক্ষ্মণ ও সীতা গুরুজনবর্গের নিকট যথাক্রমে বিদায় গ্রহণ করিতে লাগিলেন। কৌশল্যাদেবী সীতাকে আলিঙ্গন ও তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে কহিলেন,

"বৎসে, যে নারী প্রিয়জনদিগের আদরভাজন হইয়াও বিপদে স্বামিসেবায় পরাঙ্মুখ হয়, সে ইহলোকে অসতী বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। এইরূপ অসতীদিগের স্বভাব এই যে, উহারা স্বামীর সম্পদের সময় সুখভোগ করে এবং বিপদ উপস্থিত হইলে, তাঁহাকে নানাদোষে দূষিত করিয়া থাকে। উহারা মিথ্যা কহে, এবং পতির প্রতি অল্পকারণেই বিরক্ত হইয়া উঠে। এই সকল স্ত্রীলোক অত্যন্ত অস্থিরচিত্ত; উহারা কৃতঘ্ন হয়, ধর্ম্মজ্ঞান তুচ্ছ বিবেচনা করে, এবং দোষ-প্রদর্শন করিলেও অস্বীকার করিয়া থাকে। কিন্তু যাঁহারা গুরুজনের উপদেশ গ্রহণ এবং আপনাদের কুলমর্য্যাদা পালন করেন, যাঁহারা সত্যবাদিনী ও শুদ্ধস্বভাবা, সেই সকল সতী একমাত্র পতিকেই পুণ্যসাধন জ্ঞান করিয়া থাকেন। এক্ষণে আমার রাম যদিও নির্ব্বাসিত হইতেছেন, কিন্তু তুমি ইহাঁকে অনাদর করিও না। ইনি দরিদ্র বা সম্পন্নই হউন, তুমি ইহাঁকে দেবতুল্য বিবেচনা করিবে।"

জানকী কৌশল্যাদেবীর ঈদৃশ ধর্ম্মসঙ্গত বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন "আর্য্যে, আপনি আমাকে যেরূপ আদেশ করিতেছেন, আমি অবশ্যই তাহা পালন করিব। স্বামীর প্রতি কিরূপ আচরণ করিতে হয়, আমি তাহা জানি ও শুনিয়াছি। আপনি আমাকে অসতীদিগের তুল্য বিবেচনা করিবেন না। শশাঙ্ক হইতে রশ্মির ন্যায় আমি ধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন নহি; পিতামাতা ও পুত্র পরিমিত বস্তুই দান করিয়া থাকেন, কিন্তু জগতে স্বামী ভিন্ন অপরিমেয় পদার্থের দাতা আর কেহ নাই, সুতরাং তাঁহাকে কেনা আদর করিবে? আর্য্যে, আমি কি কারণে স্বামীর অবমাননা করিব? পতিই আমার পরম দেবতা।" (২।৯)

কৌশল্যা সীতার বাক্য শ্রবণ করিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাম লক্ষ্মণ ও সীতা সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক সুমন্ত্রচালিত রথে আরোহণ করিলেন। রথ ঘর্ঘর শব্দে রাজপথে ধাবমান হইল। রাজপুরী মধ্যে ভীষণ আর্ত্তনাদ শ্রুত হইতে লাগিল। জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত রাম বনগমন করিতেছেন দেখিয়া, নাগরিকেরা আপনাদিগকে অনাথ মনে করিল, এবং বালক বৃদ্ধ, যুবক প্রৌঢ়, ব্রাহ্মণ শূদ্র, সৈন্য সামন্ত, সকলে হাহাকার করিয়া তাঁহার রথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইতে লাগিল।

পঞ্চম অধ্যায়।

রাম সন্তপ্তমনে একবার পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, অযোধ্যাবাসিগণ শোকার্ত্ত হইয়া তাঁহার রথের অনুসরণ করিতেছে। রাম তাঁহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে অনেক অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তাহারা তাঁহার বাক্যে কর্ণপাত করিল না। রাম যেখানে যাইবেন, তাহারাও সেখানে যাইবে; রামশূন্যা অযোধ্যানগরীতে তাহারা আর বাস করিবে না। ভক্ত প্রজাগণের ঈদৃশ অনুরাগ দেখিয়া রাম অশ্রুজল সম্বরণ করিতে অক্ষম হইলেন। তিনি আর বাক্যব্যয় না করিয়া সুমন্ত্রকে মহাবেগে অশ্বচালনা করিতে বলিলেন। প্রজাপুঞ্জও কিছুতেই নিরস্ত হইল না; অন্যের কথা দূরে থাকুক, তপোনিরত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণও হাহাকার করিতে করিতে রামের পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন এবং বার্দ্ধক্যনিবন্ধন বেগে গমন করিতে অসমর্থ হইয়া করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে রামচন্দ্র দয়াপরবশ হইয়া, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক পদব্রজেই অরণ্যাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। ক্রমে দিবা অবসানপ্রায় হইলে, সকলে তমসাতীরে উপনীত হইলেন। সুমন্ত্র পরিশ্রান্ত অশ্বগণকে বিমুক্ত করিয়া তাহাদিগকে আহারসামগ্রী প্রদান করিলেন। এদিকে সন্ধ্যার

প্রগাঢ় ছায়া অবতীর্ণ হইয়া ধীরে ধীরে যাবতীয় পদার্থকে আচ্ছন্ন করিতে লাগিল। বৃক্ষসকল অস্পষ্ট ও নিস্পন্দ হইল। পক্ষিগণ নীড়ে বসিয়া কোলাহল করিতে করিতে অকস্মাৎ নীরব হইল। অদূরে তমসার কৃষ্ণজলরাশি তিমির-গর্ভে কোথায় বিলীন হইতে লাগিল। পরিশ্রান্ত অযোধ্যা-বাসিগণ, সেই সুরম্য নদীতটে একে একে উপনীত হইয়া শোকে অবসন্ন হইতে লাগিল, এবং রামের সন্নিকটে ও দূরে, চতুর্দ্দিকে শয়ন করিয়া প্রগাঢ়নিদ্রায় নিমগ্ন হইল। রামচন্দ্র সেই প্রশান্ত সন্ধ্যাকালে, তমসাতটে, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত উপবিষ্ট হইয়া, বিষাদজালে আচ্ছন্ন হইলেন। শোকার্ত্ত বৃদ্ধপিতা, বিলপমানা জননী, দুঃখিত মাতৃগণ এবং অনুরক্ত অযোধ্যাবাসিগণ স্মৃতিপথে সমুদিত হইয়া তাঁহার সুকোমল মনকে অতিশয় সন্তপ্ত করিতে লাগিল। তিনি কষ্টে শোক সম্বরণ করিয়া সন্ধ্যাবন্দনা সমাপনপূর্ব্বক লক্ষ্মণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "বৎস, আজ বনবাসের এই প্রথম নিশা উপস্থিত; আজ আমরা এই নদীতীরেই আশ্রয় লইলাম; এইস্থানে বন্য ফলমূল যথেষ্ট রহিয়াছে; কিন্তু সঙ্কল্প করিয়াছি, আজিকার এই রাত্রি কেবল জলপান করিয়াই থাকিব।" সুমন্ত্র ও লক্ষ্মণ রামের জন্য পর্ণশয্যা প্রস্তুত করিলেন। তিনি ভার্য্যার সহিত তাহাতে শয়ন করিয়া নিদ্রামগ্ন হইলেন; আর মহাবীর লক্ষ্মণ সুমন্ত্রের সহিত তাঁহার গুণালোচনা করিতে করিতে নিশা যাপন করিলেন।

রাম* প্রত্যূষে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রজামণ্ডলীকে ঘোর

নিদ্রায় অচেতন দেখিয়া, তাহারা জাগরিত হইবার পূর্ব্বেই সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন। রথ মহাবেগে চালিত হইয়া তাঁহাদিগকে ক্ষণকালমধ্যে বহুদূরে লইয়া গেল। অনন্তর কোশলরাজ্যের অন্ত্যসীমায় বেদশ্রুতি নদীপার হইয়া তাঁহারা দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন, পরে কিয়দ্দূরে গোমতী ও স্যন্দিকা নদী অতিক্রম করিয়া সুসমৃদ্ধ শৃঙ্গবেরপুরে উপনীত হইলেন। অনতিদূরে পবিত্র-সলিলা জাহ্নবী প্রবাহিত হইতেছিল। রাম সীতাকে সুরম্য-তটশোভিনী কলনাদিনী সেই জাহ্নবীর বিচিত্র শোভা দেখাইতে দেখাইতে এক মনোহর ইঙ্গুদী বৃক্ষ দেখিতে পাইলেন, এবং সেই বৃক্ষতলেই নিশাযাপনমানসে সুমন্ত্রকে অশ্বরশ্মি সংযত করিতে বলিলেন।

গুহ নামে এক নিষাদরাজ এস্থলে বাস করিতেন। তিনি রামের বাল্য সখা ছিলেন। সুহৃদ্বর রাচন্দ্র তাঁহার রাজ্যে আগমন করিয়াছেন, ইহা শ্রবণমাত্র গুহ বৃদ্ধ অমাত্য ও জ্ঞাতি-গণে পরিবৃত হইয়া, সুস্বাদু ফলমূল ও অর্ঘ্যসহকারে, রামের নিকট সমাগত হইলেন। বন্ধুদ্বয় প্রীতিভরে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া পরস্পরের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। গুহ-কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া রাম পরম আনন্দ লাভ করিলেন, এবং তাপসব্রতপালনের অনুরোধে অশ্বের ভক্ষ্য ভিন্ন অন্য কোন দ্রব্যই গ্রহণ করিলেন না। অনন্তর রামচন্দ্র সন্ধ্যাবন্দনা সমাপন করিলে, লক্ষ্মণ তাঁহার নিমিত্ত সুশীতল পানীয় জল আনয়ন করিলেন। রাম জলপান করিয়া সীতার সহিত

ভূমিশয্যায় শয়ন করিলেন; লক্ষ্মণও তাঁহাদের পাদপ্রক্ষালন পূর্ব্বক তরুমূলে আশ্রয় লইলেন।

লক্ষ্মণ রামের রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত অকৃত্রিম অনুরাগে রাত্রিজাগরণ করিতেছেন, ইহা দর্শন করিয়া নিষাদরাজ তাঁহার ভ্রাতৃভক্তির যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন। গুহ মহামতি লক্ষ্মণকে শয়ন করিয়া ক্ষণকাল বিশ্রামলাভ করিতে অনেক অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহার প্রস্তাবে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। লক্ষ্মণ সন্তপ্তমনে কহিতে লাগিলেন "দেখ, এই রঘুকুল-তিলক রাম জানকীর সহিত ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া আছেন, আমার আর আহার নিদ্রায় প্রয়োজন কি?" এই বলিয়া লক্ষ্মণ একমাত্র রামের অভাবে পিতামাতা, আত্মীয়, বন্ধু এবং অযোধ্যাবাসিগণের যে কিরূপ শোচনীয় দশা উপস্থিত হইয়াছে, শোকাকুলমনে তাহাই কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে করিতে রজনী প্রভাত হইয়া গেল। রাম জাগরিত হইয়া গঙ্গা সমুত্তীর্ণ হইবার উপায় চিন্তা করিতেছিলেন, ইত্যবসরে নিষাদরাজ কর্ণ ও ক্ষেপণী-যুক্ত, নাবিকসহিত, একখানি সুদৃঢ় নৌকা আনয়ন করিলেন। রামচন্দ্র, সীতাদেবী ও লক্ষ্মণের সহিত, সেই নৌকায় আরোহণ করিতে সমুদ্যত হইলেন। সুমন্ত্রকে এই স্থান হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে হইবে, তাই রাম তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন "সুমন্ত্র, তুমি পুনরায় ত্বরায় মহারাজের নিকট গমন কর; আমাকে রথে আনয়ন করা এই পর্য্যন্তই শেষ হইল; অতঃপর আমি পদব্রজে গহনবনে প্রবেশ করিব।" ভর্তৃবৎসল সুমন্ত্র রামের

এই অনুজ্ঞা শ্রবণপূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন। রামের সহবাসে ছিলেন বলিয়া এতক্ষণ তাঁহার শোকাবেগ সংরুদ্ধ ছিল, কিন্তু অতঃপর সত্যসত্যই রামকর্ত্তৃক বিসর্জ্জিত হইতে হইতেছে, ইহা ভাবিয়া তিনি শোকাকুল হইলেন। রাম তাঁহাকে সুমধুর বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া জনকজননী ও অন্যান্য গুরুজনের চরণে প্রণাম প্রোষিত ভরতশত্রুঘ্নকে স্নেহ, এবং প্রজাপুঞ্জকে আন্তরিক সদ্ভাব জানাইলেন। তৎপরে ভ্রাতৃদ্বয় বটনির্য্যাস দ্বারা মস্তকে জটা প্রস্তুত করিয়া ঋষির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। বীরযুগল এইরূপে তাপসোচিত বেশ ধারণ করিয়া, নিষাদরাজ গুহ ও সুমন্ত্রের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন এবং দেবী জানকীর সহিত নৌকারোহণপূর্ব্বক অনতিবিলম্বে গঙ্গার দক্ষিণ তীরে অবতীর্ণ হইলেন।

অতঃপর রামচন্দ্র ঘোর অরণ্যপ্রবেশের উপক্রম করিতেছেন; সীতাদেবী সঙ্গে আছেন এবং লক্ষ্মণই তাঁহার একমাত্র সহায়। তাই তিনি গঙ্গা সমুত্তীর্ণ হইয়াই, ভাবী বিপদের আশঙ্কা করিয়া, লক্ষ্মণকে উপদেশ প্রদান করিলেন "ভাই, সজন বা বিজনই হউক, সীতাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত সাবধান হও। তুমি সর্ব্বাগ্রে গমন কর, সীতা তোমার অনুগমন করুন, আমি পশ্চাতে থাকিয়া তোমাদের উভয়েরই রক্ষক হইয়া যাই। দেখ, এখন অবধি আমাদিগকে অতি দুষ্কর কার্য্য সংসাধন করিতে হইবে, সুতরাং এইরূপে পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা করা আবশ্যক হইতেছে। যে স্থানে জনমানুষের সঞ্চার নাই, ক্ষেত্র ও উদ্যান দৃষ্টিগোচর হয় না, এবং গর্ত্ত ও

নিম্নোন্নত ভূমিই অধিক, জানকী আজ সেই বনে প্রবেশ করিবেন, এবং বনবাসের যে কি দুঃখ, আজই তাহা জানিতে পারিবেন।”

স্বামীর এইরূপ আশঙ্কা ও সতর্কতা দেখিয়া অরণ্যবাস যে কিরূপ ভয়ঙ্কর ব্যাপার, জানকী অবশ্যই তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাইয়াছিলেন। কিন্তু প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ স্বামীর প্রতি অকৃত্রিম প্রেম ও অনুরাগ, দ্বিতীয়তঃ স্বামীর বলবীর্য্যে অটল বিশ্বাস, এবং তৃতীয়তঃ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যদর্শনে আপনার অতৃপ্ত লালসা, এই ত্রিবিধ কারণে সীতার মনে বনবাস-সম্ভাবিত কোন ত্রাসই উৎপন্ন হইল না। আমরা অনতিবিলম্বেই দেখিতে পাইব, সীতাদেবী গভীর অরণ্যকেও কেমন স্বায়ত্তাধীন গৃহপ্রাঙ্গণ বা পুষ্পোদ্যানে পরিণত করিয়াছিলেন। উল্লিখিত ত্রিবিধ কারণ একাধারে বর্ত্তমান না থাকিলে, সীতার ন্যায় তেজস্বিনী নারীর পক্ষেও অরণ্যবাস একপ্রকার অসম্ভব হইত।

যতক্ষণ রাম লক্ষ্মণ ও সীতা দৃষ্টিগোচর হইতেছিলেন, ততক্ষণ সুমন্ত্র অনিমেষলোচনে তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলেও তিনি বহুক্ষণ নিশ্চেষ্টভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন, পরে অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতে করিতে শূন্যরথ লইয়া অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিলেন।

সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। আজ অযোধ্যাবাসী প্রজাবর্গ, সুমন্ত্র, অথবা সুহৃদ্বর গুহ, কেহই সঙ্গে নাই। রাম লক্ষ্মণ ও

সীতা জনপদের বাহিরে সবে মাত্র এই প্রথম নিশা দর্শন করিতেছেন। অদ্যাবধি রামলক্ষ্মণকে আলস্যশূন্য হইয়া রাত্রিজাগরণ করিতে হইবে, স্বহস্তে তৃণপত্র আহরণ পূর্ব্বক শয্যা প্রস্তুত করিতে হইবে, এবং সীতার রক্ষণাবেক্ষণ ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য বিস্তর কায়ক্লেশও সহ্য করিতে হইবে। তাই রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলিলেন "বৎস, আর তুমি নগর স্মরণ করিয়া উৎকন্ঠিত হইও না।" রাম লক্ষ্মণকে উৎকণ্ঠা দূরীভূত করিতে উপদেশ দিলেন বটে, কিন্তু তিনি ভূমিশয্যাতে শয়ন করিয়াই আপনার মানসিক উদ্বেগ নিরোধ করিতে সমর্থ হইলেন না। যথার্থ বটে, রাম এক পিতৃসত্যপালন ও ধর্ম্ম-রক্ষার নিমিত্তই পিতা মাতা ও জানপদবর্গের মনে ক্লেশপ্রদান করিয়াও মহোৎসাহে বনবাস স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তিনি জন্মগ্রহণ করিয়া অবধি কুপুত্রের ন্যায় জননীকে বিস্তর যন্ত্রণা প্রদান করিয়াছেন এবং পিতারও শোকের যথেষ্ট কারণ হইয়াছেন ; এই সমস্ত বিষয় পূর্ব্বাপর আলোচনা করিয়া রাম অতিশয় সন্তপ্ত হইলেন। তিনি অবিরল ধারায় অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন, তদ্দর্শনে সীতা এবং লক্ষ্মণও অতিশয় কাতর হইয়া পড়িলেন। অবশেষে সুধীর লক্ষ্মণ, শান্তচিত্ত হইয়া, রামচন্দ্রকে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন। রাম কনিষ্ঠ ভ্রাতার সুমধুর বাক্যে আশ্বস্ত ও উৎসাহিত হইয়া সেই জনসঞ্চারশূন্য অরণ্যে নিশা যাপন করিলেন।

পরদিন প্রভাতে সকলে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক গঙ্গা যমুনার সঙ্গমস্থল লক্ষ্য করিয়া বনে বনে গমন করিতে লাগি-

লেন। সীতা ভর্ত্তার সহিত কত রমণীয় স্থান অবলোকন করিলেন, কিন্তু রামের বিষাদপূর্ণ মুখমণ্ডল অবলোকন করিয়া কিছুতেই আনন্দলাভ করিলেন না। রাজবালা ও রাজবধূ সীতাদেবী একমাত্র পতিপ্রেমের বশবর্ত্তিনী হইয়া সেই কণ্টকপূর্ণ, প্রস্তরময়, নিম্নোন্নতভূমিসঙ্কুল বনপ্রদেশকে কুসুমাকীর্ণ পথের ন্যায় জ্ঞান করিতে লাগিলেন। এইরূপে সমস্ত দিন পর্য্যটনের পর তাঁহারা সন্ধ্যাকালে প্রয়াগসন্নিধানে মহর্ষি ভরদ্বাজের পবিত্র আশ্রমে উপস্থিত হইয়া তাঁহার পাদবন্দন করিলেন। রাম আত্মপরিচয় প্রদান করিলে, মহর্ষি তাঁহাদের যথেষ্ট সমাদর করিলেন। তিনি তাঁহাদের সৎকারার্থ, উৎকৃষ্ট ফল মূল ও সুস্বাদু জল প্রদান করিলেন এবং অবস্থিতির নিমিত্ত একটি সুন্দর স্থান নিরূপিত করিয়া দিলেন। পরে মহর্ষি, অন্যান্য মুনিগণের সহিত, রামকে বেষ্টন পূর্ব্বক নানা প্রসঙ্গে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত করিয়া, সেই পবিত্র রমণীয় আশ্রমেই তাঁহাকে বনবাসকাল যাপন করিতে অনুরোধ করিলেন। অদূরে লোকালয় আছে, পৌরবর্গ রাম ও জানকীকে জানিতে পারিলে সততই আশ্রমে গমনাগমন করিবে, কিন্তু তাহা তাঁহাদের তাদৃশ প্রীতিকর হইবে না, এই নিমিত্ত রাম মহর্ষির সেই সুসঙ্গত প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। রাম বলিলেন "ভগবন্, জানকী যথায় সুখে থাকিতে পারেন, আপনি এমন কোন জনশূন্য আশ্রম দেখাইয়া দিন্।" ভরদ্বাজ চিন্তা করিয়া তাঁহাদের বাসের জন্য দশ ক্রোশ দূরে চিত্রকূট নামে এক পর্ব্বত নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন।

মহর্ষি ভরদ্বাজের পবিত্র আশ্রমে সেই নিশা যাপন ও প্রভাতে তাঁহার নিকট বিদায়গ্রহণ পূর্ব্বক রামচন্দ্র, জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত, মহর্ষিনির্দ্দিষ্ট পথে চিত্রকূট অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা মুনির অনুকম্পার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে যমুনাতটে উপনীত হইলেন। লক্ষ্মণ শুষ্ককাষ্ঠ আহরণ ও উশীরদ্বারা তাহা বেষ্টন করিয়া এক ভেলা নির্ম্মাণ করিলেন, এবং তদুপরি সীতার উপবেশনার্থ একটি কাষ্ঠাসন প্রস্তুত করিয়া দিলেন। পরে সকলে সেই ভেলার সাহায্যে ধীরে ধীরে যমুনা পার হইয়া তাহার দক্ষিণতটে অবতীর্ণ হইলেন। সীতাদেবী ইতঃপূর্ব্বে গুহের নৌকায় গঙ্গা এবং এক্ষণে ভেলার সাহায্যে যমুনা উত্তীর্ণ হইবার সময় নদীর মধ্যস্থলে আসিয়া প্রত্যেকের নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে এইরূপে প্রার্থনা করিয়াছিলেন "দেবি, এই রাজকুমার তোমার কৃপায় নির্ব্বিঘ্নে পিতৃনিদেশ পূর্ণ করুন। ইনি চতুর্দ্দশ বৎসর অরণ্যে বাস করিয়া পুনরায় আমাদের সহিত প্রত্যাগমন করিবেন। আমি নিরাপদে, আসিয়া মনের সাধে তোমার পূজা করিব। দেবি আমি তোমাকে প্রণাম করি।" (২।৫২,৫৫) যমুনা সমুত্তীর্ণ হইয়া কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতে জানকী শ্যাম নামে এক অত্যুচ্চ বটবৃক্ষ দেখিতে পাইলেন। এই প্রকাণ্ড মহীরুহ দিগন্তপ্রসারী শাখাসমূহে পরিবেষ্টিত হইয়া দূর হইতে ঘনকৃষ্ণ নীরদখণ্ডের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। দেবী জানকী বৃক্ষকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন "তরুবর, আমার পতি ব্রতকাল পালন করুন, আমরা আবার আসিয়া যেন

আর্য্যা কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে দেখিতে পাই, তোমাকে নমস্কার।" এই বলিয়া তিনি সেই বটবৃক্ষকে প্রদক্ষিণ করিলেন।

পুণ্যতোয়া গঙ্গাযমুনা ও এই বিশাল বটবৃক্ষের নিকট সীতার ঈদৃশী সরল প্রার্থনা তাঁহার সরল হৃদয়ের কি সুন্দর পরিচায়ক! তিনি স্বামীর কল্যাণের নিমিত্ত কি প্রকার সমুৎসুক ছিলেন, এতদ্দ্বারা তাহা স্পষ্টই প্রকাশিত হইতেছে। সেই শ্যামবট পরিত্যাগ করিয়া এক ক্রোশ দূরেই তাঁহারা নীলবর্ণ এক মনোহর কানন দেখিতে পাইলেন। রামচন্দ্র সীতার পুষ্পপ্রিয়তা ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে অনুরাগের বিষয় বিলক্ষণ অবগত ছিলেন, তাই তিনি লক্ষ্মণকে বলিলেন "ভাই, দেখ, সীতা যে পুষ্প চাহিবেন এবং যে বস্তুতে তাঁহার স্পৃহা হইবে, তুমি তৎক্ষণাৎ তাহা আনিয়া দিবে।" (২।৫৫) সীতাদেবী যাইতে যাইতে বৃক্ষগুল্ম এবং অদৃষ্টপূর্ব্বপুষ্পগুচ্ছশোভিত লতা, যাহা কিছু দেখেন, অমনই রামকে জিজ্ঞাসা করেন, লক্ষ্মণও ব্যস্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার অভিলষিত দ্রব্য আনিয়া দেন। এইরূপে সমস্ত দিন তাঁহারা বনে বনে ভ্রমণ করিলেন। রামলক্ষ্মণ মৃগবধ ও ফলমূলাদি আহরণ পূর্ব্বক ক্ষুধা শান্তি করিলেন এবং সকলে এক মনোহর নদীতীরে সেই নিশা যাপন করিলেন।

পরদিন প্রভাতে তাঁহারা গাত্রোত্থান করিয়া অনতিবিলম্বে চিত্রকূটের সমীপবর্ত্তী হইলেন। চিত্রকূটপর্ব্বত অতিশয় রমণীয়; তাহা নানাবিধ বৃক্ষ ও লতাজালে মণ্ডিত। সেখানে ফলমূল প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং জলও অতিশয়

সুস্বাদু। অসংখ্য অগ্নিকল্প ঋষি সেই মনোরম প্রদেশ অবলম্বন করিয়া বাস করিতেছেন। সেখানে কোথাও নদী, কোথাও প্রস্রবণ, কোথাও গিরি গুহা, কোথাও উচ্চাবচ ভূমি এবং কোথাও বা তৃণগুল্মসমাচ্ছাদিত বিচিত্র সমতল ক্ষেত্র। কোথাও সুরভি আরণ্যকুসুম প্রস্ফুটিত হইয়া বনস্থল সমুজ্জ্বল করিতেছে; কোথাও ভ্রমর ও বিচিত্রপক্ষ প্রজাপতিদল পুষ্পে পুষ্পে উড্ডীন হইতেছে। রামচন্দ্র বসন্তকালে অরণ্যযাত্রা করিয়াছিলেন। তখন বনে বনে কিংশুক পুষ্প সকল বিকশিত হইয়া প্রজ্বলিত দাবানলশিখার ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। কোথাও কোকিলের কুহু স্বর কোথাও ময়ূরের কেকাধ্বনি, কোথাও টিট্টিভের কূজন এবং কোথাও বা দাত্যূহের চীৎকার। কোথাও চকিত হরিণহরিণীদল বিদ্যুতের ন্যায় দৃষ্টিপথ হইতে অদৃশ্য হইতেছে; কোথাও বা দূরে মাতঙ্গদল সুশীতল বৃক্ষচ্ছায়ায় ধীরে ধীরে সঞ্চরণ করিতেছে। জানকী রামের বাহু অবলম্বন পূর্ব্বক সেই সমুদয় বিচিত্র শোভা দেখিয়া হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দোচ্ছ্বাস অনুভব করিলেন। তাঁহার পরিম্লান মুখমণ্ডল সমুজ্জ্বল এবং চক্ষুর্দ্বয় প্রভাসম্পন্ন হইল। তিনি ভাবাবেশে নির্ব্বাক্ ও বনভ্রমণজনিত ক্লেশরাশি একেবারে বিস্মৃত হইলেন। তিনি একবার সেই বনস্থলীর সৌন্দর্য্যের দিকে এবং একবার প্রীতি-বিস্ফারিতলোচনে স্বামীর প্রফুল্ল মুখমণ্ডলের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মনোমধ্যে অতুল আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। এইরূপে গমন করিতে করিতে তাঁহারা মহর্ষি বাল্মীকির পবিত্র

আশ্রমে উপনীত হইলেন। মহর্ষি তাঁহাদের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া বিমল প্রীতিলাভ করিলেন, এবং সমুচিত অভ্যর্থনা ও সৎকার দ্বারা তাঁহাদিগকে সম্মানিত করিলেন।

সেই নির্জ্জন রমণীয় বনপ্রদেশে বাস করিতে রামের একান্ত ইচ্ছা হইল। তিনি লক্ষ্মণকে উৎকৃষ্ট কাষ্ঠ দ্বারা এক কুটীর নির্ম্মাণ করিতে আদেশ করিলেন। মহাবীর লক্ষ্মণও অনতিবিলম্বে তাঁহার আদেশ কার্য্যে পরিণত করিলেন। গৃহের চতুর্দ্দিক্ কাষ্ঠাবরণে আবৃত এবং উপরিভাগ শাল, তাল ও অশ্বকর্ণের পত্রসমূহে আচ্ছাদিত হইল। তাহার অভ্যন্তরে একটি বেদিও প্রস্তুত হইল। কুটীরখানি পরম সুন্দর হইয়াছে দেখিয়া রামচন্দ্র যথাবিধি যাগযজ্ঞাদি সমাপনপূর্ব্বক তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং সীতার সহবাসে ও লক্ষ্মণের পরিচর্য্যায় প্রীত হইয়া পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

——oo——

রামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত অরণ্যযাত্রা করিলে, অযোধ্যানগরী শোকসাগরে নিমগ্ন হইল। মহারাজ দশরথ পুত্র-নির্ব্বাসনের ষষ্ঠদিবসের রজনীতে রামের জন্য বিলাপ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিলেন। শোকের উপর এই দারুণ শোক উপস্থিত হইলে, সেই সুন্দর রাজসংসার এক ভীষণ

দুঃখে পরিণত হইয়া গেল। চতুর্দ্দিকে শোকতরঙ্গ উচ্ছলিত হইতে লাগিল এবং নাগরিকেরা বিষাদে আপনাপন কর্ত্তব্যকর্ম্ম বিস্মৃত হইয়া ম্লানমুখে অবস্থান করিতে লাগিল। রামলক্ষ্মণ বনবাসে আছেন; কুমার ভরত, শত্রুঘ্নের সহিত, মাতুলালয়ে বাস করিতেছেন; তাঁহারা অযোধ্যানগরীতে এই দুই আকস্মিক বিপৎপাতের কথা কিছুই অবগত নহেন। মহারাজের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিতে কোন পুত্রই সন্নিকটে নাই; সুতরাং বশিষ্ঠপ্রমুখ ব্রাহ্মণগণ তাঁহার মৃত দেহ তৈলপূর্ণ কটাহে সংস্থাপিত করিতে আদেশ দিয়া ভরতকে শীঘ্র আনয়নের নিমিত্ত দ্রুতগামী দূত সকল প্রেরণ করিলেন।

কতিপয় দিবস মধ্যে ভরত অযোধ্যায় উপনীত হইলেন এবং পিতৃশোকে ও ভ্রাতৃবিরহে একান্ত অভিভূত হইয়া পড়িলেন। ভরত শোকাকুলমনে পিতার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সম্পন্ন করিয়া রামচন্দ্রকে বনবাস হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার অভিলাষে, অমাত্য অনুচর ও মাতৃবর্গের সহিত, অনতিবিলম্বে চিত্রকূটে উপনীত হইলেন। রামচন্দ্র ভরতের মুখে পিতার পরলোকগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত, যারপর নাই বিলাপ করিলেন। পরে শোক কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে, ভরত বিনয় ও যুক্তি প্রদর্শন দ্বারা তাঁহাকে অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিয়া রাজ্যভার গ্রহণ করিতে অনুনয় করিলেন। মহর্ষি বশিষ্ঠপ্রমুখ ব্রাহ্মণগণ, অমাত্যগণ ও জানপদবর্গ সকলেই ভরতের প্রার্থনা সমর্থন করিলেন, কিন্তু সত্যব্রত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রামচন্দ্র তাঁহাদের সে প্রার্থনায় সম্মত হইলেন না। রাম

তাঁহার অনুপস্থিতিকালে ভরতকেই রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন, এবং তিনি যে পিতৃসত্য পালন না করিয়া অযোধ্যায় প্রত্যাগত হইবেন না, তাহাও স্পষ্টরূপে সকলের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিলেন। ভরত রামচন্দ্রের অটল সঙ্কল্পদর্শনে নিরুপায় হইয়া অগত্যা তাঁহার স্বর্ণপাদুকাদুটি ন্যাসস্বরূপ প্রার্থনা করিলেন। ভরত অমাত্যগণের পরামর্শে রামের পাদুকা লইয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। রাম লক্ষ্মণ ও সীতা অনুক্রমে মাতৃগণ ও বশিষ্ঠাদি মহর্ষিগণকে প্রণাম করিলেন। অনন্তর সকলে শোকসন্তপ্তহৃদয়ে রাম লক্ষ্মণ ও সীতাকে সেই ঘোর বনে পরিত্যাগ করিয়া অযোধ্যায় উপনীত হইলেন। ভরত পাদুকাযুগল গ্রহণপূর্ব্বক, নন্দিগ্রামে তাহা রাজসিংহাসনে সংস্থাপিত করিয়া, তথায় তপস্বিবেশে অবস্থান ও সেই স্থান হইতেই সমস্ত রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।

ভরত অযোধ্যায় প্রত্যাগত হইলে, রাম চিত্রকূটে আর অবস্থান করিতে ইচ্ছা করিলেন না। ভরতের সৈন্য ও অনুচর-বর্গ এবং হস্ত্যশ্বসকল সেই অরণ্যের অপূর্ব্ব শ্রী বিনষ্ট করিয়াছিল; সুতরাং চিত্রকূট তাঁহার চক্ষে আর পূর্ব্ববৎ প্রীতিকর বোধ হইল না। বিশেষতঃ লোকালয়ের সন্নিহিত বলিয়া, তিনি সেই স্থান পরিত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করিলেন; অধিকন্তু চিত্রকূটে তিনি ভরত, মাতৃগণ ও পুরবাসীদিগকে দেখিতে পাইলেন; তাঁহারা সকলেই রামের শোকে আকুল, রামও তাঁহাদিগকে কোন মতেই বিস্মৃত হইতে পারিতেছেন

না; অতএব অন্যত্র গমন করাই তাঁহার শ্রেয়স্কর বোধ হইল।

রাম, জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত, চিত্রকূটবাসী ঋষিগণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া, মহর্ষি অত্রির আশ্রমে উপনীত হইলেন। মহর্ষি আতিথ্যসৎকার দ্বারা তাঁহাদের যথেষ্ট সমাদর করিতেছেন, ইত্যবসরে অত্রিপত্নী ধর্ম্মপরায়ণা অনসূয়া তথায় আগমন করিলেন। সেই মহাভাগা তপোবলসম্পন্না, সর্ব্বজনপূজনীয়া ও পতিব্রতা ছিলেন। তিনি অতিশয় বৃদ্ধা, সর্ব্বাঙ্গ বলিরেখায় অঙ্কিত, সন্ধিস্থল একান্ত শিথিল ও কেশ-রাশি জরাপ্রভাবে শুক্ল। তিনি বায়ুভরে কদলীতরুর ন্যায় অনবরত কম্পিত হইতে ছিলেন। সীতা স্বামীর আদেশে তাপসীর সন্নিধানে গমন করিয়া, স্বনাম উল্লেখপূর্ব্বক, তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, এবং তাঁহার সকল বিষয়ের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন অনসূয়া তাঁহাকে অবলোকন করিয়া মধুর বচনে কহিতে লাগিলেন,

"জানকি, তোমার ধর্ম্মদৃষ্টি আছে। তুমি আত্মীয় স্বজন ও অভিমান বিসর্জ্জন করিয়া ভাগ্যক্রমেই বনচারী রামের অনুসরণ করিয়াছ। স্বামী অনুকূল বা প্রতিকূলই হউন, নগরে বা বনেই থাকুন, যে নারী একমাত্র তাঁহাকে প্রিয়বোধ করেন, তাঁহার সদগতিলাভ হয়। পতি দুঃশীল স্বেচ্ছাচারী বা দরিদ্রই হউন, পূজ্যস্বভাব স্ত্রীলোকের তিনিই পরম দেবতা। সেই সঞ্চিত তপস্যার ন্যায় সর্ব্বাংশে স্পৃহণীয় স্বামী হইতে বিশেষ বন্ধু আমি ভাবিয়াও আর দেখিতে পাই না। যাহাঁরা কেবল

জঘন্য স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাঁহার প্রিয়কামনা করে, সেই সকল দুঃশীলা এই সমস্ত গুণদোষ কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। জানকি, তাদৃশী দুশ্চরিত্রারা অধর্ম্মে পতিত ও অযশ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু তোমার তুল্য যাঁহাদের হিতাহিত জ্ঞান আছে, সেই সমস্ত গুণবতী, পুণ্যশীলার ন্যায়, স্বর্গে পূজিত হইয়া থাকেন। অতএব এক্ষণে তুমি সকল বিষয়ে পতিরই অনুব্রতা হইয়া থাক।" (২।১১৭)

সীতা অনসূয়ার বাক্য শ্রবণ করিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন "দেবি, আপনি যে আমায় শিক্ষা দিবেন, আপনার পক্ষে ইহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? কিন্তু আর্য্যে, স্বামী যে স্ত্রীলোকের গুরু, আমি তাহা বিশেষ জানিয়াছি। তিনি যদিও দরিদ্র ও দুশ্চরিত্র হন, তথাচ কিছুমাত্র দ্বিধা না করিয়া তাঁহার পরিচারণায় নিযুক্ত থাকিতে হইবে। কিন্তু যিনি জিতেন্দ্রিয়, গুণবান্, দয়ালু, স্থিরানুরাগী ও ধার্ম্মিক এবং যিনি মাতৃসেবাপর ও পিতৃবৎসল, তাঁহার বিষয়ে আর কি বলিবার আছে? রাম যেমন কৌশল্যাকে, সেইরূপ অন্যান্য রাজপত্নীকেও শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। রাম নারীমাত্রকেই মাতৃবৎ জ্ঞান করিয়া থাকেন। তাপসি, আমি যখন এই ভীষণ অরণ্যে আসি, তখন আর্য্যা কৌশল্যা আমায় যাহা উপদেশ দেন, আমি তাহা বিস্মৃত হই নাই, এবং বিবাহের সময় জননী অগ্নিসমক্ষে যে প্রকার আদেশ করেন, তাহাও ভুলি নাই। ফলতঃ পতিসেবাই স্ত্রীলোকের তপস্যা, আত্মীয় স্বজন এ কথা আমার বিলক্ষণ হৃদ্বোধ করিয়া দিয়াছেন। সাবিত্রী ইহার বলে স্বর্গে

পূজিত হইতেছেন এবং আপনিও উহাঁর ন্যায় উৎকৃষ্ট লোক আয়ত্ত করিয়াছেন।” (২।১১৮)

অনসূয়া জানকীর বাক্যে প্রীত হইয়া সস্নেহে তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিলেন এবং তাঁহাকে সুরুচির মাল্য, বস্ত্র, আভরণ ও অঙ্গরাগ প্রদান করিলেন। সেই অঙ্গরাগে সীতার দেহ অপূর্ব্ব শ্রীসম্পন্ন হইয়াছিল। ঋষিপত্নী এইরূপে সীতার সম্মান ও আনন্দবর্দ্ধন করিয়া, তাঁহার নিকট তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত ও স্বয়ম্বর প্রভৃতি অপূর্ব্ব কথা শুনিতে লাগিলেন। অনন্তর রাত্রি সমাগত হইলে অনসূয়া বলিলেন “জানকি, সন্ধ্যা হইয়াছে; এখন আমি তোমায় অনুমতি করিতেছি, তুমি গিয়া পতিসেবায় প্রবৃত্ত হও। তুমি আজ মধুর কথা কীর্ত্তন করিয়া আমায় পরিতুষ্ট করিলে, এক্ষণে আবার আমার সমক্ষে বেশভূষায় সুসজ্জিত হইয়া আমাকে সন্তুষ্ট কর।”

সীতা তাঁহার আদেশানুসারে নানালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া তাঁহার পাদবন্দন পূর্ব্বক, রামের নিকট গমন করিলেন। রাম সীতাকে সন্দর্শন করিয়া, অনসূয়ার প্রীতিদানে পরম সন্তোষলাভ করিলেন। লক্ষ্মণও সীতাদেবীর এই সৎকার-নিরীক্ষণে যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইলেন।

অনন্তর রজনী প্রভাত হইলে, রাম লক্ষ্মণ ও সীতা মহর্ষির নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া ভীষণ দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিলেন। এই মহারণ্য দূর হইতে ঘনকৃষ্ণ নিবিড় মেঘমালার ন্যায় পরিদৃষ্ট হইতেছিল; তাহা সুবিশাল তরুরাজিতে পরিপূর্ণ ও দুশ্ছেদ্য লতাজালে সমাকীর্ণ; তন্মধ্যে নিরন্তর

ঝিল্লিকাধ্বনি হইতেছে এবং পক্ষিসকল ভয়ঙ্কর কোলাহল করিতেছে। কোথাও ব্যাঘ্র ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণ ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে, কোথাও বা বিকটাকার রাক্ষসগণ সকলের সন্ত্রাস সমুৎপন্ন করিয়া নির্ভয়ে পরিভ্রমণ করিতেছে। স্থলে স্থলে ঋষিজনসেবিত মনোহর আশ্রমসকলও বনবিভাগ আলোকিত করিয়া বিরাজ করিতেছে। রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত, তাহাদের অপূর্ব্ব শোভা দর্শন করিয়া নয়নমন চরিতার্থ করিলেন এবং পবিত্রস্বভাব তপস্বিগণও তাঁহাদের সমুচিত সৎকার করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিতে লাগিলেন। সীতাদেবী এতদিন মহারণ্যের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যদর্শনে বিমুগ্ধ হইতেছিলেন এবং বনভ্রমণলালসাও তাঁহার মনে দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতেছিল। মহাবীর রামচন্দ্রের ভুজবলের আশ্রয়ে থাকিয়া, তিনি এপর্য্যন্ত বনবাসজনিত বিশেষ কোন কষ্টই প্রাপ্ত হন নাই। কিন্তু বনবাস যে নিরবচ্ছিন্ন সুখের নহে এবং সেখানে যে মধ্যে মধ্যে ভয়ঙ্কর বিপদসকলও উপস্থিত হয়, একদিন সীতা তাহা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিলেন। একদা প্রভাতকালে রামচন্দ্র মুনিগণকে সম্ভাষণ করিয়া, লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতেই, বিরাধনামে এক বিকটদর্শন রাক্ষস আসিয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল এবং সীতাকে স্কন্ধে উত্তোলন পূর্ব্বক রাম লক্ষ্মণের বিনাশসাধনে যত্নবান্ হইল। রাম সীতার এই আকস্মিক বিপৎপাতে শোকাকুল হইলেন, এবং তদ্দণ্ডেই ধনুর্ব্বাণ গ্রহণপূর্ব্বক দুষ্ট নিশাচরকে শরজালে নিপীড়িত

করিতে লাগিলেন। রাক্ষস রামশরে তাড়িত হইয়া সীতাকে ভূমিতলে সংস্থাপন পূর্ব্বক ভ্রাতৃযুগলকে রোষভরে আক্রমণ করিল, এবং তাঁহাদিগকে স্কন্ধে আরোপণ করিয়া গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিল। সীতাদেবী স্বামী ও দেবরের এই দুর্দ্দশা দেখিয়া, বিগ্না কুররীর ন্যায়, ক্রন্দন করিতে করিতে রাক্ষসের অনুসরণ করিলেন এবং করুণস্বরে বলিতে লাগিলেন "রাক্ষস, তুমি এই সুশীল সত্যপরায়ণ রাম ও লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ কর এবং উহাঁদের পরিবর্ত্তে আমাকে লইয়া যাও।" রাম ও লক্ষ্মণ সীতার বিলাপ শ্রবণ করিয়া বিরাধের বাহুযুগল ভগ্ন করিলেন এবং তাহাকে ভূমিতলে আকর্ষণ ও অস্ত্রদ্বারা আঘাত করিয়া মৃত্তিকামধ্যে প্রোথিত করিলেন। বিরাধ প্রাণত্যাগ করিলে, তাঁহারা অচিরে ভয়বিহ্বলা জানকীর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভয় প্রদান করিলেন।

জানকী এই এক ঘটনা হইতেই বনবাসের দুঃখ-সকল অবধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন কিন্তু তিনি ইহাতে কিছুমাত্র ভীত হইলেন না। স্বামীর সহিত যে কোন কষ্ট সহ্য করিতে তিনি সর্ব্বদাই প্রস্তুত ছিলেন। স্বামিবিরহিত হইয়া স্বর্গসুখও মিথ্যা। যাহাহউক, সীতার মনে কোন শঙ্কা না হইলেও রাম ও লক্ষ্মণ অতঃপর বিশেষ সতর্কতার সহিত বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। অরণ্য অতিশয় দুর্গম, এরূপ অরণ্যে তাঁহারা আর কখনও প্রবেশ করেন নাই। তাই রামচন্দ্র একটি নিরুপদ্রব ও ভয়শূন্য স্থানের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন।

অনতিদূরে মহর্ষি শরভঙ্গের আশ্রম ছিল। তাঁহারা আশ্রম মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক মহর্ষিকে অভিবাদন করিলেন। মহর্ষি প্রীতমনে তাঁহাদিগকে আতিথ্যে নিমন্ত্রণ করিলেন এবং তাঁহাদের নিমিত্ত স্বতন্ত্র এক বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। এইরূপে শিষ্টাচার পরিসমাপ্ত হইলে, রাম বলিলেন "তপোধন, এক্ষণে এই বনমধ্যে কোথায় গিয়া আশ্রয় লইব, আপনি আমায় তাহাই বলিয়া দিন।" তখন শরভঙ্গ রামকে মহর্ষি সুতীক্ষ্ণের নিকট যাইতে বলিয়া তাঁহারই সমক্ষে অগ্নিপ্রবেশ পূর্ব্বক দেহ বিসর্জ্জন করিলেন। শরভঙ্গ স্বর্গারোহণ করিলে, সেই আশ্রমবাসী ঋষিবর্গ রামের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া দুরন্ত রাক্ষসগণের উৎপীড়ন হইতে পরিত্রাণ প্রার্থনা করিলেন। রাজাই ধর্ম্মের রক্ষক ; সুতরাং তিনি ধর্ম্মকে রক্ষা না করিলে কে আর তদ্বিষয়ে সমর্থ হইবে ? ঋষিগণ রামচন্দ্রের শরণাগত হইলে, তিনি তাঁহাদিগকে অভয় প্রদান করিলেন। রাম পিতৃসত্যপালনার্থ দণ্ডকারণ্যে আগমন করিয়াছেন, তিনি সর্ব্বদাই ঋষিগণের আজ্ঞাধীন ; যাহাতে তাঁহারা নিরুপদ্রবে ধর্ম্মসাধন করিতে পারেন, রাম তদ্বিষয়ে অবশ্যই প্রাণপণে সহায়তা করিবেন। তিনি বীর লক্ষ্মণের সাহায্যে ঋষিকুল-কণ্টক রাক্ষসগণকে নিশ্চয়ই নিহত কবিবেন। এইরূপে ঋষি-গণকে আশ্বস্ত করিয়া রাম তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে মহর্ষি সুতীক্ষ্ণের আশ্রমে উপনীত হইলেন।

সুতীক্ষ্ণ তাঁহাদিগকে দেখিয়া অতীব আনন্দিত হইলেন। তিনি রামচন্দ্রকে তাঁহার আশ্রমেই বাস করিতে অনুরোধ

করিলেন; কিন্তু রাম মহর্ষির প্রস্তাবে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। অনন্তর সকলে সুখে সেই নিশা মহর্ষির আশ্রমে যাপন করিলেন। পরদিন সূর্য্যোদয় হইলে, রাম তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "ভগবন্, আমরা আপনার সৎকারে তৃপ্ত হইয়া সুখে বাস করিয়াছিলাম, এক্ষণে অনুমতি করুন, প্রস্থান করি। এই দণ্ডকারণ্যে পুণ্যশীল ঋষিগণের পবিত্র আশ্রমসকল দর্শন করিতে আমাদের একান্ত অভিলাষ হইয়াছে এবং এই তাপসেরাও আমাদিগকে তদ্বিষয়ে বারম্বার ত্বরা দিতেছেন। অতএব এক্ষণে প্রার্থনা করি, আপনি ইহাঁদের সহিত আমাদিগকে গমনে অনুমতি প্রদান করুন।" এই বলিয়া রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত, মহর্ষির নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। মহর্ষিও তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া দণ্ডকারণ্য পর্য্যটনের পর পুনর্ব্বার তাঁহার আশ্রমে আগমন করিতে অনুরোধ করিলেন।

যেদিন রামচন্দ্র ঋষিগণের সমক্ষে রাক্ষসবধে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সেই দিন হইতেই সীতার মন নানা চিন্তায় আকুল হইয়াছিল। স্বামী তাপসব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক যে হিংসা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিবেন, ইহা সীতার মতে কোন প্রকারেই যুক্তিযুক্ত ও ধর্ম্মসঙ্গত নহে। রামচন্দ্র যখন রাক্ষসবধে প্রতিজ্ঞা করেন, তখনই সীতা তাঁহাকে নিজ অভিমত জ্ঞাপন করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন, কিন্তু সকলের সম্মুখে লজ্জাবশতঃ তিনি তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হন নাই। আজ সুতীক্ষ্ণের আশ্রম হইতে পথে যাইতে যাইতে সীতা অবসর বুঝিয়া

রামকে বলিতে লাগিলেন “নাথ, ধর্ম্ম অতিশয় সূক্ষ্মবিধানের গম্য; সর্ব্বপ্রকার ব্যসন হইতে মুক্ত না হইলে কদাপি ধর্ম্মলাভ হয় না। ব্যসন তিন প্রকার;—মিথ্যাকথন, ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতা ও বৈর ব্যতীত রৌদ্রভাব ধারণ। পূর্ব্বোল্লিখিত দুইটি দোষ তোমাকে কখনও স্পর্শ করে নাই; তুমি সততই সত্যপরায়ণ ও জিতেন্দ্রিয় বলিয়া জগদ্বিখ্যাত আছ। কিন্তু নাথ, তোমাতে অকারণ প্রাণহিংসারূপ কঠোর ব্যসনটি ঘটিবার উপক্রম হইয়াছে। তুমি বনবাসী ঋষিগণের রক্ষাবিধানার্থ যুদ্ধে রাক্ষস বধ স্বীকার করিয়াছ এবং সেই নিমিত্তই ধনুর্ব্বাণ লইয়া লক্ষ্মণের সহিত ভীষণ দণ্ডকারণ্যে যাইতেছ। কিন্তু তোমায় যাইতে দেখিয়া আমার মন অত্যন্ত চঞ্চল হইতেছে। আমি তোমার কার্য্যকলাপ আলোচনা করিতেছি; তোমার সুখ ও সুখসাধনই বা কি, চিন্তা করিতেছি; চিন্তা করিতে গিয়া পদে পদে বিষম উদ্বেগ উপস্থিত হইতেছে। তুমি যে দণ্ডকারণ্যে যাও, আমার এরূপ ইচ্ছা নহে। তথায় গমন করিলে, নিশ্চয়ই রাক্ষসদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে। কারণ শরাসন সঙ্গে থাকিলে ক্ষত্রিয়দিগের তেজ সবিশেষ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। (৩।৯)

এই বলিয়া সীতা এক আখ্যা কীর্ত্তন করিলেন। ইন্দ্র কোন এক ঋষির তপোবিঘ্নমানসে তাঁহার নিকট একটি খড়্গ ন্যাসস্বরূপ রাখিয়া যান; ঋষি ন্যাসরক্ষাতৎপর হইয়া খড়্গ ব্যতীত কোথাও যাইতেন না। এইরূপে খড়্গের নিত্যসংস্পর্শে ঋষি প্রাণিহত্যায় মত্ত হইলেন, এবং অত্যল্পকালমধ্যে তাঁহার সমুদয় তপস্যাও বিনষ্ট হইয়া গেল! অতঃপর সীতা রাম-

চন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "নাথ, আমি তোমায় শিক্ষা দান করিতেছি না; অস্ত্রসংস্রবে লোকের যে চিত্তবৈপরীত্য ঘটিয়া থাকে, আমি স্নেহ ও বহুমানবশতঃ তোমাকে তাহাই স্মরণ করাইয়া দিলাম। অপরাধ না পাইলে কাহাকেও হত্যা করা উচিত নহে; বনবাসী আর্ত্তদিগের পরিত্রাণ হয়, ক্ষত্রিয়-বীর শরাসনে এই পর্য্যন্তই করিবেন। শস্ত্র কোথায়, আর বনই বা কোথায়? ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম কোথায় আর তপস্যাই বা কোথায়? এই সমস্ত পরস্পরবিরোধী, ইহাতে আমাদের কিছুমাত্র অধিকার নাই। যাহা তপোবনের ধর্ম্ম, তুমি তাহা-রই সম্মান কর। তুমি শুদ্ধসত্ত্ব হইয়া এই তপোবনে ধর্ম্মা-চরণে প্রবৃত্ত হও। ধর্ম্ম হইতে অর্থ, ধর্ম্ম হইতে সুখ এবং ধর্ম্ম হইতে সমস্তই উৎপন্ন হয়; তুমি সকলই জান; তোমায় ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করে, এমন কে আছে? আমি কেবল স্ত্রীজনসুলভ চপলতায় এইরূপ কহিলাম, এক্ষণে তুমি লক্ষ্মণের সহিত সম্যক্ বিচার করিয়া দেখ, এবং যাহা অভিরুচি হয়, অবিলম্বে তাহারই অনুষ্ঠান কর।" (৩৭)

সীতা এই বলিয়া নিরস্ত হইলে, ধর্ম্মপরায়ণ রাম তাঁহার প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। দণ্ডকারণ্যচারী রাক্ষসগণ তপোনিরত নিরীহ ঋষিবর্গকে বিনষ্ট এবং নানাপ্রকারে তাঁহা-দের তপোবিঘ্ন সমুৎপন্ন করিতেছে। ঋষিকুল রামের শরণা-পন্ন হইয়াছেন। আর্ত্তকে রক্ষা করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। রাম সেই ক্ষাত্রধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়াই তাঁহাদিগকে অভয়প্রদান করিয়াছেন। নরমাংসলোলুপ রাক্ষসগণকে বধ করিয়া অরণ্যকে

নিরুপদ্রব করা রামের একান্ত কর্ত্তব্য। এইরূপ নানাপ্রকার যুক্তিপ্রদর্শন করিয়া রামচন্দ্র সীতাকে বলিতে লাগিলেন “জানকি, আমি ঋষিগণের রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছি। সত্যই আমার প্রিয়, আমি স্বীকার করিয়া প্রাণান্তে অন্যথাচরণ করিতে পারিব না। বরং অকাতরে প্রাণত্যাগ করিতে পারি, লক্ষ্মণের সহিত তোমাকেও পরিত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু একবার প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহার ব্যতিক্রম করিতে পারি না। প্রার্থনা না করিলেও যাহা করিতাম, অঙ্গীকার করিয়া কিরূপে তাহার বৈপরীত্য আচরণ করিব? জানকি, তুমি স্নেহ ও সৌহার্দ্দনিবন্ধন যাহা কহিলে, শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। অপ্রিয়কে কেহ কখনও কিছু কহিতে পারে না। তুমি যেরূপ কুলে উৎপন্ন হইয়াছ, এই বাক্য তাহার ও তোমারও অনুরূপ সন্দেহ নাই। তুমি আমার প্রিয়তমা, এক্ষণে আমার এই সঙ্কল্পে অনুমোদন কর।” (৩।১০)

সীতাদেবীর ধর্ম্মসঙ্গত বাক্যে রামের প্রত্যুত্তর যাহাই হউক না কেন, পরস্পরের মধ্যে রাম ও সীতার কিরূপ সম্বন্ধ ছিল, এবং সীতা স্বামীর প্রতি আপনার কর্ত্তব্যগুলি কেমন সুন্দররূপে পালন করিতে যত্নবতী ছিলেন, ইহাই প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত আমরা রামায়ণ হইতে উল্লিখিত কথোপকথনগুলি সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

রাম স্বরূপা জানকী ও ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণের সহিত সেই দণ্ডকারণ্যের নানাস্থল পর্য্যটন করিলেন। তাঁহারা কত আশ্রম, নদ নদী, গিরি গুহা, বন উপবন, পল্বল সরোবর দর্শন

করিয়া পুলকিত হইতে লাগিলেন; কোথাও নানাবিধ জলচর ও খেচর পক্ষী, কোথাও যূথবদ্ধ হরিণ, মদোন্মত্ত সশৃঙ্গ মহিষ ও দলবদ্ধ হস্তী, কোথাও ভীষণ বরাহ ও শাখারূঢ় বানর, এবং কোথাও বা বিকটাকার রাক্ষস দর্শন করিয়া তাঁহারা হৃদয়মধ্যে কখনও ভয় এবং কখনও বা আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। রামলক্ষ্মণ কত যে ঋষিতপস্বীর সহিত সাক্ষাৎকার করিয়া বিমল প্রীতি লাভ করিলেন, সীতাদেবী কত যে ঋষিপত্নী ও ঋষিকন্যার সহিত সদালাপ করিয়া আনন্দিত হইলেন, এস্থলে তাহা বর্ণনীয় নহে। তাঁহারা কোথাও সম্বৎসর, কোথাও দশ মাস, কোথাও চারি মাস, কোথাও দুই মাস, এবং কোথাও বা তদপেক্ষাও অল্প দিন বাস করিয়া সেই অরণ্যমধ্যেই দশ বৎসর অতিবাহিত করিলেন।

এইরূপে দণ্ডকারণ্যপর্য্যটন শেষ হইলে, সত্যপ্রতিজ্ঞ রামচন্দ্র মহর্ষি সুতীক্ষ্ণের আশ্রমে প্রত্যাগমন করিয়া কিয়দ্দিন সেই স্থলেই সুখে বাস করিতে লাগিলেন। সেই স্থানে অবস্থিতিকালে একদা তাঁহারা মহর্ষি অগস্ত্যের সহিত সাক্ষাৎকার করিতে অভিলাষী হইয়া তাঁহার আশ্রমে উপনীত হইলেন। মহর্ষি তাঁহাদিগকে অবলোকন করিয়া অতীব আনন্দিত হইলেন এবং রামলক্ষ্মণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,

"তোমরা জানকীকে লইয়া আমায় অভিবাদন করিতে আসিয়াছ; রাম, ইহাতে প্রীত হইলাম, কুশলী হও; লক্ষ্মণ, আমি অতিশয় পরিতুষ্ট হইলাম। এক্ষণে অধ্বশ্রমে তোমাদের কষ্ট হইতেছে, জানকীও নিশ্চয় বিশ্রামার্থ উৎসুক হইয়াছেন। এই

সুকুমারী কখনও ক্লেশ সহ্য করেন নাই, কেবল পতিস্নেহে দুঃখপূর্ণ বনে আসিয়াছেন। রাম, এস্থানে ইনি যেরূপে সুখে থাকেন, তুমি তাহাই কর। তোমার অনুসরণ করিয়া, ইনি অতি দুষ্কর কার্য্য সাধন করিতেছেন। ইনি সর্ব্ব প্রকার দোষশূন্যা হইয়া, সুরসমাজে দেবী অরুন্ধতীর ন্যায়, পতিব্রতার অগ্রগণ্যা হইয়াছেন। বৎস, তুমি ইহাঁকে ও লক্ষ্মণকে লইয়া বাস করিলে, এই স্থান শোভিত হইবে সন্দেহ নাই।”

রাম মহর্ষির বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতবচনে কহিলেন “তপোধন, আপনি গুরু; যখন আপনি আমাদের গুণে পরিতুষ্ট হইয়াছেন, তখন আমরা ধন্য ও অনুগৃহীত হইলাম। যেখানে বন আছে এবং জলও সুলভ, আপনি আমাকে এমন একটি স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিন; আমি তথায় কুটীর নির্ম্মাণ পূর্ব্বক সুখে বাস করিব।” মহর্ষি ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া রামকে সেই স্থান হইতে দুই যোজন দূরে পঞ্চবটী নামক রমণীয় বনে বাস করিতে পরামর্শ দিলেন। রাম তাঁহার পরামর্শানুসারে পঞ্চবটী যাইতে সঙ্কল্প করিলেন, এবং মহর্ষিকে প্রদক্ষিণ করিয়া সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত তথায় উপনীত হইলেন।

পঞ্চবটী একটি সুন্দর পুষ্পিত কানন। অদূরে নির্ম্মলসলিলা গোদাবরী প্রবাহিত হইতেছে; স্থলে স্থলে রমণীয় সরোবরে সুগন্ধি পদ্মসকল প্রস্ফুটিত রহিয়াছে। গোদাবরীনীরে হংস সারস ও চক্রবাক্ সকল অনবরত ক্রীড়া করিতেছে; তীরভূমি কুসুমিত বৃক্ষসকলে পরিপূর্ণ। চতুর্দ্দিকে গভীর

অরণ্য; তন্মধ্যে দলে দলে মৃগ সকল সঞ্চরণ করিতেছে। ময়ূরের কেকাধ্বনি ও কোকিলের কুহু রবে বায়ুমণ্ডল নিরন্তর মুখরিত হইতেছে। কিয়দ্দূরে পর্ব্বতশ্রেণী ঘনকৃষ্ণ মেঘমালার ন্যায় শোভা পাইতেছে। অরণ্যে নানাজাতি বৃক্ষ; শাল, তাল, তমাল, খর্জ্জূর, আম্র, অশোক, তিলক, চম্পক, কেতকী, চন্দন, শমী, ধব, খদির, কিংশুক প্রভৃতি তরুরাজি, কুসুমিত লতাজালে জড়িত হইয়া, রমণীয় শোভা বিস্তার করিতেছে। রাম প্রিয়তমা জানকীর সহিত আনন্দোৎফুল্লমনে সেই স্থান অবলোকন করিয়া লক্ষ্মণকে একটি সুন্দর সমতল ও পুষ্পবৃক্ষ-পরিপূর্ণ স্থলে কুটীর নির্ম্মাণের আদেশ করিলেন। লক্ষ্মণও অনতিবিলম্বে তথায় সুপ্রশস্ত উৎকৃষ্টস্তম্ভশোভিত সুরম্য এক পর্ণশালা প্রস্তুত করিলেন। কুটীরখানি মনোরম হইয়াছে দেখিয়া, রাম অতিশয় প্রীত হইয়া লক্ষ্মণকে আলিঙ্গন করিলেন। অনন্তর যথাবিধি বাস্তুশান্তি করিয়া রাম, জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত, সেই কুটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সীতাদেবী সেই নির্জ্জনপ্রদেশের অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া হৃদয়ে বিমল আনন্দ অনুভব করিলেন। মনোরম পঞ্চবটী তাঁহার চক্ষে পিতৃগৃহ অপেক্ষাও সুখকর বোধ হইতে লাগিল।

সপ্তম অধ্যায়।

সুরম্য পঞ্চবটী বনে রাম পরম সুখেই কালযাপন করিয়াছিলেন। নির্জ্জন বন, তাহাতে অগণ্য কুসুমিত বৃক্ষ ও লতা; নানাবিধ পক্ষী তাহাতে বাস করিত। ময়ূরসকল ময়ূরীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া তাঁহাদের পরিচ্ছন্ন কুটীরাঙ্গনে নৃত্য করিত। রাম জানকীর সহিত মৃগচর্ম্মে উপবেশনপূর্ব্বক তাহাদের নৃত্য দেখিয়া কতই আনন্দলাভ করিতেন। কখন কখন হরিণহরিণীদল শান্তভাবে তাঁহাদের আশ্রমের চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিত, এবং এক এক বার হরিণনয়না সীতার মুখপানে বিশ্বাসপূর্ণ বিলোল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আবার নিঃশঙ্কচিত্তে সুকোমল তৃণভক্ষণে রত হইত। সীতার অমানুষী মূর্ত্তিদর্শনে তাহারা সমস্ত আশঙ্কাই পরিহার পূর্ব্বক গৃহপালিত পশুর ন্যায় তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিত। কত মনোহর সুকণ্ঠ পক্ষী আসিয়া প্রাঙ্গণস্থ পুষ্পিত বৃক্ষশাখায় উপবেশন পূর্ব্বক সুললিত গানে সীতার কর্ণকুহরে অমৃতধারা বর্ষণ করিত। সীতা কখন কখন স্বামীর সহিত অরণ্যে ভ্রমণ করিতেন। ভ্রমণকালে তিনি কত সুগন্ধ পুষ্পই চয়ন করিতেন! সেই পুষ্পসকলে সীতা নানা প্রকার ভূষণ রচনা করিয়া অঙ্গে ধারণ করিতেন। রামচন্দ্র জানকীর বনদেবীর ন্যায়

অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া পুলকিত হইতেন। কোন কোন দিন সীতা পতির সহিত কমলদলশোভিত স্বচ্ছ সরোবরে গমন করিয়া স্বহস্তে নানাজাতি কমল উত্তোলন করিতেন; কখনও বা হংস-সারস-নিনাদিত গোদাবরীতীরে উপস্থিত হইয়া স্বামীর সহিত তাহার বিচিত্র শোভা দর্শন করিতেন। সীতার চরণে শ্রুতিমধুর নূপুরধ্বনি শ্রবণ পূর্ব্বক রাজহংসশ্রেণী গ্রীবা নত করিয়া অস্ফুট স্বরে বিরাব করিতে করিতে তাঁহার পদানুসরণ করিত। কখনও বা সীতা রামের সহিত নির্ভয়ে শৈলশিখরে আরোহণ করিয়া ভীষণ গুহা নিম্নোন্নত ভূমি ও কত ভয়ঙ্কর স্থান দর্শন করিতেন। লক্ষ্মণ আলস্যশূন্য হইয়া সর্ব্বদাই তাঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। ভ্রাতৃবৎসল এই বীর রাজকুমার ধনুর্ব্বাণহস্তে সেই আশ্রমকে সমস্ত বিপদাশঙ্কা হইতে সর্ব্বদা রক্ষা করিতেন। তিনি গোদাবরী হইতে প্রত্যহ নির্ম্মল জল আনয়ন করিতেন; স্বহস্তে ফল, মূল, পুষ্প, কুশ, কাশ ও সমিধ আহরণ করিতেন এবং রাম ও সীতার পরিচর্য্যাতে সর্ব্বদাই নিযুক্ত থাকিতেন। সীতা দেবী রামচন্দ্রের সহিত পরিচ্ছন্ন শিলাতলে উপবেশন পূর্ব্বক দেবর লক্ষ্মণের প্রশংসা করিয়া কতই আনন্দ লাভ করিতেন। রামও লক্ষ্মণের উপর সীতার স্নেহ দর্শন করিয়া অতিশয় পুলকিত হইতেন।

রামচন্দ্র তাপসোচিত সমস্ত ক্রিয়াই সম্পন্ন করিতেন। তিনি ত্রিকালীন স্নান, দেবোপাসনা, বন্য ফলমূলে জীবনধারণ ও অন্যান্য সমস্ত কর্ত্তব্যকর্ম্মই সম্পাদন করিতেন। ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইয়া তিনি লক্ষ্মণের সহিত কখন কখন

মৃগবরাহ প্রভৃতি জন্তুগণকে বধ করিয়া তাহাদের পবিত্র মাংস ভক্ষণ করিতেন, কিন্তু তিনি কদাপি অকারণ প্রাণিহিংসাতে মত্ত হইতেন না। তিনি সীতার সহিত বিভিন্ন ঋতুতে প্রাকৃতিক জগতের বিভিন্নপ্রকার শোভা দেখিয়া পুলকিত হইতেন। ঘনঘটাসমাচ্ছন্ন বর্ষাকালে কুটীরের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া তাঁহারা স্মৃতির সাহায্যে কখন কখন আপনাদের পূর্ব্বকথা স্মরণ পূর্ব্বক বিষাদের মধ্যেও কেমন এক প্রকার মধুর আনন্দ অনুভব করিতেন। প্রসন্ন শরৎকালে শুভ্রনীরদখণ্ডশোভিত সুনীল আকাশ, পুষ্পিত কাশ, কুমুদকহ্লারশোভিত নির্ম্মল সরোবর, পরিষ্কৃত বনস্থলী, তৃণশষ্পসমাচ্ছন্ন শ্যামল ক্ষেত্র, পল্লবিত তরু, দোদুল্যমানা কুসুমিতা লতা প্রভৃতি সন্দর্শন পূর্ব্বক তাঁহারা অযোধ্যার কত কথাই স্মরণ করিতেন। দারুণ হিমঋতুতে পত্রপুষ্পশূন্য বৃক্ষরাজি, নীহারক্লিষ্ট বিশুষ্ক কমল, তৃণশূন্য প্রশস্ত ক্ষেত্র, ক্ষীণতেজা সূর্য্য, কুজ্ঝটিসমাচ্ছন্ন প্রভাত, নিরানন্দ পক্ষী, ক্ষীয়মাণ দিবস, সুদীর্ঘ যামিনী, তুষারশীতল বায়ু ও ক্বচিৎ মেঘাবৃত আকাশ দেখিয়া তাঁহাদের মনে আনন্দের উদ্রেক হইত না, বরং হৃদয় কখন কখন বিষাদ ভারে আক্রান্ত হইয়া পড়িত। সীতা পট্টবস্ত্র ও কাষায়বসন দ্বারা শীত নিবারণ করিতেন; জটাবল্কলধারী রামলক্ষ্মণ শুষ্ক কাষ্ঠ এবং মৃগ ও বন্য মহিষের শুষ্কপুরীষপ্রজ্বলিত অগ্নিদ্বারা কথঞ্চিৎ শীতক্লেশ বিদূরিত করিতেন। কিন্তু যখন বসন্তের মৃদুপদসঞ্চারে মলয়সমীরস্পর্শে পক্ষীর কণ্ঠে সুমধুর গান ফুটিত, তরুদেহে কোমল পল্লবরাজি উদ্ভিন্ন ও পুষ্পরাশি বিকশিত হইত, যখন জলে স্থলে ও শূন্য-

দেশে সজীবতা ভিন্ন অন্য কিছুই লক্ষিত হইত না, যখন চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া ধরাকে পুষ্পময়ী বা আনন্দময়ী বলা যাইতে পারিত, তখন তাঁহারা সকলেই হৃদয়ে নববল নবোৎসাহ ও নব নব আনন্দ অনুভব করিতেন। সীতাদেবী তখন কেবল পুষ্পচয়নেই ব্যগ্র থাকিতেন, স্বহস্তরোপিত শিশু বৃক্ষগুলির লালন পালনেই ব্যস্ত থাকিতেন, হরিণশিশুদের সহিত ক্রীড়াতেই মত্ত থাকিতেন, এবং ভর্ত্তার সহিত বন, উপবন, গিরি, নির্ঝর প্রভৃতি দর্শন করিতে সর্ব্বদাই সমুৎসুক হইতেন।

এইরূপ সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যে সেই পঞ্চবটীবনে তাঁহাদের দিন অতিবাহিত হইতেছিল, এমন সময়ে তাঁহাদের একটি গুরুতর বিপৎপাতের উপক্রম হইল। একদিন রামচন্দ্র, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত, নিশ্চিন্তমনে কুটীরে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে শূর্পণখা নাম্নী এক রাক্ষসী সেই অরণ্যে যদৃচ্ছা-ক্রমে পরিভ্রমণ করিতে করিতে তাঁহাদের সমীপস্থ হইল। রাক্ষসী রাম লক্ষ্মণের অলৌকিক রূপলাবণ্যে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাদের মধ্যে একজনকে পতিত্বে বরণ করিতে ইচ্ছা করিল, এবং নির্লজ্জার ন্যায় সীতার সমক্ষেই আপনার ঘৃণিত মনোভাব ব্যক্ত করিল। রামলক্ষ্মণ দুর্ব্বৃত্তার নীচাকাঙ্ক্ষা দর্শন করিয়া তাহার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তখন শূর্পণখা তাঁহাদের ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া ভয়বিহ্বলা সীতাকে ভক্ষণ মানসে মুখব্যাদান পূর্ব্বক বেগে ধাবমান হইল। লক্ষ্মণ রাক্ষসীর এই আচরণ দর্শন করিয়া খড়্গদ্বারা তৎক্ষণাৎ তাহার

নাসাকর্ণ ছেদন করিলেন, কেবল স্ত্রীবধে ঘৃণা বশতঃই প্রাণ নাশ করিলেন না; রাক্ষসী এইরূপে বিরূপা হইয়া যন্ত্রণায় ভীষণ চীৎকার করিতে করিতে সেই স্থান পরিত্যাগ করিল।

শূর্পণখা রাবণ নামে এক প্রবল প্রতাপান্বিত রাক্ষসের ভগিনী। রাবণ লঙ্কাদ্বীপের অধীশ্বর। খরদূষণ নামে দুই ভ্রাতা চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস সৈন্যের সাহায্যে এই দুর্ব্বৃত্তাকে সর্ব্বদা রক্ষা করিত। পঞ্চবটীর অদূরেই জনস্থান নামক প্রদেশে ইহারা বাস করিত, এবং ঋষিগণের আশ্রমে সহসা উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের তপোবিঘ্ন সমুৎপাদন পূর্ব্বক প্রাণ-বিনাশ করিত। শূর্পণখা নাসাকর্ণবিহীন হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে ভ্রাতৃগণের সম্মুখে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিল। রাক্ষ-সেরা শূর্পণখার দুর্দ্দশা দর্শনে ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া রাম-লক্ষ্মণের সহিত ঘোর যুদ্ধ করিল; কিন্তু তাহারা সকলেই রামশরে নিহত হইয়া অনন্ত নিদ্রায় নিমগ্ন হইল।

শূর্পণখা ভ্রাতৃদ্বয়কে সমস্ত সৈন্যের সহিত বনস্থলে নিপা-তিত দেখিয়া লঙ্কায় পলায়ন করিল। রাবণ ভগিনীর মুখে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিবরণ শ্রবণ করিয়া রামকে এই দারুণ অপমানের প্রতিফল দিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইল এবং তদ্দণ্ডেই এক খরবাহিত রথে আরোহণ করিয়া, মারীচ নামা জনৈক মায়াবী রাক্ষসের সহিত, পঞ্চবটী অভিমুখে যাত্রা করিল।

একদিন সীতাদেবী প্রফুল্লচিত্তে আশ্রম সন্নিহিত কদলীবনে ভ্রমণ করিতেছেন এবং কখন কখন কর্ণিকার ও অশোকবৃক্ষ হইতে পুষ্পচয়ন করিয়া আনন্দে নানাবিধ ভূষণ রচনা করিতে-

ছেন। অদূরে রাম লক্ষ্মণ এক বৃহৎ শিলাতলে উপবিষ্ট আছেন। হরিণহরিণীসকল সীতার সন্নিকটে সুকোমল তৃণদল ভক্ষণ করিতেছে, কখনও বা হরিণশিশুগুলি আনন্দে লম্ফন ও কুর্দ্দন করিতে করিতে এক একবার সীতার সন্নিহিত হইতেছে, আবার তৎক্ষণাৎ তড়িদ্বেগে জননীর নিকটে ছুটিয়া যাইতেছে। সীতাদেবী পুষ্পচয়ন করিতে করিতে তাহাদের আনন্দপূর্ণ ক্রীড়া দর্শন পূর্ব্বক মনে মনে কতই আহ্লাদিত হইতেছেন, এবং কখন কখন মৃদুমধুর সম্বোধনে তাহাদিগকে আপনার নিকটে আহ্বান করিতেছেন। সহসা সীতা দেখিলেন যে, মৃগ সকল কোনও কারণে সন্ত্রাসিত হইয়া বেগে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল! তিনি কৌতূহলপরবশ হইয়া ইহার কারণানুসন্ধান করিতে গিয়া সবিস্ময়ে দেখিলেন যে, সুন্দর স্বর্ণচর্ম্ম একটি অপরূপ মৃগ কোথা হইতে আসিয়া তাঁহাদের আশ্রমস্থিত মৃগগণের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছে! সে কখন কদলীবনের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে, কখনও বেগে ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছে, কখনও স্থির হইয়া তৃণপত্র ভক্ষণ করিতেছে, আবার সহসা কোথায় অদৃশ্য হইয়া তৎক্ষণাৎ সীতার নয়নপথে পতিত হইতেছে। সেই অদ্ভুত মৃগ দর্শন করিয়া সীতা হৃষ্টমনে রামকে আহ্বান করিলেন "আর্য্যপুত্র,তুমি শীঘ্র লক্ষ্মণকে লইয়া একবার এখানে আইস।" রাম আহূত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ লক্ষ্মণের সহিত তথায় আগমন করিয়া মৃগকে দর্শন করিলেন। তীক্ষ্ণদৃষ্টি লক্ষ্মণ মৃগকে দেখিয়াই অতিশয় সন্দিহান হইলেন, এবং উহাকে কোন মায়াবী রাক্ষস জানিয়া রামকে সতর্ক করিয়া

দিলেন। জানকী সেই মৃগ দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন; সুতরাং তিনি লক্ষ্মণের বাক্য শুনিয়া তাঁহাকে নিবারণ পূর্ব্বক রামকে কহিলেন 'আর্য্যপুত্র, ঐ সুন্দর মৃগ আমার মনোহরণ করিয়াছে, এক্ষণে তুমি ঐটিকে আনয়ন কর, আমরা উহাকে লইয়া ক্রীড়া করিব। আমাদের এই আশ্রমে বহুসংখ্যক মৃগ ভ্রমণ করিয়া থাকে; তাহারা দেখিতে সুন্দর বটে, কিন্তু তেজ, শান্তস্বভাব ও দীপ্তিতে এইটি যেমন, এরূপ আর কাহাকেও দেখি নাই। এই নানাবর্ণচিত্রিত, শশাঙ্কশোভন, রত্নময় মৃগ আমার নিকট বনবিভাগ আলোকিত করিয়া স্বয়ং শোভিত হইতেছে। আহা, উহার কি রূপ! কি শোভা! কি কণ্ঠস্বর! ঐ অপূর্ব্ব মৃগ যেন আমার মনকে আকর্ষণ করিয়া লইতেছে। তুমি যদি উহাকে জীবন্ত ধরিয়া আনিতে পার, অত্যন্ত বিস্ময়ের হইবে। বনবাসের পর আমরা পুনর্ব্বার রাজ্যলাভ করিলে, এই মৃগ অন্তঃপুরে আমাদের এক শোভার দ্রব্য হইয়া থাকিবে এবং ভরত, তুমি, শ্বশ্রূগণ ও আমি, আমাদের সকলকেই যার পর নাই বিস্মিত করিবে। যদি মৃগ জীবিত থাকিতে তোমার হস্তগত না হয়, তাহা হইলেও উহার রমণীয় চর্ম্ম আমাদের ব্যবহারে আসিতে পারে। আমি তৃণময় আসনে ঐ স্বর্ণের চর্ম্ম আস্তীর্ণ করিয়া উপবিষ্ট হইব। স্বার্থের অভিসন্ধি করিয়া স্বামীকে নিয়োগ করা স্ত্রীলোকের নিতান্ত অসদৃশ, কিন্তু বলিতে কি, ঐ জন্তুর দেহ দেখিয়া আমি অত্যন্তই বিস্মিত হইয়াছি।" (৩।৪৩)

জানকীর এই আগ্রহপূর্ণ প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া রাম অতিশয়

আনন্দিত হইলেন। তিনি লক্ষ্মণকে বলিলেন যে, মৃগ যদি সত্য সত্যই মৃগ হয়, তবে তিনি তাহাকে জীবন্ত ধরিয়া অথবা তাহার মনোহর চর্ম্ম আনিয়া জানকীর প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন। আর সে যদি কোন মায়াবী রাক্ষস হয়, তবে তাহাকে বধ করাই কর্ত্তব্য। এই বলিয়া রাম হস্তে ধনুর্ব্বাণ লইলেন। রাক্ষসগণের সহিত রামের সম্প্রতি বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে, তাই তিনি যাইবার সময় লক্ষ্মণকে জানকীর সহিত কুটীরে সতর্কে অবস্থান করিতে বলিলেন। লক্ষ্মণ জানকীকে কুটীরে একাকিনী রাখিয়া যেন কোথাও গমন না করেন। লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠের আদেশে তৎক্ষণাৎ দেবী জানকীর সহিত কুটীরে প্রবেশ করিলেন।

চর্ম্মের জন্য মৃগকে কেবল বধ করিবার অভিলাষ থাকিলে রাম সেই স্থান হইতেই শরনিক্ষেপ করিয়া তাহার প্রাণ সংহার করিতে পারিতেন। কিন্তু সীতার মনস্তুষ্টির নিমিত্ত তিনি তাহাকে জীবিত অবস্থায় ধরিতে সমুৎসুক হইয়াছিলেন। মৃগ রামকে ধনুর্ব্বাণহস্তে আসিতে দেখিয়া পলায়নপর হইল। কখন সে রামের অতিশয় সন্নিহিত হইয়া তাঁহাকে প্রলোভিত করিল, কখনও বা সহসা বহুদূরে চলিয়া গেল। এইরূপে মৃগের অনুসরণ করিতে করিতে, রাম আশ্রম হইতে বহুদূরে আসিয়া পড়িলেন; তখন কেমন একপ্রকার সন্দেহ আসিয়া তাঁহার মনোরাজ্য অধিকার করিল। তিনি অনতিবিলম্বে ধনুকে এক তীক্ষ্ণ শর যোজনা করিয়া মৃগকে লক্ষ্য করিলেন। শর নিক্ষিপ্ত হইয়া বিদ্যুদ্বেগে মৃগশরীরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র

একটা বিকটাকার রাক্ষস "হা লক্ষ্মণ, হা সীতে" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে ভূমিতলে পড়িয়াই প্রাণত্যাগ করিল। রাম তদ্দর্শনে সহসা স্তম্ভিত হইয়া গেলেন, এবং রাক্ষসের চীৎকার শ্রবণ করিয়া অতিশয় চঞ্চল হইলেন।

সীতা ও লক্ষ্মণ কুটীর মধ্যে উপবিষ্ট হইয়া রামের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, এমন সময়ে এই দারুণ আর্ত্তনাদ তাঁহাদের কর্ণগোচর হইল। পতিপ্রাণা সীতা তৎশ্রবণে অতিশয় ব্যাকুল হইলেন। রামচন্দ্র কোন রাক্ষসের হস্তে পড়িয়া আর্ত্তনাদ করিতেছেন; হায়, তাঁহার কি ভয়ঙ্কর বিপদই উপস্থিত হইয়াছে; তিনি আর্ত্তের ন্যায় ভাই লক্ষ্মণ ও মন্দ-ভাগিনী সীতাকে আহ্বান করিতেছেন। সীতার গণ্ডস্থল অশ্রুজলে ভাসিয়া গেল, তিনি স্থাণুবদ্ধা বন্য-করিণীর ন্যায় সহসা অতিশয় চঞ্চল হইলেন। লক্ষ্মণ সত্বর হউন; লক্ষ্মণ আর্য্যপুত্রকে বিপদ হইতে মুক্ত করুন; লক্ষ্মণ বিলম্ব করিতেছেন কেন? হায়, সীতার অদৃষ্টে যে কত দুঃখই আছে, তাহা কে বলিবে? সীতাকে উন্মত্তার ন্যায় এইরূপে বিলাপ করিতে দেখিয়া বুদ্ধিমান্ লক্ষ্মণ তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন, বলিলেন রামের কোথাও ভয় নাই; রাম আর্ত্তের ন্যায় কখনও এইরূপে চীৎকার করেন না; সংসারে কেহই তাঁহাকে যুদ্ধে পরাজিত করিতে পারে না। কোন মায়াবী রাক্ষস তাঁহাদের অমঙ্গলসাধনের জন্যই তারস্বরে লক্ষ্মণ ও সীতার নাম উচ্চারণ করিতেছে। সীতাদেবী স্থির ও আশ্বস্ত হউন, অধীরা হইলে গুরুতর অনর্থপাতের সম্ভাবনা।

সীতা স্থির ও আশ্বস্ত হইলেন না। লক্ষ্মণের এই অদৃষ্ট-পূর্ব্ব আচরণ দেখিয়া সীতা তাঁহার সাধুতাসম্বন্ধে দারুণ সন্দেহকে মনোমধ্যে প্রশ্রয় দিলেন। হায়, সহস্র সহস্র বৎসর পরেও আজ এই কথা স্মরণ করিতে আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। সীতা স্ত্রীজনোচিত দুর্ব্বলতাবশতঃ স্বামীর আশঙ্কিত বিপৎপাতে একেবারে কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হইয়া সহসা দেবর লক্ষ্মণের গুণগ্রাম ভুলিয়া গেলেন, এবং তাঁহাকে স্বামীর স্নেহশূন্য বৈমাত্রেয় ভ্রাতামাত্র মনে করিয়া অবজ্ঞা করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণকে অবিচলিত ও নিশ্চিন্ত দেখিয়া জানকী রোষারুণনেত্রে কঠোর বাক্যে কহিলেন "নৃশংস, কুলাধম, তুই অতি কুকার্য্য করিতেছিস্, বোধ হয় রামের বিপদ তোর বিশেষ প্রীতিকর হইবে, তন্নিমিত্ত তুই তাঁহার সঙ্কট দেখিয়া ঐরূপ কহিতেছিস্। তোর দ্বারা যে পাপ অনুষ্ঠিত হইবে, ইহা নিতান্ত বিচিত্র নহে; তুই কপট, ক্রূর ও জ্ঞাতিশত্রু। দুষ্ট, এক্ষণে তুই ভরতের নিয়োগে, বা স্বয়ং প্রচ্ছন্নভাবেই হউক, আমাদের সর্ব্বনাশসাধনের জন্য রামের অনুসরণ করিতেছিস্। হায়, না জানি, রামের কি বিপদ উপস্থিত হইল! রামকে দেখিতে না পাইলে, আমি এক্ষণেই প্রাণত্যাগ করিব; নিশ্চয়ই কহিতেছি, আমি রাম বিনা ক্ষণকালও এই পৃথিবীতে জীবিত থাকিব না।"

সুশীল লক্ষ্মণ জানকীর এই রোমহর্ষণ বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধে ও অভিমানে অতিশয় সন্তপ্ত হইলেন, এবং সহসা দৃপ্ত সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। কিন্তু তিনি অতিকষ্টে

আত্মসংযম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন "আর্য্যে, তুমি আমার পরম দেবতা, তোমার বাক্যে প্রত্যুত্তর করি, আমার এরূপ ক্ষমতা নাই। অনুচিত কথা প্রয়োগ করা স্ত্রীলোকের পক্ষে নিতান্ত বিস্ময়ের নহে। যাহা হউক, তোমার এই কঠোর কথা কিছুতেই আমার সহ্য হইতেছে না। ইহা কর্ণ-মধ্যে, তপ্ত নারাচাস্ত্রের ন্যায়, একান্ত ক্লেশকর হইতেছে। বনদেবতারা সাক্ষী আমি তোমায় ন্যায্যই কহিতেছিলাম; কিন্তু তুমি আমার প্রতি যারপরনাই কটূক্তি করিলে। দেবি, যখন তুমি আমাকে এইরূপ আশঙ্কা করিতেছ, তোমায় ধিক্; মৃত্যু একান্তই তোমার সন্নিহিত হইয়াছে। আমি জ্যেষ্ঠের নিয়োগ পালন করিতেছিলাম, তুমি স্ত্রীসুলভ দুষ্টস্বভাবের বশবর্ত্তিনী হইয়াই আমায় ঐরূপ কহিলে। তোমার মঙ্গল হউক; যথায় রাম, আমি সেই স্থানে চলিলাম। যেরূপ ঘোর দুর্নিমিত্তসকল প্রাদুর্ভূত হইতেছে, ইহাতে বস্তুতই আমার মনে নানা আশঙ্কা হয়; এক্ষণে বনদেবতারা তোমায় রক্ষা করুন, আমি রামের সহিত প্রত্যাগমন করিয়া আবার যেন তোমার দর্শন পাই।" (৩।৪৫)

সীতা লক্ষ্মণকে আর কিছু না কহিয়া কেবল রোদন করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া কুপিতমনে রামের নিকট প্রস্থান করিলেন।

মহাবীর লক্ষ্মণ প্রস্থান করিলে, সীতাদেবী রামলক্ষ্মণের আগমন প্রতীক্ষায় অশ্রুপূর্ণলোচনে উৎকণ্ঠিতমনে কুটীরে উপবিষ্ট আছেন, ইত্যবসরে ব্রাহ্মণবেশী এক ভিক্ষুক আসিয়া

তাঁহাদের দ্বারে উপস্থিত হইল। তাহার পরিধান কাষায় বসন, মস্তকে শিখা, বামস্কন্ধে যষ্ঠি ও কমণ্ডলু, হস্তে ছত্র ও চরণে পাদুকা। সে ধীরে ধীরে ভর্ত্তৃশোকার্ত্তা সীতার সন্নিহিত হইয়া উহাঁকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। সীতার বদন-মণ্ডল অশ্রুজলে কলঙ্কিত হইয়া নীহারক্লিষ্ট কমলের ন্যায় শোভা পাইতেছিল; শোকে পরিম্লান হইলেও, তাঁহার দেহ হইতে এক দিব্য জ্যোতি পরিস্ফুট হইতেছিল। ভিক্ষুক সীতার অলৌকিক রূপে বিমুগ্ধ হইয়া নির্লজ্জের ন্যায় তাঁহার সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করিতে লাগিল, এবং তিনি সেই বিপদ-সঙ্কুল ভীষণ অরণ্য আলোকিত করিয়া একাকিনী তথায় বিরাজ করিতেছেন কেন, তাহাও জিজ্ঞাসা করিল। সরলা সীতা ভিক্ষুককে ব্রাহ্মণ মনে করিয়া সংক্ষেপে আপনাদের পরিচয় প্রদান করিলেন, এবং চিন্তায় মন উদ্বিগ্ন থাকিলেও অতিথি-সৎকার করিতে বিস্মৃত হইলেন না। তিনি উহাকে পাদ্য ও আসন প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন "ব্রহ্মণ্, অন্ন প্রস্তুত; এই আসনে উপবেশন করুন, এই পাদোদক গ্রহণ করুন, এবং এই সকল বন্যদ্রব্য সিদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি, আপনি নিশ্চিন্তমনে ভোজন করুন। ভোজনান্তে কিয়ৎকাল বিশ্রাম করুন, এস্থানে অবশ্যই বাস করিতে পাইবেন। আমার স্বামী, ভ্রাতার সহিত, নানাপ্রকার পশু হনন ও পশুমাংস গ্রহণ পূর্ব্বক শীঘ্রই কুটীরে প্রত্যাগমন করিবেন।" (৩।৪৬,৪৭) সীতাদেবী এই প্রকারে ভিক্ষুকের অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং রামলক্ষ্মণের আসিতে বিলম্ব

দেখিয়া উৎকণ্ঠিতমনে বনের দিকে বারম্বার দৃষ্টিসঞ্চালন করিতে লাগিলেন; কিন্তু তিনি আকুলমনে হতাশহৃদয়ে দেখিলেন যে, ভ্রাতৃযুগলের শীঘ্র প্রত্যাগমনের কোথাও কোনও লক্ষণ নাই, কেবলমাত্র দিগন্তপ্রসারী শ্যামলবন মধ্যে মধ্যে বায়ুবেগে আন্দোলিত হইয়া বিষাদভরেই যেন উচ্ছ্বসিত হইতেছে।

সীতাদেবী ভিক্ষুকের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, দুষ্ট সাহসভরে দারুণবাক্যে আপনার পরিচয় প্রদান করিল। সে কহিল "জানকি, যাহার প্রতাপে দেবাসুরমনুষ্য শঙ্কিত হয়, আমি সেই রাক্ষসাধিপতি রাবণ।" এই বলিয়া সে আপনার গুণকীর্ত্তন ও রামের দোষ বর্ণন করিতে লাগিল এবং স্বীয় প্রতাপ ও ঐশ্বর্য্যের বিস্তর প্রশংসা করিয়া পরিশেষে সীতাকে তাহার সহিত লঙ্কাতে গমন করিতে অনুরোধ করিল।

রাবণের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিস্ময়বিমূঢ়া সীতা সিংহীর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। সহসা তাঁহার মূর্ত্তি অগ্নিময়ী, হস্ত মুষ্টিবদ্ধ, চক্ষু ভ্রূকুটিসম্পন্ন, নাসা বিস্ফারিত, দেহ দীর্ঘায়ত ও কেশপাশ আলুলায়িত হইল। ক্রোধে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ বিকম্পিত হইতে লাগিল। তিনি রোষভরে কিয়ৎক্ষণ বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে সমর্থ হইলেন না, পরে দুরাকাঙ্ক্ষ রাবণের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন পূর্ব্বক কঠোরবাক্যে তাহাকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে বলিলেন "দুরাত্মন্, তুই আর কিয়ৎকাল অপেক্ষা কর্, এখনই ধনুর্ব্বাণধারী রামচন্দ্র বীর লক্ষ্মণের সহিত উপস্থিত হইয়া, তোর উপযুক্ত দণ্ডবিধান করিবেন। রে পামর, তুই নীচ, জঘন্যচরিত্র ও পাপাচারী।

আমাকে স্পর্শ করিলে, তুই সবংশে ধ্বংস হইবি। কাপুরুষ, তুই আমাকে একাকিনী দেখিয়া কুবাক্য কহিতেছিস্, কিন্তু দেখিতেছি রামের হস্তে তোর আর রক্ষা নাই।" (৩।৪৭)

অগ্নিমূর্ত্তি সীতা দুরাত্মা রাবণের প্রতি এইরূপ কঠোর বাক্যবাণ বর্ষণ করিয়া ভীমরূপ ধারণ করিলেন। সে ভীষণ রূপ দর্শনে পামর রাবণেরও হৃৎকম্প হইল। দুর্ব্বৃত্ত রাবণ সীতার প্রতিকূলভাব অবলোকন করিয়া তাঁহাকে বলপূর্ব্বক অপহরণ করিবার ইচ্ছা করিল, এবং তদ্দণ্ডেই নিরীহ ভিক্ষুক-বেশ পরিত্যাগ করিয়া ভয়ঙ্কর রাক্ষসরূপ পরিগ্রহ করিল। সীতা রাবণকে দেখিয়া বাত্যাতাড়িতা কদলীর ন্যায় বিকম্পিত হইতে লাগিলেন এবং চক্ষে চতুর্দ্দিকে অন্ধকার দেখিলেন। রাবণ ক্রোধকষায়িতলোচনে সীতার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বলপূর্ব্বক বামহস্তে তাঁহার কেশ ও দক্ষিণহস্তে তাঁহার পদ-যুগল ধারণ বরিল; সহসা এক খরবাহিত রথ কুটীরেব সন্নিহিত হইল। সীতাদেবী রাবণকর্ত্তৃক এইরূপে আক্রান্ত হইবামাত্র তাহার পাপ হস্তবন্ধন হইতে মুক্তিলাভের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু দুর্ব্বৃত্ত ঘোরতর তর্জ্জন গর্জ্জন দ্বারা সীতাকে ভয় প্রদর্শন করিয়া রথে আরোহণ করিল। মন্দ-ভাগিনী সীতা এই অসম্ভাবিত বিপদে অতিমাত্র কাতর হইয়া দূর অরণ্যগত রামকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতে লাগিলেন, এবং চীৎকার ও বিলাপধ্বনিতে গগনমণ্ডল পরিপূর্ণ করিলেন। বৃক্ষলতা নিস্পন্দ হইল, মৃগসকল চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল; সর্ব্বস্থল যেন প্রগাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন, বায়ু

যেন নিশ্চল এবং সূর্য্যও যেন প্রভাশূন্য হইল। চতুর্দ্দিক্ হইতে এক হাহাকারধ্বনি শ্রুতিগোচর হইল, এবং ধরিত্রী যেন ঘন ঘন বিকম্পিত হইতে লাগিল। রামের সহধর্ম্মিণী সীতাদেবী রাক্ষসকর্ত্তৃক অপহৃত হইতেছেন, ধর্ম্ম অধর্ম্মকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইতেছে, পাপ পুণ্যকে দলন করিতেছে। হায় সংসারে আর ধর্ম্ম নাই; জগৎ হইতে সত্যলোপ হইল, এবং সরলতা ও দয়ার নামও আর কোথাও রহিল না। সীতাদেবী রাবণের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভের নিমিত্ত, গরুড়কবলিতা ভুজঙ্গীর ন্যায়, বারম্বার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু দুরন্ত রাক্ষস তাঁহাকে লইয়া সহসা আকাশপথে উত্থিত হইল। জানকী ইতঃপূর্ব্বে তাহার একমাত্র রক্ষক দেবর লক্ষ্মণকে অন্যায় কটূক্তি করিয়া রামের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, সেই কারণে তাঁহার দারুণ মনস্তাপ উপস্থিত হইল। তিনি আর কাহাকেও পরিত্রাতা না দেখিয়া নৈরাশ্যের প্রগাঢ় তিমিরগর্ভে নিমজ্জিত হইলেন, এবং শোকে বিহ্বল হইয়া বিলাপ ও স্থাবরজঙ্গমকে উন্মত্তার ন্যায় সম্বোধন করিতে লাগিলেন ;—"হা গুরুবৎসল লক্ষ্মণ, কামরূপী রাক্ষস আমায় লইয়া যায়, তুমি তাহা জানিতে পারিলে না। হা রাম, ধর্ম্মের জন্য সমস্তই ত্যাগ করিয়াছ, রাক্ষস বলপূর্ব্বক আমায় লইয়া যায়, তুমি দেখিতে পাইলে না। বীর, তুমি দুর্ব্বৃত্ত-দিগের শিক্ষক, এই দুরাত্মাকে কেন শাসন করিতেছ না। রে রাক্ষসকুলাধম রাবণ, তুই মৃত্যুমোহে মুগ্ধ হইয়া এই কুকার্য্য করিলি, এক্ষণে রামের হস্তে প্রাণান্তকর ঘোরতর বিপদ দর্শন কর্। হায়, ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষী রামের ধর্ম্মপত্নীকে রাক্ষসে অপহরণ

করিয়া লইয়া যায়, কেহ কি তাহাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইল না ? হায়, এতদিনে কৈকেয়ীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল ; এতদিনে আমরা স্বজনগণের সহিত বিনষ্ট হইলাম। হা জনস্থান, তোমাকে নমস্কার করি ; পুষ্পিত কর্ণিকার সকল তোমাদিগকে অভিবাদন করি ; রাবণ সীতাকে অপহরণ করিতেছে, তোমরা শীঘ্রই রামকে এই কথা বল। পুণ্যসলিলে গোদাবরি, তোমায় বন্দনা করি, রাবণ সীতাকে অপহরণ করিয়া পলাইতেছে, তুমি শীঘ্রই রামকে এই কথা বল। অরণ্যের দেবতাদিগকে অভিবাদন করি, রাবণ সীতাকে অপহরণ করিতেছে, তোমরা শীঘ্রই রামকে এই কথা বল। এইস্থানে যে কোন জীবজন্তু আছ, সকলেরই শরণাপন্ন হইতেছি, রাবণ তোমার প্রাণাধিকা সীতাকে অপহরণ করিতেছে, তোমরা শীঘ্রই রামকে এই কথা বল। হায়, যমও যদি লইয়া যায়, যদি ইহলোক হইতেও অন্তর্হিত হই, সেই মহাবীর জানিতে পারিলে নিজবিক্রমে নিশ্চয়ই আমায় আনয়ন করিবেন। হা তাত জটায়ু, দেখ, এই দুরাত্মা রাক্ষস আমায় অনাথার ন্যায় লইয়া যাইতেছে, ইহার হস্তে অস্ত্রশস্ত্র রহিয়াছে, তুমি কি ইহাকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইবে ? এক্ষণে, রাম ও লক্ষ্মণ যাহাতে এই বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারেন, তুমি তাহাই করিও।” (৩।৪৯)

জটায়ু নামে এক বিহগরাজ আশ্রমের অনতিদূরে বাস করিতেন। তিনি রামচন্দ্রের অতিশয় শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। সহসা সীতার এই হৃদয়বিদারী বিলাপ শ্রবণ পূর্ব্বক জটায়ু ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন যে, রাক্ষসাধম রাবণ

রামের বনিতা সীতাদেবীকে অপহরণ করিয়া শূন্যমার্গে পলায়ন করিতেছে। বিহগরাজ তৎক্ষণাৎ আকাশে উড্ডীন হইয়া রাবণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন, নখর ও চঞ্চু-প্রহারে তাহার দেহ ক্ষতবিক্ষত এবং পদাঘাতে তাহার রথ চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিলেন। রাবণ সীতাকে ভূমিতলে স্থাপন করিয়া জটায়ুকে তীক্ষ্ণ শর দ্বারা নিপীড়িত করিতে লাগিল, এবং বহুক্ষণ যুদ্ধের পর খড়্গ দ্বারা পক্ষদ্বয় ছিন্ন করিয়া তাঁহাকে মৃতপ্রায় করিয়া দিল। বিহগরাজ সীতাকে রক্ষা করিতে গিয়া মরণাপন্ন হইলেন, ইহা দেখিয়া মন্দভাগিনী জানকী বিলাপ করিতে করিতে এক লতাকে হস্ত দ্বারা দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন করিলেন। দুরন্ত রাক্ষস ক্রোধে সীতাকে লতা হইতে আচ্ছিন্ন করিয়া আবার আকাশপথে পলায়নপ্রবৃত্ত হইল। সীতাদেবী নিরুপায় হইয়া রোদন করিতে করিতে আপনার অঙ্গ হইতে অলঙ্কারসকল চতুর্দ্দিকে নিক্ষিপ্ত এবং "হা রাম, হা লক্ষ্মণ" এই আর্ত্তনাদসম্বলিত করুণ ক্রন্দনধ্বনিতে বায়ুমণ্ডল মুখরিত করিতে লাগিলেন। তিনি রাবণকে কখনও অনুনয় বিনয়, কখনও কটূক্তি ও ভৎর্সনা করিয়া মুক্তিপথ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাবণ তাঁহার বাক্যে কিছুমাত্র কর্ণপাত করিল না। অনন্তর শোকাকুলা সীতাদেবী এক পর্ব্বতের উপরিভাগে পাঁচটি বানরকে নিরীক্ষণ করিয়া, উহারা রামকে বলিবে এই প্রত্যাশায়, উহাদের মধ্যে কিয়দংশ কনকবর্ণ কৌশেয় বস্ত্র, উত্তরীয়খণ্ড এবং উৎকৃষ্ট অলঙ্কারসকল নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু রাবণ গমনত্বরানিবন্ধন ইহার কিছুই জানিতে

পারিল না। বানরেরা সবিস্ময়ে ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া এক রোরুদ্যমানা কামিনীকে দেখিতে পাইল।

রাবণ তড়িদ্বেগে লঙ্কাভিমুখে গমন করিতে লাগিল এবং মুহূর্ত্তকাল মধ্যে সাগর অতিক্রম করিয়া তথায় উপস্থিত হইল। দুরাত্মা একেবারে অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়া তন্মধ্যে ভয়বিহ্বলা সীতাকে রক্ষা করিল। সীতা আপনার দুরবস্থা সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া অসহায়ার ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। রাবণ লঙ্কাতে আসিয়াই ঘোরদর্শন রাক্ষসীগণের হস্তে সীতাকে সমর্পণ করিল এবং তাঁহার সমুচিত রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কঠোর আদেশ প্রদান করিল। সীতার যাহা প্রয়োজন হইবে, রাক্ষসীরা যেন তৎক্ষণাৎ তাহা আনয়ন করে, এবং কেহ যেন ভ্রমেও সীতার প্রতি কোন রূঢ় বাক্য প্রয়োগ না করে।

রাবণ এইরূপ আজ্ঞা প্রদান করিয়া আটজন মহাবল রাক্ষসকে রামলক্ষ্মণের প্রাণনাশ করিতে জনস্থানে প্রেরণ করিল এবং কিয়ৎক্ষণ পরে সীতার মনস্তুষ্টিসাধনের নিমিত্ত পুনর্ব্বার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া সেই রাক্ষসীরক্ষিতা অনাথিনীকে আপনার ধনৈশ্বর্য্য দেখাইতে লাগিল। সীতাদেবী রাক্ষসাধমকে দেখিয়াই তাহার ও আপনার মধ্যে একটি তৃণ ব্যবধান রাখিলেন, এবং তাহার বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া কেবল প্রবলবেগে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে রাবণ সীতাকে সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল এবং ক্ষীণপ্রাণ রামের দোষ ও অক্ষমতাপ্রদর্শন এবং আপনার গুণ, সৌন্দর্য্য

ও ঐশ্বর্য্যাদি কীর্ত্তন করিয়া তাঁহার মনোহরণ করিবার প্রয়াস পাইতে লাগিল।

পতিপরায়ণা সীতাদেবী পতিনিন্দা শ্রবণ পূর্ব্বক সেই শক্রগৃহেই কালভুজঙ্গীর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া রাবণের প্রতি যৎপরোনাস্তি তিরস্কার ও অপমানসূচক বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন এবং রাবণের ভয়প্রদর্শনে কিছুমাত্র ভীতা না হইয়া বলিলেন "দেখ্, তুই বধ বা বন্ধন কর্, কিছুতেই আমাকে বশীভূত করিতে পারিবি না। আমি জগতে অসতীরূপ অপবাদ রাখিব না। আমি ধর্ম্মশীল রামের ধর্ম্মপত্নী, তুই পাপী হইয়া কখনই আমায় স্পর্শ করিতে পারিবি না।" (৩।৫৬)

রাবণ সীতার অনন্যপরায়ণতা দেখিয়া ক্রোধে অধীর হইল। সে সীতাকে তখন বশতাপন্ন করা অসম্ভব বিবেচনা করিয়া মনে করিল যে, এই দুষ্টাকে কখনও ভয়প্রদর্শন এবং কখনও বা প্রবোধ বাক্যদ্বারা, বন্যকরিণীর ন্যায়, বশীভূত করিতে হইবে। এইরূপ চিন্তা করিয়া রাক্ষস সীতাকে ভয়প্রদর্শনপূর্ব্বক কহিল "সীতে, শুন, আমি আর দ্বাদশ মাস প্রতীক্ষা করিব। তুমি যদি এই সময়ের মধ্যে আমার প্রতি অনুকূল না হও, তবে পাচকেরা তোমাকে প্রাতর্ভোজনের জন্য খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিবে।" (৩।৫৬) এই বলিয়া রাবণ বৃক্ষলতাশোভিত বিহঙ্গমপরিপূর্ণ মনোহর অশোককাননে সীতাকে লইয়া যাইতে রাক্ষসীগণের প্রতি আদেশ প্রদান করিল। সীতাও ভয়শোকে বিহ্বল হইয়া রামলক্ষ্মণের চিন্তায় সেই অশোককাননে জীবন্মৃতার ন্যায় দিনযাপন করিতে লাগিলেন।

অষ্টম অধ্যায়।

——00——

মারীচ রামের স্বর অনুকরণ পূর্ব্বক আর্ত্তের ন্যায় সীতা ও লক্ষ্মণের নাম উচ্চারণ করিয়া গতাসু হইলে, রামের বীর-হৃদয় সহসা বিকম্পিত হইল। নানাপ্রকার ভয় ও দুর্ভাবনা আসিয়া তাঁহার চিত্তকে অতিশয় চঞ্চল করিল। রামের যেন কোন গুরুতর বিপদ আসন্ন হইয়াছে। রাক্ষসের এই ভয়ঙ্কর আর্ত্তনাদ শ্রবণ পূর্ব্বক লক্ষ্মণ ত সীতাকে কুটীরে একাকিনী রাখিয়া আসিবেন না? সুবুদ্ধি লক্ষ্মণও কি রামের ন্যায় রাক্ষসের মায়ায় বিমুগ্ধ হইবেন? দুরাত্মা রাক্ষসেরা রাম লক্ষ্মণ ও সীতার সর্ব্বনাশসাধনের নিমিত্তই যে এই মায়াজাল বিস্তার করিয়াছে, তদ্বিষয়ে রামের আর কোনই সন্দেহ রহিল না। তিনি সীতার নিমিত্ত অতিশয় ব্যাকুল হইলেন, এবং মনোমধ্যে নানাপ্রকার আশঙ্কা করিতে করিতে দ্রুতপদে কুটীরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত, ও চরণ-যুগল ত্বরানিবন্ধন স্খলিত হইতে লাগিল। পথি মধ্যে ঘোর দুর্নিমিত্তসকল প্রাদুর্ভূত হইতে দেখিয়া তিনি আরও চঞ্চল হইলেন; পৃথিবী তাঁহার চক্ষে যেন ঘূর্ণ্যমান হইতে লাগিল এবং চতুর্দ্দিক্ যেন তমোজালে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। হায়, রামের আনন্দদায়িনী পত্যনুরাগিণী জনকনন্দিনীর কি কোন বিপদ

উপস্থিত হইয়াছে? লক্ষ্মণ কি তাঁহাকে একাকিনী রাখিয়া কুটীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছেন? রামচন্দ্র এইরূপ আশঙ্কা করিতে করিতে ব্যগ্রতাসহকারে গমন করিতেছেন এমন সময়ে সহসা লক্ষ্মণকে সম্মুখে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন! তাঁহার মস্তক বিঘূর্ণিত, তালু বিশুষ্ক ও কণ্ঠ রুদ্ধপ্রায় হইল। তিনি কোনও প্রকারে সীতার কুশলপ্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু লক্ষ্মণ তাঁহাকে কুটীরে একাকিনী রাখিয়া আসিয়াছেন, ইহা শ্রবণমাত্র শোকে ও চিন্তায় অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। রাম দুঃখাবেগে লক্ষ্মণকে কহিলেন "বৎস, আমি যখন তোমাকে বিশ্বাস করিয়া বনমধ্যে জানকীকে রাখিয়া আসিলাম, তখন তুমি কি জন্য তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া এখানে আগমন করিলে? না জানি, এক্ষণে কি দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকিবে! হয়ত সীতা অপহৃত হইয়াছেন কিম্বা অরণ্যচারী রাক্ষসেরা তাঁহাকে ভক্ষণ করিয়াছে! লক্ষ্মণ, যদি সেই সুশীলা জানকী জীবিত থাকেন, তবে আমি পুনরায় আশ্রমে যাইব; আর যদি তাঁহার মৃত্যু হইয়া থাকে, তবে আমিও প্রাণত্যাগ করিব। তিনি আমাকে উপস্থিত দেখিয়া, হাস্যমুখে বাক্যালাপ না করিলে আমি কি প্রকারে জীবনধারণ করিতে সমর্থ হইব?" লক্ষ্মণ রামকে একান্ত শোকাকুল দেখিয়া কহিলেন "আর্য্য, আমি আপন ইচ্ছায় সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া এখানে আসি নাই।" এই বলিয়া তিনি অগ্রজকে আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ জ্ঞাপন করিলেন। সীতার ক্রোধবাক্যে লক্ষ্মণ আশ্রম হইতে নির্গত হইয়া রামের নিকট আগমন করিয়াছেন, ইহা শ্রবণ

করিয়া রাম বিস্তর পরিতাপ করিতে করিতে বলিলেন "ভাই, সীতার নিয়োগে আমার আদেশ লঙ্ঘন করা তোমার সম্পূর্ণই নীতিবিরুদ্ধ হইয়াছে।" এইরূপ কথোপকথন কবিতে করিতে ভ্রাতৃযুগল উৎকণ্ঠিতমনে কুটীরসন্নিধানে উপনীত হইলেন। দূর হইতে আশ্রমকে শ্রীহীন দেখিয়া রামের আশঙ্কা পরিবর্দ্ধিত হইল। তিনি ত্বরিতপদে চিন্তাকুলচিত্তে কুটীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তন্মধ্যে জানকী নাই। জানকী নাই! তবে কি রামের যাহা আশঙ্কা তাহাই সত্য হইল? রাম বিশ্ব অন্ধকারময় দেখিলেন, এবং সহসা অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। জানকী তবে কোথায় গিয়াছেন? রামচন্দ্র লক্ষ্মণের সহিত উদ্বিগ্নমনে আশ্রমেব চতুর্দ্দিকে সীতাব অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু তাঁহাকে কোথাও দেখিতে পাইলেন না। তখন রাম কাতরস্বরে হতাশহৃদয়ে একবার সীতাকে সম্বোধন করিয়া ডাকিলেন। সেই প্রশান্ত অরণ্যমধ্যে রামের কণ্ঠস্বর বায়ুরাশির সহিত তরঙ্গায়িত হইতে হইতে অদূরে কন্দরে কন্দরে প্রতিধ্বনিত হইল, কিন্তু কোন স্থান হইতে কোনও প্রত্যুত্তর আসিল না। কেবলমাত্র সেই কাতর কণ্ঠস্বর শ্রবণে চকিত হরিণহরিণী সকল একবার রামের দিকে দীনভাবে দৃষ্টিপাত করিল এবং তরুরাজি যেন বিষাদভরেই একবার উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। মুহূর্ত্তমধ্যে আবাব সব নীরব ও নিস্পন্দ, যেন স্থাবর জঙ্গম সকলেই শোকে অবসন্ন হইয়াছে। রাম মনের উদ্বেগ আর সহ্য কবিতে সমর্থ হইলেন না; "ভাই রে লক্ষ্মণ" এই কথা উচ্চারণ করিয়াই তিনি ভূমিতলে মূর্চ্ছিত

হইয়া পড়িলেন। লক্ষ্মণ তাঁহার চেতনা সম্পাদন করিয়া তাঁহাকে প্রবোধবচনে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। দেবী জানকী কুটীরে নাই বটে, কিন্তু সম্ভবতঃ তিনি কোথাও পুষ্পচয়ন করিতে গিয়াছেন; "অদূরে কন্দরশোভিত গিরিবর রহিয়াছে; অরণ্যপর্য্যটন জানকীর একান্তই প্রিয়, হয়ত তিনি বনে গিয়াছেন," (৩৷৬১) কিম্বা কুসুমিত সরোবরে ও বেতসাচ্ছন্ন নদীতে গমন করিয়াছেন, অথবা তাঁহারা কি প্রকার অনুসন্ধান করেন, ইহা জানিবার আশয়ে ভয়প্রদর্শনের জন্যই কোথাও প্রচ্ছন্ন রহিয়াছেন। আর্য্য শোক পরিত্যাগ করিয়া শান্ত হউন, তাঁহারা উভয়ে সর্ব্বত্রই সীতার অনুসন্ধান করিবেন।

রাম শোকে উন্মত্ত হইয়া লক্ষ্মণের সহিত সীতার অন্বেষণে বহির্গত হইলেন। তিনি যাইতে যাইতে বৃক্ষ লতা পশু পক্ষী যাহাকেই সম্মুখে দেখেন, উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে তাহাকেই সীতার সংবাদ জিজ্ঞাসা করেন;—"হে কদম্ব, আমার সীতা তোমায় অতিশয় প্রীতি করেন, তুমি যদি তাঁহাকে দেখিয়া থাক ত বল। করবীর, তুমি কৃশাঙ্গী জানকীর অতিশয় স্নেহের পাত্র, তিনি জীবিত আছেন কি না বল। তিলক, তুমি বৃক্ষপ্রধান, ভ্রমরেরা তোমার চতুর্দ্দিকে গুঞ্জন করিতেছে, তুমি জানকীর বিশেষ আদরের বস্তু, তিনি কোথায় গিয়াছেন তাহা কি অবগত আছ? হে অশোক, শোকনাশক, আমি শোকভরে হতচেতন হইয়াছি, এক্ষণে তুমি জানকীকে দেখাইয়া আমার শোক নষ্ট কর। কর্ণিকার, তুমি কুসুমিত হইয়া অত্যন্ত শোভিত হইতেছ,

সুশীলা জানকী তোমাতে একান্ত অনুরক্ত, এক্ষণে তুমি যদি তাঁহাকে দেখিয়া থাক ত বল। হে মৃগ তুমি মৃগনয়না জানকীকে অবশ্যই জান, এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি তিনি কি মৃগীগণের সহিত অরণ্যে বিচরণ করিতেছেন? মাতঙ্গ, বোধ হয় আমার জানকী তোমার পরিচিত, এক্ষণে তুমি যদি তাঁহাকে দেখিয়া থাক ত বল।" (৩।৬০) রাম অরণ্যমধ্যে ভ্রান্ত ও উন্মত্তবৎ এইরূপে সকলকেই সীতার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহাকে কোন উত্তর প্রদান করিল না। সহসা তাঁহার বিষম ভ্রান্তি উপস্থিত হইল। তিনি মনে করিলেন যেন জানকী একবার তাঁহার নয়নগোচর হইয়া পরিহাসচ্ছলে আবার বৃক্ষের অন্তরালে লুক্কায়িত হইতেছেন। তাই তিনি সেই মনঃকল্পিতা সীতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "কমললোচনে, তুমি কি কারণে ধাবমান হইতেছ? এই যে তোমায় দেখিতে পাইলাম! তুমি বৃক্ষের অন্তরাল হইতে কেন আমার বাক্যের উত্তর দিতেছ না? একবার স্থির হও, এক্ষণে নিতান্তই নির্দ্দয় হইয়াছ। তুমি ত পুর্ব্বে এইরূপ পরিহাস করিতে না, তবে কি জন্য আমাকে উপেক্ষা করিতেছ? জানকি, আমি তোমাকে পীতবর্ণ পট্টবসনে চিনিয়াছি, তুমি দ্রুতপদে যাইতেছ, তাহাও দেখিয়াছি, তোমার অন্তরে যদি স্নেহসঞ্চার থাকে, তবে থাম, আর যাইও না। জানকি, আমি একান্ত দুঃখিত হইয়াছি, শীঘ্রই আমার নিকটে আইস। তুমি যে সকল সরল মৃগশিশুর সহিত ক্রীড়া করিতে, ঐ দেখ তাহারা তোমার বিরহে সজলনয়নে চিন্তা করিতেছে।" (৩।৬০,৬১)

কিয়ৎক্ষণ পরে রাম আপনার ভ্রান্তি বুঝিতে পারিলেন। সীতাকে কেহ হরণ বা ভক্ষণ করিয়াছে, এই চিন্তাই আবার তাঁহার মনে বলবতী হইল। তিনি লক্ষ্মণকে "ভাই, আমার জানকী নাই, আমি আর বাঁচিব না" এই কথাগুলি বলিয়া শোকে অতিশয় অবসন্ন ও মুহূর্ত্তকাল বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। লক্ষ্মণ তাঁহাকে নানাপ্রকারে প্রবোধিত করিতে লাগিলেন, কিন্তু রাম তাঁহার বাক্য অনাদর করিয়া সীতার জন্য অজস্র বাস্পবারি বিমোচন পূর্ব্বক কাতরকণ্ঠে বিলাপ করিতে লাগিলেন।

ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ রামকে অতি কষ্টে আশ্বস্ত করিয়া উভয়ে আবার বনে, উপবনে, সরোবরে গোদাবরীতীরে এবং সীতার সমস্ত গন্তব্যস্থানেই তাঁহাকে যত্নসহকারে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোথাও তাঁহার দর্শন পাইলেন না। রাম উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে সরিদ্বরা গোদাবরী ও পর্ব্বতশ্রেণীকে সীতার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু কেহই কোন উত্তর প্রদান করিল না। তদ্দর্শনে তিনি রোষে প্রজ্বলিত হইয়া যেন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে ধ্বংস করিবার নিমিত্তই কটিতটে বল্কল ও চর্ম্ম পরিবেষ্টন এবং মস্তকে জটাভার বন্ধন করিলেন। তাঁহার নেত্র আরক্ত হইয়া উঠিল এবং ওষ্ঠ কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি শরাসন গ্রহণ ও সুদৃঢ় মুষ্টিদ্বারা তাহা ধারণ করিয়া, তাহাতে এক প্রদীপ্ত শর সন্ধান করিলেন। লক্ষ্মণ তাঁহার এই রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া মৃদুবচনে নানাপ্রকার যুক্তিপ্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহার ক্রোধশান্তি করিলেন।

রাম লক্ষ্মণের বাক্যে স্থির হইয়া সীতার অন্বেষণার্থ পুনর্ব্বার নানাস্থানে ভ্রমণ করিলেন এবং একস্থলে রুধিরাক্ত জটায়ুকে দেখিয়া তাঁহাকেই সীতার হন্তা মনে করিলেন। তিনি তীক্ষ্ণশরদ্বারা জটায়ুর প্রাণবিনাশে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময়ে আসন্নমৃত্যু বিহগরাজ তাঁহাকে নিবারণ করিয়া সীতাহরণসংক্রান্ত সমস্ত বিবরণ অতিশয় কষ্টে নিবেদন করিলেন। রাবণ সীতাকে একাকিনী পাইয়া অপহরণ করিয়া পলাইতেছিল, জটায়ু তদ্দর্শনে সীতার রক্ষার্থ প্রাণপণ করিয়া দুরাত্মা রাক্ষসের সাংগ্রামিক রথ সারথি ও ছত্র প্রভৃতি সমস্ত দ্রব্যই বিনষ্ট করিয়াছেন। কিন্তু দুর্ব্বৃত্ত রাবণ তাঁহাকে ছিন্নপক্ষ ও শরবিদ্ধ করিয়া আকাশপথে সীতাকে লইয়া পলায়ন করিয়াছে। জটায়ু রামের আগমনকাল পর্য্যন্ত কষ্টে জীবন রক্ষা করিতেছিলেন, এক্ষণে তাঁহাকে সীতার সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া সফেন শোণিত উদগার করিতে করিতে গতাসু হইলেন।

রাম হিতাকাঙ্ক্ষী জটায়ুর মৃত্যুশোকে অধিকতর কাতর হইয়া লক্ষ্মণের সাহায্যে এক চিতা প্রস্তুত করিলেন, এবং তদুপরি তাঁহাকে আরোপণ করিয়া তাঁহার অগ্নিক্রিয়া সমাধা করিলেন। অনন্তর গোদাবরী জলে তাঁহারা স্নান তর্পণ করিয়া সীতার অন্বেষণে দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতে তাঁহারা এক গহন বনে প্রবিষ্ট হইলেন। এই বনের নাম ক্রৌঞ্চারণ্য। তাঁহারা যত্নসহকারে এই অরণ্যে সীতার অন্বেষণ করিলেন, কিন্তু কোথাও তাঁহার দর্শন পাইলেন না। অনতিদূরে মতঙ্গাশ্রম নামে এক নিবিড়

বন ; রাম লক্ষ্মণ সীতার অন্বেষণার্থ তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া এক অভিনব বিপজ্জালে জড়িত হইলেন। কবন্ধ নামা এক দীর্ঘ-বাহু রাক্ষস তাঁহাদিগকে দেখিয়া তাঁহাদের সুকোমল মাংসে উদরপূরণের বাসনা করিল। তাহার বিকৃত আকার ও ভীষণ মূর্ত্তি। সে শোকসন্তপ্ত ভ্রাতৃযুগলকে বাহুদ্বারা অনায়াসে গ্রহণ করিয়া নিপীড়িত করিতে লাগিল। সুকুমার লক্ষ্মণ রাক্ষসের হস্তে বিবশ হইয়া কাতরোক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে রাম তাঁহাকে উৎসাহ প্রদান করিতে লাগিলেন, এবং উভয়ে বীরোচিত সাহস প্রদর্শন করিয়া রাক্ষসের বাহুদ্বয় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। কবন্ধ মেঘবৎ গম্ভীর রবে দিগন্ত প্রতি-ধ্বনিত করিয়া শোণিতলিপ্তদেহে ভূমিতলে পতিত হইল, এবং মৃত্যু আসন্ন দেখিয়া রাম লক্ষ্মণের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। কবন্ধ তাঁহাদের পরিচয় প্রাপ্ত ও রাবণকর্তৃক সীতাহরণসংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া তাঁহাদিগকে ঋষ্যমূক পর্ব্বতে সুগ্রীব নামা বানর প্রধানের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিতে উপদেশ প্রদান করিল, এবং ঋষ্যমূক যাইবার পথ প্রদর্শন করিয়া অল্পক্ষণমধ্যেই প্রাণত্যাগ করিল। মৃত্যুকালে কবন্ধের প্রার্থনানুসারে, রামলক্ষ্মণ করিশুণ্ডভগ্ন শুষ্ককাষ্ঠ দ্বারা এক চিতা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে তাঁহার দেহ দগ্ধ করিলেন, এবং পুনর্ব্বার অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক নিঃশঙ্কমনে ঋষ্যমূকপর্ব্বতো-দ্দেশে গমন করিতে লাগিলেন। ভ্রাতৃযুগলে কত যে মনোহর বন ও ভীষণ অরণ্য অতিক্রম করিলেন, তাহার সংখ্যা নাই। এক পর্ব্বতপৃষ্ঠে নিশা যাপন করিয়া তাঁহারা পরদিন প্রাতঃ-

কালে পম্পাসরোবরের পশ্চিমতটে উপনীত হইলেন। অদূরে তাপসী শবরীর আশ্রম ছিল; রামলক্ষ্মণ তাপসীর সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে দর্শন পূর্ব্বক বিমল আনন্দ অনুভব করিলেন। তাপসীও তাঁহাদের শুভাগমনে আপনাকে ধন্যা মনে করিলেন, এবং সেই মনোহর আশ্রমের যে যে স্থলে শুদ্ধসত্ত্ব মহর্ষিগণ মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক জ্বলন্ত অনলে পবিত্র দেহ পঞ্জর আহুতিপ্রদান করিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহাদিগকে দর্শন করাইলেন। অনন্তর সেই চীরচর্ম্মধারিণী জটিলা শবরী পৃথিবীতে আপনার অবস্থানকাল শেষপ্রায় জানিয়া রামের সম্মুখেই অগ্নিকুণ্ডে নিজ দেহ ভস্মীভূত করিলেন। তাপসী স্বর্গারোহণ করিলে, রাম লক্ষ্মণ সেই স্থান হইতে মনোরম পম্পাতটে উপনীত হইলেন, এবং তাহার বিচিত্র শোভা দেখিয়া পুলকিত হইতে লাগিলেন। পম্পার স্ফটিকবৎ স্বচ্ছ-সলিলে কমলদল বিকশিত রহিয়াছে; কোথাও কর্দ্দম নাই, সর্ব্বত্রই কোমল বালুকাকণা, জলমধ্যে মৎস্য কচ্ছপেরা নিবিড় ভাবে সঞ্চরণ করিতেছে। উহাব কোন স্থান কহ্লারে তাম্রবর্ণ, কোন স্থান কুমুদে শ্বেতবর্ণ, এবং কোন স্থান কুবলয় সমূহে নীলবর্ণ। উহার তীরভূমি তিলক অশোক বকুল প্রভৃতি বৃক্ষ রাজিতে পরিশোভিত; কোথাও কুসুমিত আম্রবন, কোথাও সুরম্য উপবন, কোথাও লতা সকল বৃক্ষকে বেষ্টন করিয়া আছে, এবং কোন স্থান বা ময়ূররবে নিরন্তর প্রতিধ্বনিত হইতেছে। রাম পম্পাদর্শন করিয়া সীতাবিরহে বিলাপ করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বস্মৃতি উদিত হইয়া তাঁহার মনকে

অতিশয় সন্তপ্ত করিতে লাগিল, এবং তিনি জানকীর বর্ত্তমান অবস্থা স্মরণ করিয়া বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। স্থিরবুদ্ধি লক্ষ্মণ শোকবিহ্বল রামকে বিপদে ধৈর্য্যধারণ করিতে, এবং যাহাতে পাপিষ্ঠ রাবণের দণ্ড বিধান করিয়া তাঁহারা দেবী জানকীকে উদ্ধার করিতে পারেন, তাহারই উপায় চিন্তা করিতে বলিলেন। রাম লক্ষ্মণের বাক্যে সংযতচিত্ত হইয়া ঋষ্যমূক পর্ব্বতাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

নবম অধ্যায়।

রাম লক্ষ্মণ ঋষ্যমূক পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া কপিরাজ সুগ্রীবের সহিত সখ্য স্থাপন করিলেন। সুগ্রীব বন্ধুতা সূত্রে আবদ্ধ হইয়া রামের নিকট সীতা সমুদ্ধারে প্রতিজ্ঞা করিলেন। সীতা রাবণ কর্ত্তৃক অপহৃত হইবার কালে শূন্য হইতে যে বসন ও ভূষণ-খণ্ড নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সুগ্রীবাদি বানরগণ তাহা সযত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন। রাম সেই দ্রব্যগুলি দেখিয়া সীতার বলিয়া চিনিতে পারিলেন এবং সীতার দুর্দ্দশার কথা চিন্তা করিয়া অতিশয় সন্তপ্ত হইলেন। সুগ্রীব অগ্রজ বালী কর্ত্তৃক স্বরাজ্য হইতে বিতাড়িত ও পুত্র-কলত্র-বিরহিত হইয়া দুঃখিত-

গনে ঋষ্যমূক পর্ব্বতে বাস করিতেছিলেন। রাম বন্ধুর দুঃখে সমদুঃখিত হইয়া বালীর বিনাশ সাধন পূর্ব্বক তাঁহাকে কিষ্কিন্ধ্যারাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। তৎপরেই বর্ষা উপস্থিত হইল; শোকসন্তপ্ত রামচন্দ্র, অনুজ লক্ষ্মণের সহিত, প্রস্রবণ-শৈলপৃষ্ঠে এক প্রশস্ত গিরিগুহায় সেই সুদীর্ঘ বর্ষাকাল যাপন করিলেন। বর্ষা তিরোহিত হইলে, সুগ্রীব সৈন্য সংগ্রহ করিয়া সীতার অন্বেষণার্থ তাহাদিগকে চতুর্দ্দিকে প্রেরণ করিলেন। দক্ষিণ দিকে যে দল গমন করিল তন্মধ্যে প্রধান প্রধান বানরগণ বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সীতার অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কোথাও তাঁহার দর্শন পাইলেন না। অবশেষে সমুদ্রতটে সম্পাতি নামা এক বিহঙ্গের নিকট সীতার সংবাদ পাইয়া বানরপ্রধান বীরবর হনূমান স্বতেজে সাগর লঙ্ঘন পূর্ব্বক লঙ্কায় উপনীত হইলেন।

সমুদ্রের মধ্যে লঙ্কাদ্বীপ। লঙ্কা দেখিতে পরম রমণীয়, যেন প্রকৃতি দেবীর একমাত্র লীলাভূমি। দুর্ব্বৃত্ত রাবণ এই মনোহর লঙ্কার অধীশ্বর। রাবণ বিশ্রবানামা এক ব্রাহ্মণের ঔরসে এবং নিকষানাম্নী এক রাক্ষসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। ইহার অপর দুই ভ্রাতার নাম কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ; কুম্ভকর্ণ ভীমকায়, বিকটদর্শন ও রাবণের তুল্যই পামর ছিল; কিন্তু সর্ব্বকনিষ্ঠ বিভীষণ জিতেন্দ্রিয়, সদাচারসম্পন্ন ও ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। তিনি রাবণের পাপানুষ্ঠান দর্শনে মনে মনে অতিশয় সন্তপ্ত হইতেন এবং সর্ব্বদাই সাহসপূর্ব্বক তৎকৃত অন্যায় কার্য্য মাত্রেরই ঘোর প্রতিবাদ করিতেন। ইন্দ্রজিৎ

নামা রাবণের এক দুর্দ্ধর্ষ পুত্র ছিল ; কিন্তু সে দুরাত্মাও পিতা অপেক্ষা কোন বিষয়েই নিকৃষ্ট ছিল না।

সে যাহা হউক, মহাবীর হনূমান লঙ্কায় উপনীত হইয়া সীতান্বেষণের উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। তিনি নিশা-যোগে ছদ্মবেশে পুরী মধ্যে প্রবেশ করিয়া লঙ্কেশ্বরের অন্তঃ-পুরে নিদ্রামগ্না সুবেশা সুরূপা কতশত রমণী দেখিলেন, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কাহাকেও সীতা বলিয়া চিনিতে সমর্থ হইলেন না। রাঘবপত্নী বিলাসিনীর ন্যায় চিন্তিতমনে রাবণগৃহে নিদ্রা যাইবেন কেন ? রামময়প্রাণা জানকী পতিশোকে নিশ্চয়ই কৃশা হইয়া দীনার ন্যায় কোথাও অবস্থান করিতেছেন। হনূমান মনে মনে এইরূপ বিতর্ক করিয়া বিরহবিধুরা শোকমলিনা সীতার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোথাও তাদৃশ লক্ষণা-ক্রান্তা কোনও রমণীর দর্শন না পাইয়া অতিশয় হতাশ হইতে লাগিলেন। তবে কি হনূমানের সাগরলঙ্ঘনশ্রম ব্যর্থ হইল ? সীতা কি এতদিন রামের শোকে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন ? হনূমান্ সীতার অনুসন্ধান না করিয়া কোন্ মুখে কিষ্কিন্ধ্যায় প্রত্যাগমন করিবেন ! রাম সীতা ব্যতিরেকে নিশ্চয়ই অধিক দিন জীবিত থাকিবেন না ; রাম মরিলে লক্ষ্মণ এবং সুগ্রীবও তাঁহার পথানুসরণ করিবেন। হনূমানের তবে আর বাঁচিয়া ফল কি ? হনূমান্ স্বদেশে আর প্রত্যাগমন করিবেন না ; তিনি লঙ্কাব মধ্যেই কোনও নির্জ্জন স্থানে তপস্যা করিয়া দেহ বিসর্জ্জন করিবেন। এইরূপ সংকল্প করিয়া হনূমান্ দুঃখিত চিত্তে এক প্রাচীরোপরি উপবিষ্ট হইলেন। সেখান হইতে

অনতিদূরে এক নিবিড় কানন অবলোকন করিয়া তিনি তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং বিহঙ্গম সকলকে সন্ত্রাসিত করিয়া বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে গমন করিতে করিতে এক শিংশপা বৃক্ষমূলে একটি রমণীকে উপবিষ্ট দেখিলেন। তখন হনূমান্ সোৎসুক-চিত্তে সকলের অজ্ঞাতসারে সেই বৃক্ষে আরোহণ করিয়া সেই নারীর দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

হনূমান্ দেখিলেন "ঐ নারী রাক্ষসীগণে পরিবৃতা; উপ-বাসে যারপর নাই কৃশা ও দীনা। তিনি পুনঃ পুনঃ সুদীর্ঘ দুঃখনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন। তিনি শুক্লপক্ষীয় নবোদিত শশিকলার ন্যায় নির্ম্মল; তাঁহার কান্তি ধূমজালজড়িত অগ্নি-শিখার ন্যায় উজ্জ্বল; সর্ব্বাঙ্গ অলঙ্কারশূন্য ও মললিপ্ত। পরি-ধান একমাত্র পীতবর্ণ মলিনবস্ত্র। তাঁহার দুঃখসন্তাপ অতিশয় প্রবল, নয়নযুগল হইতে অনর্গল অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতেছে; শোকভরে যেন কাহাকে নিরন্তর হৃদয়মধ্যে চিন্তা করিতেছেন। তাঁহার সম্মুখে প্রীতি ও স্নেহের পাত্র কেহই নাই, কেবলই রাক্ষসী; তিনি যূথভ্রষ্টা কুক্কুরপরিবৃতা কুরঙ্গীর ন্যায় দৃষ্ট হই-তেছেন। তাঁহার পৃষ্ঠে কালভুজঙ্গীর ন্যায় একমাত্র বেণী লম্বিত। তিনি ব্রতপরায়ণাতাপসীর ন্যায় ধরাসনে উপবেশন করিয়া আছেন, এবং সন্দেহাত্মক স্মৃতির ন্যায়, পতিত সমৃদ্ধির ন্যায়, স্খলিত শ্রদ্ধার ন্যায়, নিষ্কাম আশার ন্যায়, কলুষিত বুদ্ধির ন্যায়, ও অমূলক অপবাদে কলঙ্কিত কীর্ত্তির ন্যায় যারপর নাই শোচনীয় হইয়া বিরাজ করিতেছেন।" (৫।১৫)

হনূমান্ এই সমস্ত লক্ষণ দেখিয়া ইহাঁকেই রাঘববনিতা

সীতাদেবী বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। রামচন্দ্র সীতার যে যে লক্ষণ ও বসন ভূষণের উল্লেখ করিয়াছিলেন, হনুমান্ তৎসমুদয়ই মিলাইয়া দেখিলেন। জানকী সম্বন্ধে তাঁহার আর কোনই সন্দেহ রহিল না। সীতাব অলৌকিক পতিপ্রেম ও ভর্ত্তৃবাৎসল্যের কথা স্মরণ করিয়া হনুমানের নয়নযুগল হইতে অবিরলধারায় অশ্রুজল নির্গত হইতে লাগিল। তিনি আরও চিন্তা কবিলেন "জানকী রামলক্ষ্মণেব বলবিক্রম বিলক্ষণ অবগত আছেন তজ্জন্যই বোধ হয় বর্ষার প্রাদুর্ভাবে জাহ্নবীর ন্যায়, স্থিব ও গম্ভীর ভাবে কালযাপন করিতেছেন। ইহাঁর আভিজাত্য কুলশীল ও বযস রামেরই অনুরূপ; সুতরাং ইহাঁরা যে পরস্পর পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত, ইহা উচিতই হইতেছে।" (৫।১৬) হনূমান্ প্রচ্ছন্ন থাকিয়া ভীমদর্শন রাক্ষসীগণকে দেখিতে লাগিলেন এবং সীতার বিষাদমূর্ত্তি দর্শন কবিয়া অতিশয় সন্তপ্ত হইতে লাগিলেন।

মহাবীর হনূমান্ সকলেব অলক্ষিত হইয়া সেই দিবস সেই অশোককাননেই যাপন করিলেন এবং সীতার সহিত কিরূপে কথোপকথন কবিবেন, তাহার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। আবার রজনী সমাগত হইল। ধবলজ্যোতি কুমুদবান্ধব নির্ম্মল নভোমণ্ডলে সমুদিত হইয়া বৃক্ষপত্র, পুষ্প, শস্যশ্যামল ক্ষেত্র, সুধাধবলিত প্রাসাদ ও যাবতীয় পদার্থোপরি শুভ্র জ্যোৎস্নাজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। পদার্থনিচয় জ্যোৎস্নাস্নাত হইয়া এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। অদূরে পৌরবর্গের আনন্দকোলাহল শ্রুতিগোচর হইতে

লাগিল। আর সীতাদেবী রাক্ষসীগণে পরিবৃত হইয়া দুঃখিত-মনে সেই অশোক কাননেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহাবীর হনূমান সেই শিংশপা বৃক্ষের নিবিড় শাখাপল্লবে লুক্কায়িত হইয়া সেই নিশাও অতিবাহিত করিলেন। শর্ব্বরী অল্পমাত্র অবশিষ্ট আছে, এমন সময়ে বেদবেদাঙ্গবিৎ যজ্ঞশীল ব্রহ্মরাক্ষসগণ বেদধ্বনি করিয়া উঠিল। চতুর্দ্দিক হইতে মঙ্গল বাদ্য ও সুললিত গীতধ্বনি উত্থিত হইল, বোধ হইল যেন ধরণীর মৃতদেহে ধীরে ধীরে জীবন সঞ্চার হইতেছে! হনূমান্ চিন্তাকুলমনে সেই শিংশপা বৃক্ষের চূড়ে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে তিনি তুমুল ভূষণরব শ্রবণ করিলেন। তিনি বিস্মিতমনে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে করিতে দেখিতে পাই-লেন যে, রাক্ষসরাজ রাবণ নিশাশেষে সীতার দর্শনাভিলাষে বহুসংখ্যক রূপবতী রমণীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া অশোককাননে সমুপস্থিত! জানকী রাবণকে দেখিবামাত্র ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিলেন এবং সঙ্কুচিত হইয়া জলধারাকুললোচনে উপবেশন করিয়া রহিলেন। তিনি একান্ত দীন ও শোকে যারপর নাই কাতর; রাবণের মৃত্যুকামনাই তাঁহার একমাত্র ব্রত। শোক-তাপে তাঁহার শরীর শুষ্ক ও কৃশ; তিনি নিয়তই ধ্যানে নিমগ্ন এবং একাকিনী অনবরত রোদন করিতেছেন। রাবণকে আসিতে দেখিয়া তাঁহার নেত্রযুগল ক্রোধে আরক্ত হইল। তিনি সজলনয়নে অসহায়ার ন্যায় চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

রাবণ সীতা-সমীপে উপস্থিত হইয়া আপনার গৌরবকীর্ত্তন

ও রামের দোষপ্রদর্শন পূর্ব্বক মধুর বচনে তাঁহার মনস্তুষ্টি-সাধনের চেষ্টা করিল ; কিন্তু দেবী জানকী রাবণের অপমান-সূচক ঘৃণিত বাক্যে ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন এবং পরুষবাক্যে বলিতে লাগিলেন, “রাবণ, দেখ্, আমি অন্যের সহধর্ম্মিণী ও সাধ্বী, তুই আমাকে সামান্যা স্ত্রী মনে করিস্ না। ধর্ম্মকে শ্রেয় জ্ঞান কর্ এবং সৎব্রতচারী হ। রাক্ষস, যখন তোর বুদ্ধি এইরূপ বিপরীত ও ভ্রষ্ট, তখন বোধ হয় এই মহানগরীতে কোন সজ্জন নাই, থাকিলেও তুই তাঁহাদের কোনরূপ সংস্রব রাখিস্ না। রাবণ, প্রভা যেমন সূর্য্যের, আমিও সেইরূপ রামের ; সুতরাং তুই আমাকে ঐশ্বর্য্য বা ধনে কদাচ প্রলোভিত করিতে পারিবি না। তুই এক্ষণে এই দুঃখিনীকে রামের সঙ্গিনী করিয়া দে। যদি লঙ্কার শ্রী রক্ষার ইচ্ছা থাকে, যদি স্ববংশে বাঁচিবার বাসনা থাকে, তবে সেই শরণাগতবৎসল রামকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহার সহিত মিত্রতা কর্। দেখ্, তুই যদি আমাকে লইয়া তাঁহার হস্তে দিস্, তবেই তোর মঙ্গল, নচেৎ ঘোর বিপদ। সেই লোকাধিপতি রামের হস্তে কিছুতেই তোর নিস্তার নাই। তুই অচিরাৎ বজ্রনির্ঘো-ষের ন্যায় রামের ভীষণ ধনুষ্টঙ্কার শুনিতে পাইবি ; অচিরাৎ তাঁহার নামাঙ্কিত শরজাল, জ্বলন্ত উরগের ন্যায়, মহাবেগে এই লঙ্কায় আসিয়া পড়িবে এবং অচিরাৎ তুই সবান্ধবে বিনষ্ট হইবি। সেই নরবীর ভ্রাতার সহিত মৃগগ্রহণার্থ অরণ্যে গিয়াছিলেন, তুই কাপুরুষের ন্যায় তাঁহার শূন্য আশ্রমে প্রবেশ করিয়া আমাকে অপহরণ করিয়াছিস্ ; এই কার্য্য অত্যন্ত

ঘৃণিত। যখন রামের সহিত তোর বৈরপ্রসঙ্গ হইয়াছে, তখন তোর সহায়সম্পদ অকিঞ্চিৎকর হইবে, সন্দেহ নাই। এক্ষণে তুই কৈলাসেই যা, আর পাতালেই প্রবিষ্ট হ, রামের হস্তে আর কিছুতেই তোর নিস্তার নাই।” (৫।২১)

জানকীর এই বাক্যে রাবণ অতিশয় কুপিত হইল, সে বলিল, “জানকি, তুমি যেরূপ কঠোর কথা কহিলে, ইহাতেই তোমাকে বধদণ্ড প্রদান করা কর্ত্তব্য। কিন্তু আমি আমার কথাপ্রমাণ আর দুই মাস অপেক্ষা করিয়া থাকিব। যদি এই নির্দ্দিষ্ট কালের অন্তে তুমি আমার মতানুবর্ত্তিনী না হও, তবে পাচকগণ আমার প্রাতর্ভোজনের জন্য নিশ্চয়ই তোমাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিবে।”

রাবণের বাক্যে জানকী ভীত হইলেন না। তিনি পাতিব্রত্যতেজে ও পতির বীর্য্যগর্ব্বে আবার কহিতে লাগিলেন, “নীচ, এই নগরীর মধ্যে তোর শুভাকাঙ্ক্ষী কেহই বিদ্যমান নাই। আমি ধর্ম্মশীল রামের ধর্ম্মপত্নী, তুই ভিন্ন ত্রিলোকে আর কেহই আমাকে কুবাক্য কহিতে পারে না। পামর, তুই এক্ষণে আমায় যে সকল পাপকথা কহিলি, বল্ কোথায় গিয়া তাহা হইতে মুক্ত হইবি ? আমি রামের ধর্ম্মপত্নী এবং রাজা দশরথের পুত্রবধূ, আমাকে অবাচ্য কহিয়া তোর জিহ্বা কেন বিশীর্ণ হইল না ? দেখ্, তুই আমাকে হরণ ও গোপন করিয়া কদাচই রাখিতে পারিবি না ; যতদূর করিয়াছিস্, তোর মৃত্যুর পক্ষে ইহাই যথেষ্ট হইবে।” (৫।২২)

রাবণ আর সহ্য করিতে পারিল না। দুরাত্মা ক্রোধে

ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিল। সকলে সেই মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ভীত হইল। রাবণকে সীতার বধসাধনে সমুদ্যত দেখিয়া ধান্যমালিনী নাম্নী তাহার এক পত্নী মধ্যবর্ত্তিনী হইয়া তাহাকে স্ত্রীবধরূপ ঘৃণিত কার্য্য হইতে বিরত করিল এবং বচনচাতুর্য্যে স্বামীর মন প্রীত করিয়া তাহাকে অন্যত্র লইয়া গেল। রাবণ পত্নীগণের সহিত সেই স্থান পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে, সীতার বশীকরণ সম্বন্ধে চেড়ীগণকে নানা প্রকার উপদেশ প্রদান করিল। রাবণ প্রস্থান করিলে, দুরন্ত রাক্ষসীরা জানকীকে নানা প্রকারে উৎপীড়িত করিতে লাগিল; কেহ সান্ত্বনা বাক্যে, কেহ প্রলোভন প্রদর্শন দ্বারা, কেহ রাবণের গুণ কীর্ত্তন করিয়া, এবং কেহ কেহ বা ভয়প্রদর্শন ও কটুবাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক সীতাকে বশীভূত করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু সীতাদেবী তাহাদের বাক্যে কর্ণপাত করিলেন না, এবং তাহাদের ভয়প্রদর্শনেও কিছুমাত্র শঙ্কিত হইলেন না। জানকী তাঁহার জীবন রক্ষার নিমিত্ত আর যত্নবতী নহেন; রাক্ষসীরা তাঁহাকে বধ বা ভক্ষণ করুক, সীতা কিছুতেই তাহাদের বাক্যে কর্ণপাত করিবেন না।

সীতা আর কাহারও ভয়ে ভীত নহেন। তিনি রাক্ষসীগণের সম্মুখেই লঙ্কার প্রতি অভিশাপ প্রদান ও রাবণের প্রতি যথেষ্ট তিরস্কারবাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। রাক্ষসীরা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কেহ কেহ রাবণের নিকট গমন করিল, কেহ কেহ বা সীতার রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত রহিল। সীতা শোকে বিহ্বল হইয়া শিংশপা বৃক্ষের এক সুদীর্ঘ পুষ্পিত

শাখা অবলম্বন পূর্ব্বক অশ্রুপূর্ণলোচনে আপনার শোচনীয় দশা চিন্তা করিতে লাগিলেন। আর দুই মাসকালমাত্র অবশিষ্ট আছে; রাবণ দুই মাস কাল পরেই সীতার বিনাশ সাধন করিবে। দুরাত্মা সীতাকে নানা প্রকারে ভয় প্রদর্শন করিতেছে। সীতার জীবন বড় দুঃখময় হইয়াছে। রাম নিশ্চয়ই সীতার অবস্থা পরিজ্ঞাত নহেন, অথবা তিনি সীতাকে চিরকালের জন্য মনোরাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছেন; সুতরাং সীতার উদ্ধারের আর কোন আশা নাই। সীতা রামের বনিতা; সীতা রাক্ষসহস্তে অবমানিত ও উৎপীড়িত হইতেছেন। রামের দর্শনলাভের আশাতেই সীতা এতাবৎকাল জীবন ধারণ করিতেছিলেন; কিন্তু সে আশা এখন সুদূরপরাহত। সীতার মৃত্যু বুঝি সন্নিকট হইয়াছে; তবে মৃত্যুই হউক। রাক্ষসহস্তে প্রাণত্যাগ করা অপেক্ষা আত্মহত্যাই সীতার পক্ষে মঙ্গলজনক। সীতা তবে নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিবেন। সীতা জীবনে যে এত কষ্টভোগ করিলেন, তজ্জন্য তিনি দুঃখিত নহেন, তাঁহার দুঃখ এই যে, মৃত্যুকালে তিনি একবার স্বামীর চরণযুগল দর্শন করিতে পাইলেন না। যাঁহার জন্য তিনি এত অপমান ও যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও কোন প্রকারে জীবন ধারণ করিয়া রহিলেন, হায়, মৃত্যুকালে তাঁহাকে একবার দর্শন করাও সীতার ভাগ্যে ঘটিল না। সীতার অদৃষ্ট বড়ই মন্দ। সহসা সীতার মনে পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিল; তাঁহার শুভ্র গণ্ডস্থল অশ্রুজলে প্লাবিত হইয়া গেল। স্বামী, জনক, জননী, শ্বশ্রূ ও অন্যান্য গুরুজনকে তিনি উদ্দেশে প্রণাম করিলেন, এবং সুস্থির-

চিত্ত হইয়া আত্মহত্যাসাধনের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। সীতা অনেক চিন্তা করিযাও কোন সহজ উপায় উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হইলেন না। সীতার নিমিত্ত জগতে একখণ্ড রজ্জুও বিদ্যমান নাই। সীতার ন্যায় মন্দভাগিনী আর কে আছে? সহসা তাঁহাব মুখমণ্ডল প্রফুল্ল হইল; সীতার নিমিত্ত একখণ্ড রজ্জু নাই বটে, কিন্তু তাঁহার পৃষ্ঠলম্বিত সুদীর্ঘ বেণী আছে। পাতিব্রত্যই একবেণীধারণের উদ্দেশ্য; সেই বেণীই আজ সীতার পাতিব্রত্য রক্ষা করিবে; সীতাদেবী আপনার বেণীর সাহায্যেই আজ অকাতরে প্রাণ বিসর্জ্জন করিবেন। এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া তিনি শিংশপা বৃক্ষের এক শাখা ধারণ করিলেন এবং শোকাকুলমনে রাম লক্ষ্মণ ও আত্মকুল স্মরণ করিতে করিতে আত্মহত্যাসাধনেব সুযোগ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

মহাবীর হনুমান্ অশোককাননে রাবণের আগমন অবধি সীতাব আত্মহত্যার নিমিত্ত এই ভীষণ সঙ্কল্প পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনাই প্রচ্ছন্নভাবে অবলোকন করিতেছিলেন। সীতার পাতিব্রত্যতেজদর্শনে তাঁহার নেত্রদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইয়া গেল এবং সীতার দুঃখে তাঁহার হৃদয় অতিশয় ব্যথিত হইল। জানকীকে আত্মহত্যা সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় দেখিয়া তিনি আর কাল বিলম্ব না করিয়া সকলের অলক্ষিতে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং রামের দূত বলিয়া আপনার পরিচয় দিলেন। সীতা হনুমান্‌কে কোন মায়াবী রাক্ষস মনে করিয়া ভীত হইলেন এবং তাঁহাব বাক্যে কোন মতেই প্রত্যয় স্থাপন করিলেন না। তখন হনুমান্ সীতার হস্তে একটি স্বর্ণাঙ্গুরীয় প্রদান

করিলেন; ঐ অঙ্গুরীয়কে রামনাম অঙ্কিত ছিল, সীতা তাহা দেখিবামাত্র রামের বলিয়া চিনিতে পারিলেন এবং সাদরে তাহা গ্রহণপূর্ব্বক অবিতৃপ্তলোচনে পুনঃ পুনঃ দর্শন করিতে লাগিলেন। সীতাদেবী হনূমানের বাক্যে আর অবিশ্বাস করিতে পারিলেন না; তিনি তাঁহার নিকট রামলক্ষ্মণের কুশলসংবাদ শ্রবণ করিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। অনন্তর জানকী আত্মসংযম করিয়া হনূমানের নিকট রামলক্ষ্মণ সম্বন্ধে কত কথাই জিজ্ঞাসা করিলেন, নিজ দুরবস্থার সমগ্র দুঃখময় ইতিহাস কীর্ত্তন করিলেন এবং রামলক্ষ্মণ যে অনাথিনীকে ভুলিয়া আছেন ও তাঁহার উদ্ধারের নিমিত্ত এত কালবিলম্ব করিতেছেন, ইহা চিন্তা করিয়া অজস্র বাষ্পবারি বিমোচন করিলেন। আর দুইমাস কালমাত্র অবশিষ্ট আছে; যদি ইহার মধ্যেই সীতার উদ্ধার না হয়, তবে তিনি নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিবেন। সীতার বিলাপশ্রবণে হনূমান্ তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া তাঁহার সমুদ্ধারার্থ ও পাপাত্মা রাবণের দণ্ডবিধানার্থ যে যুদ্ধোদ্যম হইতেছে, তাহার উল্লেখ করিলেন, এবং তৎবিরহে রামও যে কিরূপ কষ্টে কালাতিপাত করিতেছেন, তাহারও কিঞ্চিৎ আভাস প্রদান করিলেন। সীতাদেবী প্রিয়তমের কষ্টের কথা শুনিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। সীতাকে যারপর নাই কাতর দেখিয়া হনূমান্ তাঁহাকে স্বপৃষ্ঠেই আরোপণ পূর্ব্বক রামসন্নিধানে লইয়া যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন; কিন্তু সীতাদেবী তাহাতে সম্মত হইলেন না। সীতা ভীরুস্বভাবা নারী; হনূ-

মানের সাগরলঙ্ঘনের সময় হয়ত তিনি তাঁহার পৃষ্ঠচ্যুত হইয়া সাগরগর্ভে নিপতিত হইতে পারেন; অথবা রাক্ষসগণ হনুমান্‌কে সীতাসহ পলায়ন করিতে দেখিয়া তাঁহার অনুসরণ করিতে পারে। রাক্ষসগণের সহিত হনুমানের যুদ্ধারম্ভ হইলে, সীতার রক্ষণার্থ হনুমান্‌কে অতিশয় ব্যস্ত হইতে হইবে, এবং তদবস্থায় যুদ্ধে জয়লাভ করাও তাঁহার পক্ষে অতিশয় দুষ্কর কার্য্য হইয়া উঠিবে; অথবা সীতাদেবীই পুনর্ব্বার রাক্ষসকবলে পতিত হইতে পারেন; তাহা হইলে বিষম অনর্থও ঘটিবার সম্ভাবনা। ইহা ব্যতীত হনুমানের পৃষ্ঠে আরোহণ করা সম্বন্ধে সীতার প্রধান আপত্তি এই যে, তিনি কদাচ পরপুরুষ স্পর্শ করেন না। এই নিমিত্তই তিনি বলিলেন, "বীর, আমি পতিভক্তির অনুরোধে রাম ব্যতীত অন্য পুরুষকে স্পর্শ করিতেও ইচ্ছুক নহি। দুরাত্মা রাবণ বলপূর্ব্বক আমাকে তাহার অঙ্গস্পর্শ করাইয়াছিল, কিন্তু আমি কি করিব? তৎকালে আমি নিতান্ত অনাথা ও বিবশা ছিলাম। এক্ষণে যদি রাম স্বয়ং আসিয়া আমাকে এস্থান হইতে লইয়া যান, তবেই তাঁহার উচিত কার্য্য করা হইবে।" (৫।৩৭) হনুমান্ সীতার ধর্ম্ম ও যুক্তিসঙ্গত বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় হৃষ্ট হইলেন এবং এই বাক্য যে মহাত্মা রামের সহধর্ম্মিণীরই উপযুক্ত, তাহা নির্দ্দেশ করিয়া সীতার অশেষ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অনন্তর বহুক্ষণ কথোপকথনের পর হনুমান্ সীতাদেবীকে নানা প্রকারে আশ্বস্ত করিয়া তাঁহার নিকটে বিদায় গ্রহণের সঙ্কল্প করিলেন, এবং রামের প্রত্যয়-

সমুৎপাদনার্থ তাঁহার নিকটে কোন অভিজ্ঞান যাচ্ঞা করিলেন। সীতাদেবী তাঁহাদের বনবাস সময়ে সংঘটিত কোন বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করিয়া, পিতৃগৃহে বিবাহকালে জনকপ্রদত্ত এক উৎকৃষ্ট চূড়ামণি আপনার মস্তক হইতে উন্মোচন পূর্ব্বক তাহা হনূমানের হস্তে প্রদান করিলেন এবং তৎকালে ইহাও বলিলেন, "দূত, এই অভিজ্ঞান রামের অবিজ্ঞাত নহে, তিনি ইহা দেখিবামাত্র আমাকে, আমার জননীকে ও রাজা দশরথকেও স্মরণ করিবেন।" হনূমান্ সেই অভিজ্ঞানচূড়ামণি গ্রহণ পূর্ব্বক সযত্নে তাহা রক্ষা করিলেন এবং অশ্রুপূর্ণলোচনা সীতাদেবীকে সান্ত্বনা ও ভক্তি সহকারে প্রণাম করিয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

লঙ্কা ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে হনূমান্ একবার রাবণের বলাবল পরীক্ষা করিতে সঙ্কল্প করিয়া সেই মনোহর অশোককানন ভগ্ন করিতে লাগিলেন। রাক্ষসেরা হনূমান্‌কে বধ করিবার নিমিত্ত যুদ্ধ করিল, কিন্তু হনূমান্ তাহাদিগকে ও রাবণকুমার অক্ষকে বিনাশ করিলেন। পরে তিনি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ইন্দ্রজিতের পাশে বদ্ধ হইয়া রাবণ সমীপে উপস্থিত হইলেন। হনূমান্ রাজসভার মধ্যেই রাবণকে যারপর নাই তিরস্কৃত করিয়া রাম হস্তে সীতা প্রত্যর্পণ করিতে অনুরোধ করিলেন। রাবণ হনূমানের হিতকর বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া তাঁহার বধের জন্য ঘাতককে আদেশ প্রদান করিল। দূত নিহত হইতেছে দেখিয়া, ধর্ম্মপরায়ণ বিভীষণ রাবণকে সেই অন্যায় কার্য্য হইতে নিবারিত করিলেন। তখন রাবণ

অনুচরবর্গকে হনূমানের পুচ্ছ দগ্ধ করিতে আজ্ঞা প্রদান করিল। সুদীর্ঘ পুচ্ছটি তৈলসিক্ত ছিন্নবস্ত্রে সংবৃত হইলে, রাক্ষসেরা তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিয়া দিল। অগ্নি প্রজ্বলিত হইবামাত্র, হনূমান্ একলম্ফে গৃহচূড়ে আরোহণ করিয়া তাহাতে সেই অগ্নি প্রদান করিলেন এবং ক্ষিপ্রতাসহকারে গৃহ হইতে গৃহান্তরে লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক মুহূর্ত্তমধ্যে সেই সুশোভনা লঙ্কাপুরীকে অগ্নিমালায় সুসজ্জিত করিলেন। আনন্দনিমগ্না সেই মহানগরী অবিলম্বে হাহাকারে পরিপূর্ণ হইয়া গেল এবং ক্ষণকাল মধ্যেই ভস্মীভূত হইয়া শ্মশানতুল্য ভীষণ আকার ধারণ করিল।

হনূমান্ এইরূপে লঙ্কাদাহনপূর্ব্বক অশোককাননে সীতাকে নিরাপদ্ দেখিয়া পুনর্ব্বার সাগর লঙ্ঘন করিলেন এবং অপর বানরগণের সহিত মিলিত হইয়া কিষ্কিন্ধ্যায় রামচন্দ্রকে সীতা-সংবাদ জ্ঞাপন কবিলেন। রাম সীতা-প্রদত্ত অভিজ্ঞান চূড়ামণি প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় শোকসন্তপ্ত হইলেন এবং তদ্দণ্ডেই অগণিত সৈন্য সমভিব্যাহারে লঙ্কাভিমুখে যাত্রা করিয়া কিয়দ্দিন মধ্যেই সমুদ্রতটে উপনীত হইলেন।

এদিকে লঙ্কাভিমুখে রামের সসৈন্যে আগমনসংবাদ প্রাপ্ত হইয়া, দুর্ব্বৃত্ত রাবণ অতিশয় চিন্তাকুল হইল। সে অনতিবিলম্বে সমস্ত জ্ঞাতি, বন্ধু ও পারিষদকে সভামণ্ডপে একত্র করিয়া তাহাদের সহিত উপস্থিত বিপদে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণীত করিতে লাগিল। অনেকেই রাবণের ন্যায় পাপাত্মা ও বীর্য্যমদে গর্ব্বিত ছিল, সুতরাং তাহারা লঙ্কেশ্বরকে সুপরামর্শ

দিতে অক্ষম হইল। কেবলমাত্র ধর্ম্মপরায়ণ বিভীষণই অগ্রজ রাবণের হিতকামনায় কতকগুলি সদুপদেশ প্রদান করিলেন; কিন্তু দুরাত্মা তাঁহার বাক্যে অশ্রদ্ধা প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাকে যথেষ্ট অপমানিত করিল। বিভীষণের অপরাধ এই যে, তিনি রাবণকে রামহস্তে সীতাসমর্পণ করিয়া স্বরাজ্য রক্ষা করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, সীতা হইতেই যে রাবণের সর্ব্বনাশ সাধন হইবে, ইহা বুঝিতে পারিয়া মহামতি বিভীষণ দুঃশীল ভ্রাতার সমস্ত সংস্রব পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাগর সমুত্তীর্ণ হইয়া রামেরই আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। রাম বিভীষণ সম্বন্ধে সকল কথাই অবগত হইয়া তাঁহার সহিত পবিত্র মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। বিভীষণও রামের সম্যক্ সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। তদনন্তর সাগর সমুত্তরণের চেষ্টা হইতে লাগিল। সেনাপতি নল বানরগণের সাহায্যে বৃক্ষপ্রস্তর দ্বারা সাগর বন্ধন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া অত্যল্পদিবসের মধ্যেই তাহা সুসম্পন্ন করিলেন। সেই সুরচিত বিস্তৃত সেতু নীলাম্বুরাশি মধ্যে লম্বমান হইয়া গগনতলে ছায়াপথের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। রামচন্দ্র বানরসৈন্য সমভিব্যাহারে সেই সেতুসংযোগে সাগর সমুত্তীর্ণ হইয়া লঙ্কাভূমিতে পদার্পণ করিলেন, এবং নানাস্থলে স্কন্ধাবার স্থাপন ও অপূর্ব্ব ব্যূহরচনা করিয়া লঙ্কাপুরী অবরুদ্ধ করিলেন। বানরগণ মুহুর্মুহুঃ সিংহনাদ পরিত্যাগ করিয়া রামচন্দ্রের জয়ধ্বনিতে গগনমণ্ডল পরিপূর্ণ করিতে লাগিল।

দশম অধ্যায়।

——oo——

সীতাদেবী রক্ষোগৃহে অবরুদ্ধ ও দুরন্ত চেড়ীগণে নিয়ত পরিবেষ্টিত থাকিয়াও সেখানে নিতান্ত সহায়শূন্যা ছিলেন না। সীতার অলৌকিক চরিত্রগুণে অনেকেই তাঁহার বশীভূত হইয়াছিল। ত্রিজটানাম্নী রাবণের এক বিশ্বস্তা পরিচারিকা প্রকাশ্যে সীতাকে নানাপ্রকার ভয় প্রদর্শন করিলেও, অন্তরে তাঁহার অতিশয় হিতাকাঙ্ক্ষিণী ছিল। ত্রিজটা গোপনে সীতার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করিত, এবং সেই পতিবিয়োগবিধুরাকে নানাপ্রকারে আশ্বস্ত করিত। একদিন সে একটা ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখিয়া সীতার সমক্ষেই চেড়ীগণকে বলিয়াছিল যে, সীতাহরণপাপেই রাবণের স্বর্ণলঙ্কা অবিলম্বে বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে, এবং সীতাকে তাঁহার বিজয়ী স্বামী উদ্ধার করিয়া স্বদেশে লইয়া যাইবেন; অতএব যাহারা নিজ নিজ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করে, তাহাদের এখন হইতেই সীতার অনুগত হওয়া কর্ত্তব্য। বিষাদময়ী জানকী ত্রিজটার এই স্বপ্নসংবাদে হৃষ্ট হইয়া ব্রীড়াবনতবদনে বলিয়াছিলেন, "ত্রিজটে, ইহা যদি সত্য হয়, তবে আমি তোমাদিগকে অবশ্যই রক্ষা করিব।" (৫।৩৭) আর এক দিন ত্রিজটা সীতাকে বলিয়াছিল, "দেবি, তুমি চরিত্রগুণে আমার প্রীতিকর এবং

স্বভাবগুণে আমার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়াছ।" (৬।৪৮) সুতরাং এতদ্দ্বারা ইহা স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, সেই নির্ব্বান্ধ-পুরী লঙ্কাতেও সীতাদেবী ত্রিজটার ন্যায় রাক্ষসীসহবাসে কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইতেন।

সরমা সীতার অন্যতম হিতাকাঙ্ক্ষিণী সখী ছিলেন। রাবণ সরমাকে সীতার রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত করিয়াছিল। সরমা এই নিমিত্ত নিয়তই সীতাসন্নিধানে অবস্থান করিতেন। রাঘব-বনিতা তাঁহাকেই বিশ্বাস করিয়া আপনার দুঃখকাহিনী বর্ণনা করিতেন। সরমার হৃদয় স্ত্রীজনোচিত কোমলতায় পরিপূর্ণ ছিল; সীতার দুঃখে সরমা অশ্রুমোচন করিতেন। রামচন্দ্রের সসৈন্যে লঙ্কায় আগমন অবধি রাবণ কিরূপ মন্ত্রণা করিতেছে, সরমা তাহা অবগত হইয়া সীতাকে জ্ঞাপন করিতেন, এবং তাঁহাকে নানাপ্রকারে প্রফুল্ল রাখিতে চেষ্টা করিতেন। দেবী সরমা মন্দভাগিনী সীতার অন্ধকারময় জীবনের একমাত্র আলোক স্বরূপ ছিলেন। সীতা এই প্রিয়সখীর সহবাসে ক্ষণকালের নিমিত্তও আপনার দুঃখজ্বালা বিস্মৃত হইতে সমর্থ হইতেন।

ধর্ম্মপরায়ণ বিভীষণ সীতাদেবীর কিরূপ হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। রামহস্তে সীতাপ্রত্য-র্পণরূপ হিতবাক্য বলিয়াই তিনি রাবণকর্ত্তৃক যৎপরোনাস্তি অবমানিত হইয়াছিলেন; সেই কারণে তিনি রাবণের সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া রামের আশ্রয় গ্রহণ করেন। বিভীষণের কলানাম্নী এক কন্যাও সীতার অতিশয় হিতৈষিণী ছিলেন।

রাবণের পারিষদবর্গের মধ্যেও কেহ কেহ সীতার পক্ষ হইয়া রাবণকে হিতোপদেশ প্রদান করিতেন। রাবণের মাতামহ বৃদ্ধ মাল্যবান্ ও অবিন্ধ্য প্রভৃতি রাক্ষসগণ দুঃখিনী সীতাকে স্বামীর নিকট প্রেরণ করিতে অনেক অনুরোধ করিতেন; কিন্তু দুরাত্মা রাবণ তাঁহাদের হিতকর বাক্যে কিছুতেই কর্ণপাত করিত না। মৃত্যু যেন কেশাকর্ষণ করিয়াই তাহাকে রামের সহিত যুদ্ধে প্রবর্ত্তিত করিতে লাগিল। রাবণ রামের সৈন্যবল ও বীর্য্যের পরিচয় পাইয়া অতিশয় শঙ্কিত হইল, কিন্তু সেই পাপাত্মা সেনাপতি ও মন্ত্রিগণ কর্ত্তৃক সমুৎসাহিত হইয়া রামের সহিত সন্ধিস্থাপনের কোন চেষ্টাই করিল না। রামচন্দ্র যুদ্ধ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে রাবণের নিকট যুবরাজ অঙ্গদকে একবার প্রেরণ করিলেন। অঙ্গদ রাবণকে রামহস্তে সীতাসমর্পণ করিয়া তাঁহার কৃপাভিক্ষা করিতে উপদেশ প্রদান করিলেন; কিন্তু রাবণ তাঁহার হিতবাক্যে অতিশয় রুষ্ট হইল। যুদ্ধ অনিবার্য্য দেখিয়া রামচন্দ্র, সুগ্রীব প্রভৃতি বীরগণের সাহায্যে, দুর্ভেদ্য ব্যূহ রচনা করিয়া লঙ্কাপুরী আক্রমণ করিলেন।

রাবণ অতিশয় বীর ও যুদ্ধনীতিবিশারদ। বিনা যুদ্ধে যাহাতে সীতাকে বশবর্ত্তিনী অথবা রামকে পরাজিত করিতে পারা যায়, রাবণ তাহারই উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। সীতা একবার রাবণের অনুগতা হইলে, রাম রোষে ও ক্ষোভে প্রাণত্যাগ করিবে, অথবা লঙ্কা পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র পলায়ন করিবে। কিন্তু সীতা স্বামীর তেজোগর্ব্বে সর্ব্বদাই

দৃপ্তা; রাবণ মনে করিল, রাম বিনষ্ট না হইলে, অথবা রাম বিনষ্ট হইয়াছেন এরূপ বিশ্বাস না হইলে, সীতা কখনই রাবণকে আত্মসমর্পণ করিবেন না। এইরূপ চিন্তা করিয়া দুষ্ট রাক্ষস বিদ্যুজ্জিহ্বনামা এক অনুচরকে আহ্বান করাইয়া তাহাকে মায়াবলে রামের ছিন্ন মুণ্ড ও শরাসন প্রস্তুত করিতে আদেশ করিল। মুণ্ড ও শরাসন প্রস্তুত হইলে, রাবণ তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে করিতে অশোককাননে উপস্থিত হইয়া সীতার নিকট সৌপ্তিকযুদ্ধে রামের বিনাশ সংবাদ জ্ঞাপন করিল, এবং সীতার বিশ্বাস সমুৎপাদনের নিমিত্ত সেই মায়ামুণ্ড ও শরাসন আনয়ন করিয়া তাঁহার সম্মুখে রক্ষা করিল। সীতা বুদ্ধিমোহে সেই ছিন্নমুণ্ডকে রামেরই মুণ্ড মনে করিয়া হাহা-কার করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, এবং বহুপ্রকারে নিজ অদৃষ্টের নিন্দা ও রামের জন্য বিলাপ করিয়া উন্মাদিনীর ন্যায় রাবণকে বলিতে লাগিলেন, "রাবণ, তুমি শীঘ্র আমাকে রামের মৃতদেহের উপর লইয়া গিয়া বধ কর, ভর্ত্তার সহিত পত্নীকে একত্র করিয়া দাও, এবং কল্যাণের কার্য্য কর। আজ তাঁহার মস্তকের সহিত আমার মস্তক এবং তাঁহার দেহের সহিত আমার এই দেহ মিলিত হউক, আমি তাঁহার অনুগমন করিব।" (৬।৩২)

সীতা এইরূপে বিলাপ করিতেছেন, এমন সময়ে এক দ্বাররক্ষক আসিয়া রাবণকে বলিল যে, সেনাপতি ও অমাত্য-গণ রাজদর্শনাভিলাষে দ্বারদেশে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। রাবণ তৎক্ষণাৎ অশোককানন পরিত্যাগ করিল। সে চলিয়া

গেলে, সরমাদেবী সীতার নিকট উপস্থিত হইয়া মায়ামুণ্ড-রহস্য বিবৃত করিলেন এবং সীতাকে মধুর বচনে সান্ত্বনা করিলেন। এই সময়ে জলদগম্ভীর ভেরীরবের সহিত বানর ও রাক্ষস সৈন্যের ভীষণ সিংহনাদ শ্রুতিগোচর হইল। তখন সীতাদেবী বুঝিতে পারিলেন যে, উভয় সৈন্যের মধ্যে ভয়ঙ্কর সংগ্রামের আয়োজন হইতেছে। জানকী মধুরভাষিণী সরমা কর্ত্তৃক আশ্বস্ত হইয়া কৃতজ্ঞহৃদয়ে আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

অতঃপর বানর ও রাক্ষসগণের ভীষণ সংগ্রাম আরম্ভ হইল। জয় পরাজয় উভয়দলকেই আশ্রয় করিতে লাগিল। একদিন কুমার ইন্দ্রজিৎ রামের সহিত তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত করিল। সহস্র সহস্র বানর ও রাক্ষসের শোণিতে রণস্থল কর্দ্দমময় হইল। বহুক্ষণ যুদ্ধের পর ইন্দ্রজিৎ রামলক্ষ্মণকে নাগপাশে বদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিতে করিতে পুরীমধ্যে প্রবেশ করিল। রাবণ মহানন্দে পুত্রকে আলিঙ্গন করিল এবং তৎক্ষণাৎ সীতাকে রথে আরোপণ করিয়া একবার রণস্থলী দর্শন করাইতে ত্রিজটার প্রতি আদেশ করিল। ত্রিজটা সীতাকে লইয়া শূন্য হইতে নাগপাশবদ্ধ রামলক্ষ্মণকে দেখাইতে লাগিল। সীতাদেবী তাঁহাদিগকে মৃত মনে করিয়া বিলাপ-ধ্বনিতে গগনমণ্ডল পরিপূর্ণ করিলেন, ; কিন্তু সহৃদয়া ত্রিজটা তাঁহাকে শোকাপনোদন করিতে উপদেশ দিলেন। রামলক্ষ্মণ প্রাণত্যাগ করেন নাই, ইহা বুঝিতে পারিয়া সীতা আশ্বস্ত হইঁলেন এবং অশোক কাননে পুনর্ব্বার আনীত

হইলেন। মায়ামুণ্ড প্রদর্শনের ন্যায় এইবারও রাবণের যত্ন বিফল হইল।

বানরসৈন্যগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়া ধূম্রাক্ষ, বজ্রদংষ্ট্র, অকম্পন, প্রহস্ত, কুম্ভকর্ণ, ত্রিশিরা, মহোদর, অতিকায়, মকরাক্ষ, কুম্ভ, নিকুম্ভ প্রভৃতি রাবণের প্রধান প্রধান সেনাপতিগণ একে একে বিনষ্ট হইল; লঙ্কা বীরশূন্যা হইল। কেবলমাত্র রাবণ ও ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধযাত্রা করিয়া কখন জয়লাভ এবং কখনও বা পরাজয় স্বীকার করিয়া লঙ্কায় প্রত্যাগমন করিত। বানরগণ একবার জয়শ্রীলাভ করিয়া মহোৎসাহে লঙ্কায় অগ্নি প্রদান করিল; লঙ্কা আবার দগ্ধ হইয়া ভস্মীভূত হইল। রাবণ সহায়শূন্য হইয়া লঙ্কার অবশ্যম্ভাবী পতন আশঙ্কা করিল; কিন্তু সে তথাপি নিরাশ হইল না। রাবণ যেরূপ মায়ামুণ্ড প্রদর্শন করিয়া সীতাকে বশবর্ত্তিনী করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল, সেইরূপ ইন্দ্রজিৎও রামলক্ষ্মণকে ভগ্নোৎসাহ করিবার নিমিত্ত একদিন যুদ্ধস্থলে রথোপরি এক রোরুদ্যমানা মায়াসীতা প্রদর্শন পূর্ব্বক খড়্গাঘাতে তাহাকে বিনাশ করিল। হনুমান্ স্বচক্ষে এই হৃদয়বিদারী দৃশ্য অবলোকন করিয়া সজলনয়নে সীতাবধরূপ দুঃসংবাদ রামকে জ্ঞাপন করিলেন। রামলক্ষ্মণ এবং সুগ্রীবাদি বানরগণ শোকাকুল হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তখন মহামতি বিভীষণ এই আকস্মিক শোকোচ্ছ্বাসদর্শনে তাহার কারণ অবগত হইলেন এবং প্রকৃত রহস্য বিবৃত করিয়া তাঁহাদিগকে আশ্বস্ত করিলেন।

ইন্দ্রজিৎকে দুর্দ্ধর্ষ ও দুর্জ্জয় দেখিয়া একদিন বিভীষণ,

মহাবীর লক্ষ্মণ হনুমান্ ও অগণ্য বানরসৈন্য সমভিব্যাহারে, তাহার নিকুম্ভিলা যজ্ঞস্থলে গোপনে প্রবেশ করিলেন এবং তাহার সমস্ত যজ্ঞদ্রব্য নষ্ট করিয়া ফেলিলেন। ইন্দ্রজিৎ যজ্ঞক্রিয়া আরম্ভ করিতেছিল, এমন সময়ে লক্ষ্মণ তাহার উপর প্রখর শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রজিৎ মৃত্যু আসন্ন দেখিয়া বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিল। ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক যজ্ঞস্থলে নিহত হইয়াছে, এই সংবাদ শ্রবণমাত্র রাবণ মূর্চ্ছিত হইয়া ধরাতলে পতিত হইল, এবং কিয়ৎক্ষণ পরে সংজ্ঞালাভ করিয়া শোকে উন্মত্তবৎ ভীষণ রূপ ধারণ করিল। তাহার গর্ব্বিত হৃদয় ভগ্ন হইয়া পড়িল, ও হৃৎপিণ্ড যেন ছিন্ন হইয়া গেল। রাবণ সমস্ত জয়াশা পরিত্যাগ করিয়া বিলাপ করিতে লাগিল এবং কালরূপিণী সীতাই যে সমস্ত অনর্থপাতের মূল, তাহা এতদিনে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইল। রাবণ তৎক্ষণাৎ খড়্গোত্তোলন করিয়া সীতার বিনাশার্থ ধাবমান হইল; তাহার সংহারমূর্ত্তিদর্শনে সকলে ইতস্ততঃ পলায়ন করিল। সীতা দূর হইতেই রাবণকে ভীমবেশে আসিতে দেখিয়া নিজমৃত্যু অবধারণ করিলেন, এবং হৃদয়ের আরাধ্য দেবতা রামচন্দ্রের পদারবিন্দ স্মরণ করিয়া রাবণের খড়্গাঘাত প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। সহসা রাবণের পত্নীগণ শোকাকুলমনে ও আলুলায়িতকেশে তথায় উপস্থিত হইয়া, তাহাকে স্ত্রীবধরূপ এই পাপময়ঘৃণিত কার্য্যানুষ্ঠান হইতে বিরত করিল। রাবণ শোকে বিহ্বল হইয়া সেই স্থান পরিত্যাগ করিল এবং তদ্দণ্ডেই যুদ্ধযাত্রা করিয়া রামের সহিত

ভয়ঙ্কর সংগ্রাম আরম্ভ করিল। বহুক্ষণ যুদ্ধ হইলে লক্ষ্মণ রাবণের শক্তিশেলে হতচেতন হইয়া ধরাশয্যায় শয়ন করিলেন। রামচন্দ্র প্রাণপ্রতিম ভ্রাতাকে গতাসু মনে করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন; বানরসকল শিরে করাঘাত করিয়া রোদন করিতে লাগিল; মুহূর্ত্তমধ্যে সেই রণস্থল হাহাকার ও বিলাপধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। এদিকে রাবণ যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে করিতে পুরীমধ্যে প্রবেশ করিল।

লক্ষ্মণ শক্তিশেলে বিদ্ধ হইয়া লুপ্তসংজ্ঞ হইলে; হনূমান্ সুচিকিৎসকগণের পরামর্শে তাঁহার নিমিত্ত গন্ধমাদন পর্ব্বত হইতে ঔষধ আনয়ন করিলেন। লক্ষ্মণ সেই ঔষধের গুণে অচিরে সুস্থ হইলেন। বানরগণের জয়োল্লাসে পুনর্ব্বার সেই লঙ্কাপুরী কম্পিত হইতে লাগিল। রামের বিজয়িনী শক্তি কিছুতেই বিধ্বস্ত হইল না দেখিয়া, রাবণ অতিশয় চিন্তাকুল হইল। রাবণ পুনর্ব্বার অমিততেজে যুদ্ধস্থলে উপনীত হইল এবং সেইদিনেই পৃথিবীকে অরাম বা অরাবণ করিতে প্রতিজ্ঞা করিল। রামরাবণের ভয়ঙ্কর সংগ্রাম ও বিচিত্র রণনৈপুণ্য দর্শন করিতে দেবতা, সিদ্ধ, চারণ ও অপ্সরোগণ আগমন করিলেন। ইন্দ্র রামচন্দ্রকে ভূমিতলে যুদ্ধ করিতে দেখিয়া অনুকম্পাপরবশ হইলেন এবং তদ্দণ্ডেই রামের নিকট স্বীয় অপূর্ব্ব রথ প্রেরণ করিলেন। রামচন্দ্র ইন্দ্রের প্রসন্নতায় হৃষ্ট হইয়া সেই রথে আরোহণ করিলেন এবং সারথিকে রাবণাভিমুখে রথচালনা করিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। সেই বীর-

যুগলের অপূর্ব্ব রণবেশ, ভীষণ ধনুষ্টঙ্কার, ও কৃতান্তসদৃশ সংহারমূর্ত্তি দর্শনে জীবজন্তুসকল ভয়ে নিস্পন্দ হইল। অনন্তর উভয়ের মধ্যে ঘোরতর দ্বৈরথ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বিজয় লক্ষ্মী কাহার পক্ষ আশ্রয় করিবেন, ইহা স্থির করিতে অক্ষম হইয়াই যেন একবার রামের এবং একবার রাবণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ইতঃপূর্ব্বে মহর্ষি অগস্ত্য যুদ্ধদর্শনার্থ লঙ্কাতে আগমন করিয়া রাবণবধের নিমিত্ত রামচন্দ্রকে আদিত্যহৃদয় নামক সনাতন স্তোত্র শ্রবণ করাইয়াছিলেন, সুতরাং রাঘব রাবণবধে কৃতনিশ্চয় হইয়া মহোৎসাহে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ যুদ্ধ হইলেও, জয়পরাজয় কিছুই স্থিরীকৃত হইল না। অবশেষে রামচন্দ্র ক্রোধে হুতাশনের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া রাবণের প্রতি এক ভয়ঙ্কর ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। সেই অস্ত্রাঘাতেই রাবণ গতাসু হইয়া রথ হইতে ভীমবেগে ভূতলে পতিত হইল।

রাবণ নিহত হইবামাত্র এক মহান্ আনন্দকোলাহলে দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ হইয়া গেল। বানরগণের মধ্য হইতে এক তুমুল কিলকিলাধ্বনি সমুত্থিত হইল। অধর্ম্মাচারী রাবণের নিধনমাত্রে দিক্‌সকল যেন প্রসন্ন হইয়া গেল; গন্ধবহ মধুগন্ধে সর্ব্বস্থল পরিপূরিত করিল; সূর্য্যমণ্ডল যেন প্রভাসম্পন্ন হইল এবং স্থাবরজঙ্গম যেন রামের বিজয়িনী শক্তির সম্বর্দ্ধনা করিতে লাগিল। বিভীষণ পাপাচারী রাবণকে ধরাশায়ী দেখিয়া বিস্তর বিলাপ করিলেন; রাবণের পত্নীগণ ভর্ত্তৃশোকে কাতর হইয়া উন্মাদিনীবেশে রোদন ও বিলাপ করিতে করিতে রণ-

স্থলে আগমন করিল। করুণহৃদয় রামচন্দ্র বিভীষণকে আশ্বস্ত করিয়া তাঁহাকে রাবণের প্রেতকৃত্য সমাপন ও নারীগণকে সান্ত্বনা করিতে উপদেশ দিলেন। রাম অশ্রুপূর্ণলোচনে মহাবীর রাবণের শৌর্য্যবীর্য্যের যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন। রাবণের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইলে, লক্ষ্মণ রামের আদেশে বিভীষণকে লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন।

এতদিনে দুরন্ত শত্রু সমুচ্ছেদ হইল। এতদিনে রামচন্দ্র সফলকাম হইলেন। সীতাসমুদ্ধারার্থ সুগ্রাব যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, এতদিনে তাহাও পূর্ণ হইল। রাবণবধে সকলেই হর্ষ ও আনন্দে নিমগ্ন হইল। রামচন্দ্র, সুগ্রীব বিভীষণ ও প্রধান প্রধান বানরগণকে আলিঙ্গন করিয়া, হৃদগত আনন্দ প্রকটিত করিলেন। অতঃপর তিনি মহাবীর হনূমান্‌কে অশোককাননে সীতার কুশল জিজ্ঞাসা করিতে ও তাঁহাকে রাবণবধসংবাদ জ্ঞাপন করিতে লঙ্কাপুরীমধ্যে প্রেরণ করিলেন। হনূমান্‌কে গমনোদ্যত দেখিয়া তিনি বলিলেন "বীর, তুমি জানকীকে এই প্রিয় সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার প্রত্যুত্তর লইয়া আইস।" সীতাদেবী মলিনবেশে দীনচিত্তে অশোককাননে রাক্ষসীপরিবেষ্টিত হইয়া উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময়ে হনূমান্ তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া রামলক্ষ্মণের কুশলবার্ত্তা ও দুরাত্মা রাবণের বধসংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। দেবী জানকী হনূমানের মুখে এই প্রিয়সংবাদ শ্রবণ করিয়া হর্ষভরে কিয়ৎক্ষণ বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে সমর্থ হইলেন "বৎস, তুমি আমায় যে কথা শুনাইলে, ভাবিয়াও আমি ইহার অনুরূপ কোন দেয় বস্তু

দেখিতে পাই না। তোমাকে দান করিয়া সুখী হইতে পারি, পৃথিবীতে এমন কিছুই দেখিতেছি না। সুবর্ণ, বিবিধ রত্ন বা ত্রৈলোক্যরাজ্যও এই সুসংবাদের প্রতিদান হইতে পারে না।” (৬।১০৪)

হনুমান্ সীতার বাক্যে আনন্দিত হইয়া তৎপ্রীতিকামনায় সীতার ক্লেশদাত্রী দুরন্ত রাক্ষসীগণকে বধ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু দীনা দীনবৎসলা জানকী চিন্তা ও বিচার করিয়া তাঁহাকে সেই নিষ্ঠুর কার্য্য হইতে বিরত করিলেন। সীতা বলিলেন “বীর, যাহারা রাজার আশ্রিতা ও বশ্যা, যাহারা অন্যের আদেশে কার্য্য করে, সেই সমস্ত আজ্ঞানুবর্ত্তিনী দাসীর প্রতি কে কুপিত হইতে পারে? আমি অদৃষ্টদোষে এইরূপ লাঞ্ছনা সহিতেছি। বলিতে কি, আমি স্বকার্য্যেরই ফলভোগ করিতেছি। অতএব তুমি উহাদিগকে বধ করিবার কথা আর আমায় বলিও না। আমার এইটি দৈব গতি। এক্ষণে আমি ইহাদিগকে, নিতান্ত অক্ষম ও দুর্ব্বলের ন্যায় ক্ষমা করিতেছি। ইহারা রাবণের আজ্ঞাক্রমে আমায় তর্জ্জন গর্জ্জন করিত। এখন সে বিনষ্ট হইয়াছে, সুতরাং ইহারাও আর আমার প্রতি সেরূপ ব্যবহার করিবে না। যাহারা অন্যের প্রেরণায় পাপাচরণ করে, প্রাজ্ঞ ব্যক্তি তাহাদের প্রত্যপকার করেন না; ফলতঃ এইরূপ আচার রক্ষা করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। চরিত্রই সাধুগণের ভূষণ। আর্য্য ব্যক্তি পাপী ও বধার্হকেও শুভাচারীর তুল্য দয়া করিবেন। ধরিতে গেলে সকলেই অপরাধ করিয়া থাকে, সুতরাং সর্ব্বত্র ক্ষমা করা

উচিত। পরহিংসাতে যাহাদের সুখ, যাহারা ক্রূরপ্রকৃতি ও দুরাত্মা, পাপাচরণ দেখিলেও তাহাদিগকে দণ্ড করিবে না।” (৬।১১৪)

হনূমান্ সীতার ধর্ম্মসঙ্গত বাক্য শ্রবণ করিয়া পুলকিতমনে কহিলেন “দেবি, বুঝিলাম তুমি রামের গুণবতী ধর্ম্মপত্নী এবং সর্ব্বাংশেই তাঁহার অনুরূপা, এখন আমায় অনুমতি কর, আমি তাঁহার নিকট প্রস্থান করি।” তখন জানকী বলিলেন “সৌম্য, আমি ভক্তবৎসল ভর্ত্তাকে দেখিবার ইচ্ছা করি।” মহামতি হনূমান্ তাঁহার মনে হর্ষোৎপাদন পূর্ব্বক কহিলেন “দেবি, আজই তুমি রামলক্ষ্মণকে দেখিতে পাইবে। তিনি এখন নিঃশক্র ও স্থিরমিত্র; শচী যেমন সুররাজ ইন্দ্রকে দেখেন, তুমিও আজ সেইরূপ তাঁহাকে পাইবে।” এই বলিয়া হনূমান্ জানকীর নিকট বিদায়গ্রহণ পূর্ব্বক রামসন্নিধানে উপনীত হইলেন।

রাম হনূমানের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সহসা অতিশয় চিন্তিত হইলেন। তাঁহার নয়নযুগল বাস্পপরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বিভীষণকে কহিলেন “রাক্ষসরাজ, জানকীকে স্নান করাইয়া এবং উৎকৃষ্ট অঙ্গরাগ ও অলঙ্কারে সুসজ্জিত করিয়া এই স্থানে শীঘ্রই আনয়ন কর।” বিভীষণ অন্তঃপুরে প্রবেশ পূর্ব্বক স্বীয় পুরস্ত্রী দ্বারা অগ্রে সীতাকে সত্বর হইতে সংবাদ দিলেন, পরে স্বয়ং সাক্ষাৎ করিয়া মস্তকে অঞ্জলি বন্ধন পূর্ব্বক কহিলেন “দেবি, তুমি উৎকৃষ্ট অঙ্গরাগ ও অলঙ্কারে সুসজ্জিত হইয়া যানে আরোহণ

কর, তোমার মঙ্গল হউক, রাম তোমায় দেখিবার ইচ্ছা করিয়াছেন।”

বিভীষণের বাক্য শ্রবণ করিয়া সীতার আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না। বহুদিনের পর আজ সীতাদেবী ভর্ত্তৃসন্দর্শনে গমন করিতেছেন, তাঁহার আর অলঙ্কারের প্রয়োজন কি ? কিন্তু বিভীষণ তাঁহাকে ভর্ত্তৃনিদেশই পালন করিতে অনুরোধ করিলেন ; পতিব্রতা রাঘবপত্নীও পতিভক্তিপ্রভাবে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন। তিনি অবিলম্বে শুদ্ধস্নাতা হইয়া মহামূল্য বস্ত্রালঙ্কার ধারণ পূর্ব্বক শিবিকায় আরোহণ করিলেন। সীতাদেবীর হৃদয়ক্ষেত্র আজ নানাভাবের লীলাভূমি। পামর রাবণের হস্ত হইতে তিনি যে কখনও মুক্তিলাভ করিবেন এবং আর কখনও যে তিনি স্বামিমুখ দর্শন করিতে পাইবেন, তাহা তাঁহার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। কিন্তু সীতাদেবী আজ সত্যসত্যই সেই প্রেমময় জীবিতনাথের সন্দর্শনেই গমন করিতেছেন। ইহা ত অভাগিনী সীতার দুঃখময়জীবনে সুখস্বপ্নমাত্র নহে ? সীতা আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন এবং কৃতজ্ঞহৃদয়ে দেবগণের উদ্দেশে প্রণাম করিলেন। সীতা এইরূপ নানা চিন্তায় নিমগ্না, ইত্যবসরে শিবিকা রামসন্নিধানে উপনীত হইল। বিভীষণ অগ্রসর হইয়া রামকে সীতার আগমনসংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। রাম জানিয়াও যেন কিছুই জানেন না, তিনি সীতার শিবিকাটি সন্নিহিত হইতে দেখিয়াই ধ্যানমগ্ন হইলেন। আজ তাঁহার হৃদয় ঘোর অশান্তিপূর্ণ ; একদিকে ক্ষত্রিয় তেজ ও ক্ষত্রিয় অভিমান, অপরদিকে

দাম্পত্যপ্রেম ও প্রিয়জনসমাগম; একদিকে সীতার রাক্ষসগৃহবাস, অপরদিকে সীতার নির্দ্দোষিতা; একদিকে লোকাপবাদ, অপরদিকে হৃদ্গদ অভ্রান্ত বিশ্বাস; একদিকে মাধুর্য্য, অপরদিকে ভীষণতা; এবম্বিধ নানা ভাবের তুমুল আন্দোলনে তাঁহার হৃদয় অতিশয় অভিভূত হইয়া পড়িল। রামচন্দ্র নিশ্চেষ্টভাবে উপবিষ্ট আছেন দেখিয়া, বিভীষণ তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া হৃষ্টমনে কহিলেন "বীর, দেবী জানকী উপস্থিত।" ঐ রাক্ষসগৃহপ্রবাসিনীর আগমনবার্ত্তা অবগত হইবামাত্র রামচন্দ্র যুগপৎ হর্ষ ও দুঃখ অনুভব করিলেন। তিনি ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন "রাক্ষসরাজ, জানকী শীঘ্রই আমার নিকট আগমন করুন।" এই বলিয়া তিনি পুনর্ব্বার চিন্তাসাগরে নিমজ্জিত হইলেন। ধর্ম্মজ্ঞ বিভীষণ রামের আদেশ শ্রবণমাত্র তৎক্ষণাৎ তৎসন্নিহিত সমস্ত লোককে সেই স্থান হইতে অপসারিত করিতে ভৃত্যগণের উপর আদেশ প্রচার করিলেন। বানর, ভল্লুক ও রাক্ষসগণ দলে দলে উত্থিত হইয়া দূরে গমন করিতে লাগিল। ঐ সময়ে বায়ুবেগক্ষুভিত সমুদ্রের গভীর গর্জ্জনের ন্যায় একটি তুমুল কলরব সমুত্থিত হইল। সহসা রামের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি সৈন্যগণের অপসারণ ও তান্নবন্ধন সকলকে তটস্থ দেখিয়া ক্রোধভরে বিভীষণকে তিরস্কার পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন "তুমি কি জন্য আমায় উপেক্ষা করিয়া এই সমস্ত লোককে কষ্ট দিতেছ? ইহারা আমারই আত্মীয় স্বজন। গৃহ, বস্ত্র ও প্রাকার স্ত্রীলোকের আবরণ নয়, এইরূপ লোকাপসারণও স্ত্রীলোকের আবরণ নয়, ইহা রাজাড়ম্বর মাত্র;

চরিত্রই স্ত্রীলোকের আবরণ। অধিকন্তু বিপত্তি, পীড়া, যুদ্ধ, স্বয়ম্বর, যজ্ঞ ও বিবাহকালে স্ত্রীলোককে দেখিতে পাওয়া দূষণীয় নহে। এক্ষণে এই সীতা বিপন্না; ইনি অতিশয় কষ্টে পড়িয়াছেন। এসময়ে, বিশেষতঃ আমার নিকটে, ইহাঁকে দেখিতে পাওয়া দোষাবহ হইতে পারে না। অতএব ইনি শিবিকা ত্যাগ করিয়া পদব্রজেই আসুন। এই সমস্ত বানর আমার সমীপে ইহাঁকে দর্শন করুক।"

বিভীষণের মনে ঘোরতর সন্দেহ উপস্থিত হইল। লক্ষ্মণ এবং হনুমানও রামের এই আদেশ শ্রবণে অতিশয় বিস্মিত ও দুঃখিত হইলেন। বানর ও রাক্ষসসমাজ নীরব ও নিস্পন্দ, মহামতি বিভীষণ সীতা সমভিব্যাহারে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছেন; কৌশেয়বসনা সীতাদেবী লজ্জায় যেন স্বদেহে মিশাইয়া যাইতেছেন; বিভীষণ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ; লোকে অনিমিষলোচনে সীতার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে; রামচন্দ্র সমুদ্রের ন্যায় প্রশান্ত ও গম্ভীরভাবে উপবিষ্ট। সীতাদেবী ধীরে ধীরে স্বামীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া মুখাবরণ উত্তোলন করিলেন এবং বিস্ময় হর্ষ ও স্নেহভরে ভর্ত্তার পূর্ণচন্দ্রসন্নিভ প্রশান্ত মুখমণ্ডল অবলোকন করিলেন। রামচন্দ্র বিনয়াবনত জানকীকে পার্শ্বে দণ্ডায়মান দেখিয়া স্পষ্টাক্ষরে কহিলেন "ভদ্রে, আমি সংগ্রামে শত্রুজয় করিয়া এই তোমায় আনিলাম। পৌরুষে যতদূর করিতে হয়, আমি তাহাই করিলাম। এক্ষণে আমার ক্রোধের উপশম হইল এবং আমি অপমানেরও প্রতিশোধ লইলাম। আজ সকলে আমার পৌরুষ প্রত্যক্ষ করিল,

আজ সমস্ত পরিশ্রম সফল হইল, আজ আমি প্রতিজ্ঞা সমুত্তীর্ণ হইলাম, আজ আমি আপনার প্রভু। চপলচিত্ত রাক্ষস আমার অগোচরে তোমায় যে অপহরণ করিয়াছিল, ইহা তোমার দৈববিহিত দোষ, আমি মনুষ্য হইয়া তাহা ক্ষালন করিলাম। আজ মহাবীর হনূমানের সাগরলঙ্ঘন, লঙ্কাদাহন প্রভৃতি গৌরবের কার্য্য, সুগ্রীবের যত্ন, বিক্রমপ্রদর্শন ও সৎপরামর্শদান, এবং মহামতি বিভীষণেরও সমস্ত পরিশ্রমই সফল হইল।" রামের বাক্য শুনিতে শুনিতে সীতাদেবীর নয়নযুগল বিস্ফারিত হইয়া উঠিল এবং শিশিরসিক্ত কমলদলের ন্যায় অশ্রুজলে পরিব্যাপ্ত হইল। রাম ঐ নীলকুঞ্চিতকেশা কমললোচনার দিকে একবার মাত্র দৃষ্টিপাত করিয়া অতিশয় কাতর হইয়া পড়িলেন, কিন্তু সহসা আত্মসংযম করিয়া আবার সর্ব্বসমক্ষেই নিম্নলিখিত বাক্য গুলি বলিতে লাগিলেন ঃ—

"অবমাননার প্রতিশোধ লইতে গিয়া মানধন মনুষ্যের যাহা কর্ত্তব্য, আমি রাবণের বধ সাধনপূর্ব্বক তাহা করিয়াছি। তুমি নিশ্চয় জানিও আমি যে সুহৃদ্‌গণের বাহুবলে এই যুদ্ধশ্রম উত্তীর্ণ হইলাম, ইহা তোমার জন্য নহে। আমি স্বীয় চরিত্ররক্ষা, সর্ব্বব্যাপী নিন্দাপরিহার এবং আপনার প্রখ্যাতবংশের নীচত্ব অপবাদ ক্ষালনের উদ্দেশে এই কার্য্য করিয়াছি। এক্ষণে পরগৃহবাসনিবন্ধন তোমার চরিত্রে আমার বিলক্ষণ সন্দেহ হইয়াছে। তুমি আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান, কিন্তু নেত্ররোগগ্রস্ত ব্যক্তির যেমন দীপশিখা প্রতিকূল, সেইরূপ তুমিও আমার চক্ষের অতিমাত্র প্রতিকূল হইয়াছ। অতএব আজ

তোমায় কহিতেছি, তুমি যে দিকে ইচ্ছা গমন কর, আমি আর তোমায় চাই না। তুমি রাবণকর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছিলে, সে তোমাকে দুষ্টচক্ষে দেখিয়াছে, এক্ষণে আমি নিজের সৎকুলের পরিচয় দিয়া কিরূপে তোমায় পুনর্গ্রহণ করিব? যে কারণে তোমায় উদ্ধার করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলাম, আমার তাহা সফল হইয়াছে, এক্ষণে তোমাতে আর আমার প্রবৃত্তি নাই। তুমি যথায় ইচ্ছা যাও।" (৬।১১৬)

যদি সেই সময়ে সহসা সীতার মস্তকে অশনিপাত হইত, সীতা কিছুতেই বিস্মিত হইতেন না। সীতা রামচন্দ্রের এই রোমহর্ষণ কঠোরবাক্য শ্রবণ করিয়া একেবারে মৃতপ্রায় হইলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে সীতার সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। সেই সময়ে পৃথিবী যদি দ্বিধা হইত, তাহা হইলে অভাগিনী তন্মধ্যে প্রবেশলাভ করিয়া এই দারুণ অপমান ও লজ্জা হইতে আপনাকে কথঞ্চিৎ রক্ষা করিতেন। তিনি বাস্পাকুললোচনে রোদন করিতে লাগিলেন, পরে বস্ত্রাঞ্চলে মুখ চক্ষু মুছিয়া মৃদু ও গদগদবাক্যে রামকে বলিলেন "যেমন নীচ ব্যক্তি নীচ স্ত্রীলোককে রূঢ়কথা বলে, সেইরূপ তুমিও আমাকে শ্রুতিকটু অবাচ্য রুক্ষকথা কহিতেছ। তুমি আমায় যেরূপ বুঝিয়াছ, আমি তাহা নহি। আমি স্বীয় চরিত্রের উল্লেখে শপথ করিয়া কহিতেছি, তুমি আমাকে প্রত্যয় কর। তুমি নীচপ্রকৃতি স্ত্রীলোকের গতি দেখিয়া স্ত্রীজাতিকে আশঙ্কা করিতেছ, ইহা একান্ত অনুচিত; যদি আমি তোমার পরীক্ষিত হইয়া থাকি, তবে তুমি এই আশঙ্কা পরিত্যাগ কর। যদি পরস্পরের প্রবৃদ্ধ

অনুরাগ এবং চিরসংসর্গেও তুমি আমায় না জানিয়া থাক, তবে ইহাতেই ত আমি এককালে নষ্ট হইয়াছি। তুমি আমার অনুসন্ধানের জন্য যখন হনুমান্‌কে লঙ্কায় প্রেরণ করিয়াছিলে, তখন কেন পরিত্যাগের কথা শ্রবণ করাও নাই? আমি এই কথা শুনিলেই ত সেই বানরের সমক্ষে তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিতে পারিতাম। এইরূপ হইলে তুমি আপনার জীবনকে সঙ্কটে ফেলিয়া বৃথা কষ্ট পাইতে না, এবং তোমার সুহৃদ্‌গণেরও অনর্থক কোন ক্লেশ হইত না। রাজন্ তুমি ক্রোধের বশীভূত হইয়া নিতান্ত নীচলোকের ন্যায় আমাকে অপরসাধারণ স্ত্রীজাতির সহিত অভিন্ন ভাবিতেছ, কিন্তু আমার জানকী নাম কেবল জনকের যজ্ঞসম্পর্কে, জন্মনিবন্ধন নহে। পৃথিবীই আমার জননী। এক্ষণে তুমি বিচারক্ষম হইয়াও আমার বহুমানযোগ্য চরিত্র বুঝিতে পারিলে না? বাল্যে যে উদ্দেশে আমার পাণিপীড়ন করিয়াছ, তাহাও মানিলে না এবং তোমার প্রতি আমার প্রীতি ও ভক্তি সমস্তই পশ্চাতে ফেলিলে।" (৬।১১৭)

এই বলিয়া জানকী রোদন করিতে করিতে বাষ্পগদ্গদস্বরে দুঃখিত ও চিন্তিত লক্ষ্মণকে কহিলেন "লক্ষ্মণ, তুমি আমায় চিতা প্রস্তুত করিয়া দাও; এক্ষণে তাহাই আমার বিপদের ঔষধ। আমি মিথ্যা অপবাদ সহ্য করিয়া বাঁচিতে চাই না। ভর্ত্তা আমার গুণে অপ্রীত, তিনি সর্ব্বসমক্ষে আমায় পরিত্যাগ করিলেন। এক্ষণে আমি অগ্নি প্রবেশ পূর্ব্বক দেহপাত করিব।" (৬।১১৭) লক্ষ্মণ বাষ্পাকুললোচনে রোষভরে রামের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন এবং আকার প্রকারে তাঁহার

মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া তাঁহারই আদেশে তৎক্ষণাৎ এক চিতা প্রস্তুত করিলেন। চিতাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহই সাহসপূর্ব্বক কালান্তক যমতুল্য রামকে কোন কথা বলিতে সমর্থ হইলেন না। সীতা-দেবী স্বামীকে প্রদক্ষিণ করিয়া জ্বলন্ত চিতার নিকটস্থ হইলেন এবং দেবতা ও ব্রাহ্মণগণকে অভিবাদন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অগ্নিসমক্ষে কহিলেন "যদি রামের প্রতি আমার মন অটল থাকে, তবে এই লোকসাক্ষী অগ্নি সর্ব্বতোভাবে আমায় রক্ষা করুন। রাম সাধ্বী সীতাকে অসতী জানিতেছেন, যদি আমি সতী হই, তবে এই লোকসাক্ষী অগ্নি সর্ব্বতোভাবে আমায় রক্ষা করুন।" এই বলিয়া জানকী চিতা প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক নির্ভয়ে অকাতরে প্রদীপ্ত অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিলেন। আবালবৃদ্ধ সকলে আকুল হইয়া দেখিল, সেই তপ্তকাঞ্চনবর্ণা তপ্তকাঞ্চন-ভূষণা সর্ব্বসমক্ষে জ্বলন্ত অগ্নিমধ্যে পতিত হইলেন। মহর্ষি দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণ সবিস্ময়ে দেখিলেন, ঐ বিশাললোচনা যজ্ঞে পূর্ণাহুতির ন্যায় অগ্নিতে পতিত হইলেন। সমবেত স্ত্রীলোকেরা আকুলহৃদয়ে রোমাঞ্চদেহে দেখিলেন, তেজোগর্ব্বিতা জানকী মন্ত্রপূত বসুধারার ন্যায় অগ্নিমধ্যে পতিত হইলেন। চারিদিকে হাহাকারধ্বনি উঠিল; জীবজন্তুসকল তুমুলরবে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল এবং সকলে বিলাপধ্বনিতে গগনমণ্ডল পরিপূর্ণ করিল।

রাম জানকীর এই অলৌকিক কার্য্যদর্শন ও তৎকালে সকলের মুখে নানাকথা, শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত বিমনা হইলেন এবং বাষ্পাকুললোচনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। সহসা

দৈববাণী হইল "রাম, তুমি সকলের কর্ত্তা, ও জ্ঞানিগণের অগ্রগণ্য, এক্ষণে সামান্য লোকের ন্যায় জানকীর অগ্নিপ্রবেশ উপেক্ষা করিতেছ কেন? এই সীতা নিষ্পাপা, তুমি ইহাঁকে গ্রহণ কর।" বাক্য অবসান হইতে না হইতেই মূর্ত্তিমান অগ্নি সমবেত সর্ব্বজনের মনে বিস্ময় সমুৎপাদন করিয়া জানকীকে অঙ্কে ধারণ পূর্ব্বক চিতা হইতে সমুদ্ভূত হইলেন। জানকী তরুণসূর্য্যপ্রভা ও স্বর্ণালঙ্কারশোভিতা; তাঁহার পরিধান রক্তাম্বর এবং কেশকলাপ কৃষ্ণ ও কুঞ্চিত। দীপ্ত চিতানলের উত্তাপেও তাঁহার মাল্য ও অলঙ্কার ম্লান হয় নাই। সর্ব্বসাক্ষী অগ্নি ঐ সর্ব্বাঙ্গসুন্দরীকে রামের হস্তে সমর্পণ করিয়া কহিলেন, "রাম, এই তোমার জানকী; ইনি নিষ্পাপা। এই সচ্চরিত্রা বাক্য, মন, বুদ্ধি ও চক্ষুদ্বারাও চরিত্রকে দূষিত করেন নাই। যদবধি বলদৃপ্ত রাবণ ইহাঁকে আনিয়াছে, তদবধি আজ পর্য্যন্ত ইনি তোমার বিরহে দীনমনে নির্জ্জনে কালযাপন করিতেছিলেন। ইনি অন্তঃপুরে রুদ্ধা ও রক্ষিতা। ইনি এত দিন পরাধীন ছিলেন, কিন্তু তোমাতেই ইহাঁর চিত্ত, তুমিই ইহাঁর একমাত্র গতি। ঘোররূপ ঘোরবুদ্ধি রাক্ষসীরা ইহাঁকে নানারূপ প্রলোভন দেখাইত এবং ইহাঁর প্রতি সর্ব্বদা তর্জ্জন গর্জ্জন করিত; কিন্তু ইহাঁর মন তোমাতেই অটল ছিল, এবং ইনি রাবণকে কখনও চিন্তাও করেন নাই। ইহাঁর আন্তরিক ভাব বিশুদ্ধ, ইনি নিষ্পাপা। এক্ষণে তুমি ইহাঁকে গ্রহণ কর; আমি তোমাকে আজ্ঞা করিতেছি, তুমি এই বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ করিও না।" (৬।১১৯)

রামচন্দ্র নিজ অন্তরে সীতার বিশুদ্ধতা জানিতেন; কিন্তু সীতা বহুকাল রাবণগৃহে অবরুদ্ধা ছিলেন, এই নিমিত্ত তাঁহার শুদ্ধির আবশ্যকতা মনে করিয়াছিলেন। রাম যদি সর্ব্ব-সমক্ষে তাঁহাকে বিশুদ্ধ না করিয়া লইতেন, তবে লোকে রামকে কামুক ও মূর্খ বলিত। এক্ষণে সকলের সহিত রাম জানিলেন যে, সীতার হৃদয় অনন্যপরায়ণ, চরিত্রদোষ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। তিনি স্বীয় পাতিব্রত্যতেজে রক্ষিত ছিলেন। তিনি প্রদীপ্ত বহ্নিশিখার ন্যায় সর্ব্বতোভাবে রাব-ণের অস্পৃশ্যা ছিলেন। প্রভা যেমন সূর্য্য হইতে অবিচ্ছিন্ন, সেইরূপ সীতাও রাম হইতে ভিন্ন নহেন। পরগৃহবাসনিবন্ধন রাম তাঁহাকে কদাচই পরিত্যাগ করিতে পারেন না। মহাবল বিজয়ী রামচন্দ্র সীতাদেবীকে সাদরে গ্রহণ করিলেন; অমনই আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি ও দুন্দুভিধ্বনি হইতে লাগিল। তখন শচী যেরূপ ইন্দ্রের নিকট সুশোভিত হন, সেইরূপ তেজঃপ্রদীপ্তা সীতাদেবীও রামের সহিত মিলিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা পাইতে লাগিলেন।

একাদশ অধ্যায়।

রামচন্দ্র সীতাদেবীকে নিষ্পাপা ও শুদ্ধচারিণী জানিয়া গ্রহণ করিলে, সকলে এক মহান্ আনন্দকোলাহল করিয়া উঠিল। জানকী বহুপ্রকার বিঘ্নবিপত্তির পর দেবকল্প স্বামীর পবিত্র চরণতলে স্থান পাইয়া হর্ষভরে কিয়ৎক্ষণ বাঙ্নিষ্পত্তি করিতে অক্ষম হইলেন এবং নিজের প্রতি প্রিয়তমের অপ্রত্যাশিত কঠোর ব্যবহার সকল একেবারে বিস্মৃত হইয়া গেলেন। কিয়দ্দিনের জন্য উভয়ের জীবনাকাশে যে বিষাদমেঘ পরিদৃষ্ট হইয়াছিল, সহসা তাহা অন্তর্হিত হইলে আবার এক অভিনব পুণ্যজ্যোতি তাঁহাদের মুখমণ্ডলে ক্রীড়া করিতে লাগিল। রামচন্দ্র আবার সেই বনচারী, ধনুর্ব্বাণধারী, আনন্দময় জানকী-বল্লভের ন্যায় এবং সীতাদেবীও সেই প্রফুল্লতাময়ী, অরণ্য-চারিণী বনদেবী রাঘব পত্নীর ন্যায় পরিলক্ষিত হইতে লাগিলেন। তখন তাঁহাদিগকে দেখিয়া বোধ হইল, যেন তাঁহারা জীবনে কখন ক্ষণকালের জন্যও বিচ্ছিন্ন হন নাই, যেন সীতাহরণ রাবণবধ প্রভৃতি কার্য্যসকল তাঁহাদের নিকট স্বপ্নবৎ অস্পষ্ট ও অলীক! ফলতঃ, তৎকালে উভয়েই হর্ষোল্লাসে নির্ম্মল গগনবিহারী পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

রামচন্দ্রের বনবাসকাল অতিক্রান্ত হইয়াছিল; সুতরাং তিনি, অনুজ লক্ষ্মণ দেবী জানকী ও মিত্রগণের সহিত অযোধ্যায় প্রত্যাগত হইতে সমুৎসুক হইলেন। রাক্ষসরাজ বিভীষণ অনতিবিলম্বে দেবদুর্লভ পুষ্পকরথ সুসজ্জিত করাইয়া তৎসমীপে তাহা আনয়ন করিলেন। রামচন্দ্র সর্ব্বাগ্রে বহু-সম্মানযোগ্যা সীতাদেবী ও লক্ষ্মণের সহিত তাহাতে আরোহণ করিলে, সুগ্রীবাদি বানরগণ এবং বিভীষণাদি রাক্ষসগণও তন্মধ্যে স্থানপরিগ্রহ করিলেন। সকলে আরূঢ় হইলে, রামের আজ্ঞা-মাত্র সেই সুবৃহৎ পুষ্পকরথ কিঙ্কিনীজাল আলোড়ন পূর্ব্বক মহানাদে গগনমার্গে উত্থিত হইল। রামচন্দ্র জানকীর সহিত এক নিভৃত কক্ষে উপবিষ্ট হইয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহাকে ধরণীর বিচিত্র দৃশ্য প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। নিম্নে যুদ্ধস্থল; সেই যুদ্ধস্থলের যে যে অংশে প্রধান প্রধান ঘটনা সকল সংঘটিত হইয়াছিল, রাম অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক সীতাকে তাহা দেখাইতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে বিমান সমুদ্রের উপরিভাগে উপস্থিত হইল। দিগন্তপ্রসারী মহাসমুদ্র বায়ুবেগে সংক্ষুভিত হইয়া উত্তাল তরঙ্গমালায় আচ্ছন্ন হইয়া-ছিল। তন্মধ্যে প্রকাণ্ড সেতু লম্বমান থাকিয়া, গগনমণ্ডলে ছায়াপথের ন্যায়, পরিশোভিত হইতেছিল। সীতাদেবী বিস্ময়-বিস্ফারিতলোচনে মহাসাগরের ভীষণ ভাব ও সেই বিচিত্র সেতু দর্শন করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে সাগর অতিক্রান্ত হইলে, অস্পষ্টনীলিমাযুক্ত পূগমালাশোভিত সুদৃশ্য বেলাভূমি দৃষ্টিগোচর হইল। সীতাদেবী সমুদ্রবক্ষ হইতে তীরভূমির

অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া হৃদয়ে বিমল আনন্দ অনুভব করিলেন। বিমান বেলাভূমি অতিক্রম করিয়া কিষ্কিন্ধাভিমুখে প্রধাবিত হইল। রামচন্দ্র জানকীকে কত সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখাইতেছেন ইত্যবসরে পুষ্পক কিষ্কিন্ধা রাজ্যে উপস্থিত হইল। তারা ও রুমা প্রভৃতি বানর রমণীগণের সহিত সীতার পরিচয় হইল; সীতাদেবী তাঁহাদিগকে সেই পুষ্পকরথেই অযোধ্যায় লইয়া যাইতে অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিলে, তাঁহারাও তৎসমভিব্যাহারে গমন করিতে সম্মত হইলেন। অনন্তর বিমান কিষ্কিন্ধা পরিত্যাগ করিয়া অযোধ্যাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। রামচন্দ্র সীতাকে ঋষ্যমূক পর্ব্বত, মনোহর পম্পা-সরোবর প্রভৃতি রমণীয় প্রদেশ সকল দেখাইয়া সেই সেই স্থলে তৎবিরহে কিরূপ কষ্টে কালাতিপাত করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। পূজ্যস্বভাবা শবরীর আশ্রম, কবন্ধের বধস্থল, স্বচ্ছসলিলা গোদাবরী, পঞ্চবটীবনে তাঁহাদের পূর্ব্ব আশ্রমপদ, রমণীয় পর্ণশালা, কিঙ্কিনীশব্দে চকিত মৃগদল, অগস্ত্যাশ্রম, শরভঙ্গাশ্রম, সুতীক্ষ্ণাশ্রম, মহর্ষি অত্রির আশ্রম ও চিত্রকূট পর্ব্বত প্রভৃতি দর্শন করিতে করিতে সীতাদেবী মনোমধ্যে অপূর্ব্ব ভাবসকল অনুভব করিতে লাগিলেন। দূর হইতে অক্ষয় বট, চিত্রকাননা যমুনা ও পুণ্যসলিলা জাহ্নবী দর্শন পূর্ব্বক সীতাদেবী তাহাদিগকে ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন। বিমান অনতিবিলম্বে মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রমে উপনীত হইল। রামলক্ষ্মণ রথ হইতে অবতরণ করিয়া মহর্ষিকে অভিবাদন করিলেন এবং তাঁহার নিকট অযোধ্যার সর্ব্বাঙ্গীন কুশল সংবাদ

শ্রবণ করিয়া পুলকিত হইলেন। হনূমান্ রামের আদেশে অগ্রসর হইয়া নন্দিগ্রামে ভরতকে সকলের আগমন সংবাদ প্রদান করিলেন। তাপসবেশধারী ভ্রাতৃবৎসল মহাবীর ভরত অগ্রজের আগমন সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে আনন্দোৎসব ঘোষণা করিলেন এবং তাঁহার প্রত্যুৎগমনার্থ অমাত্যবর্গ ও পুরবাসিগণের সহিত মহোল্লাসে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

এদিকে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই রামসন্দর্শনার্থ সমুৎসুক হইয়া, কেহ যানে, কেহ বাহনে এবং কেহ বা পদব্রজেই ধাবমান হইল। তাহাদের হর্ষধ্বনি আকাশ ভেদ করিয়া উত্থিত হইল। রাম প্রীতমনে প্রজাপুঞ্জকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। ভরতকে পদব্রজে আসিতে দেখিয়া রামচন্দ্র পুষ্পকরথকে ভূমিতলে অবতীর্ণ হইতে আদেশ করিলেন। ভরত স্বাগতপ্রশ্ন করিয়া পাদ্য অর্ঘ্য দ্বারা অগ্রজের পূজা করিলেন এবং তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া প্রণত লক্ষ্মণকে সাদর সম্ভাষণ করিলেন। অনন্তর তিনি সীতা-দেবীকে অভিবাদন করিয়া সুগ্রীব হনূমান্ প্রভৃতি বানরগণকে ও রাক্ষসরাজ বিভীষণকে আলিঙ্গন করিলেন। রামচন্দ্র বহুকালের পর কুমার ভরতকে অবলোকন করিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন পূর্ব্বক তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া আলিঙ্গন করিলেন। ঐ সময়ে মহাবীর শত্রুঘ্ন রামলক্ষ্মণকে যথাবিধি অভিবাদন করিয়া সীতাদেবীর পাদবন্দন করিলেন। অনন্তর রামচন্দ্র শোককৃশা, বিবর্ণা জননী কৌশল্যাদেবীর সন্নিহিত হইয়া তাঁহার হর্ষ বর্দ্ধন পূর্ব্বক চরণ বন্দন করিলেন, পরে সুমিত্রা

কৈকেয়ী ও অন্যান্য মাতৃগণকে অভিবাদন করিয়া পুরোহিতের নিকট উপস্থিত হইলেন। নগরবাসীরা কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে স্বাগত প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে ধর্ম্মশীল ভরত স্বয়ং সেই দুইখানি পাদুকা লইয়া রামের পদে পরাইয়া দিলেন এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে কহিলেন "আর্য্য, আপনি যে রাজ্য আমার হস্তে ন্যাসস্বরূপ সমর্পণ করিয়াছিলেন, আমি তাহা আপনাকে প্রত্যর্পণ করিলাম। যখন আমি মহারাজকে অযোধ্যায় পুনরাগত দেখিতেছি, তখন আজ আমার জন্ম সার্থক ও ইচ্ছা পূর্ণ হইল। এক্ষণে আপনি ধনাগার, কোষাগার, গৃহ, সৈন্য, সমস্তই পর্য্যবেক্ষণ করুন। আমি আপনারই তেজঃপ্রভাবে সমস্ত বিভব দশগুণ বর্দ্ধিত করিয়াছি।"

রামচন্দ্র অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিয়া রাজ্যপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন এবং সুগ্রীব, হনূমান্, বিভীষণ প্রভৃতি সুহৃদ্বর্গকে যথাযোগ্য উপহার প্রদান করিয়া সম্মানিত করিলেন। রাম জানকীকে এক মণিমণ্ডিত, জ্যোৎস্নাধবল মুক্তাহার উপহার দিলেন, দেবী জানকী কণ্ঠ হইতে সেই হার উন্মোচন করিয়া পূর্ব্বোপকার স্মরণপূর্ব্বক স্বামীর সম্মতিক্রমে হনূমান্‌কেই তাহা প্রদান করিলেন। মহাবীর হনূমান্ সীতাদেবীর এই প্রীতিদানে সম্মানিত হইয়া হর্ষে আপ্লুত হইলেন। মহর্ষি বশিষ্ঠ, বিজয়, জাবালি, কাশ্যপ, কাত্যায়ন, গৌতম ও বামদেব, ইহাঁরা রামচন্দ্রের অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। অযোধ্যানগরী অভিষেকোৎসবে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। রাম

রাজ্যভার গ্রহণ করিলে, সকলে আপনাদিগকে সনাথ মনে করিল। কিয়দ্দিন পরে সুগ্রীবাদি বানরগণ ও রাক্ষসরাজ বিভীষণ অমাত্যগণের সহিত রামের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। রামচন্দ্র হৃষ্টমনে রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হইয়া প্রাণাধিক লক্ষ্মণকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে মনস্থ করিলেন, কিন্তু মহামতি লক্ষ্মণ অগ্রজের নিয়োগে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তখন সুশীল ভরতই উক্তপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

ধর্ম্মবৎসল রাম অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে রাজ্য সুশৃঙ্খলে শাসিত হইতে লাগিল এবং প্রজাবর্গ সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে কালাতিপাত করিতে লাগিল। তিনি অনেক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন, এবং লোকসাধারণের ধর্ম্মানুষ্ঠানে ও প্রাণপণে সহায়তা করিতে লাগিলেন। তিনি রাজসিংহাসনে সমারূঢ় হইলে, অনেকানেক ঋষি তাঁহাকে অভিনন্দন করিবার নিমিত্ত নানাদিগ্দেশ হইতে তদীয় রাজসভায় সমাগত হইলেন। রামচন্দ্র তাঁহাদের যথা-বিধি পূজার্চ্চনা করিয়া বিমল প্রীতিলাভ করিলেন। মহর্ষিগণ রাবণকুম্ভকর্ণাদি দুরন্ত রাক্ষসগণের, বিশেষতঃ, ইন্দ্রজিতের বধের নিমিত্ত তাঁহার অতিশয় প্রশংসা করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র সভামধ্যে সমাসীন ঋষিগণের মুখে রাবণাদি রাক্ষসগণের অপূর্ব্ব জন্মবৃত্তান্ত ও পৌরুষপরাক্রমের কথা শ্রবণ পূর্ব্বক অতিশয় বিস্মিত হইলেন। এইরূপে বহুকাল অতিবাহিত হইয়া গেল। রাবণ প্রভৃতির জন্ম, তপস্যা ও দিগ্বিজয় সম্বন্ধে

সমস্ত বক্তব্যই শেষ হইলে, মহর্ষিগণ বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

তদনন্তর মহারাজ রামচন্দ্র, রাজর্ষি জনক, বয়স্য কাশীরাজ, মাতুল যুধাজিৎ প্রভৃতি রাজগণকে যথোচিত সম্মানিত করিয়া বিদায় দি তাঁহারা প্রস্থান করিলে, তিনি রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন এবং প্রজাগণের সর্ব্ববিধ শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিয়া প্রফুল্লমনে অশোক কাননে প্রবেশ করিলেন। অশোক-বন মনোহর রাজোদ্যান; উহা নানাবিধ সুন্দর বৃক্ষ ও পুষ্পিত লতায় সমাকীর্ণ। নানাস্থানে সুগন্ধি পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত ও বৃক্ষ সকল রসালফলভরে অবনত। কোথাও অপূর্ব্ব লতাগৃহ কোথাও তৃণাচ্ছাদিত হরিদ্বর্ণ ক্ষেত্র, কোথাও হংস-সারস-নিনাদিত কমলশোভিত স্বচ্ছ সরোবর এবং কোথাও বা সুন্দর পুষ্পবাটিকা। রামচন্দ্র রাজকার্য্য পরিদর্শন করিয়া সীতাদেবীর সহিত এই মনোরম অশোককাননে প্রবেশপূর্ব্বক পরমসুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

এইরূপে বহুকাল অতিবাহিত হইল। একদিন রামচন্দ্র আনন্দিত মনে সীতার পাণ্ডুবর্ণ সুশ্রী মুখমণ্ডল অবলোকন করিতে করিতে সহসা তাঁহাকে অন্তর্ব্বত্নী বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। তখন রামের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। তিনি লজ্জাবনতমুখী সীতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "জানকী, দেখিতেছি তোমার সমস্ত গর্ভলক্ষণ উপস্থিত; এক্ষণে তোমার অভিপ্রায় কি বল। আমি তোমার কি প্রিয়সাধন করিব?" দেবী জানকী ব্রীড়ায় সঙ্কুচিত হইয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া বলি-

লেন "নাথ, এক্ষণে পবিত্র আশ্রমসকল দর্শন করিতে আমার অতিশয় ইচ্ছা হইয়াছে। যে সকল ফলমূলাশী তেজস্বী ঋষি জাহ্নবীতটে উপবিষ্ট হইয়া তপস্যা করিতেছেন, আমি তাঁহাদের নিকট একবার গমন করিব। আমি অন্ততঃ এক রাত্রি তাঁহাদের তপোবনে গিয়া বাস করিব, এই আমার মনোগত ইচ্ছা।" (৭।৪২)

পাঠক পাঠিকাবর্গ একবার সীতাদেবীর আশ্রমদর্শন-লালসার প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট করুন। স্বামীর সহিত প্রায় চতুর্দ্দশ বর্ষকাল বনবাস, অসংখ্য আশ্রম পর্য্যটন এবং ঋষিকন্যা ও ঋষিপত্নীগণের সহিত বাস ও বিচরণ করিয়াও যেন জানকীদেবী হৃদয়মধ্যে কিছুমাত্রও পরিতৃপ্তি লাভ করেন নাই। তিনি রাজসংসারের সুখভোগের মধ্যেও আশ্রমশোভার স্বপ্ন দেখিতেছেন এবং উপাদেয় রাজভোগ্য খাদ্যদ্রব্যের প্রতি অনিচ্ছা প্রদর্শন পূর্ব্বক ঋষিজনপ্রিয় সেই ফল মূল ও নীবার-তণ্ডুলের দিকেই সমাকৃষ্ট হইতেছেন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য-প্রিয়তা সীতাচরিত্রের এক আশ্চর্য্য বিশেষত্ব; কিন্তু, হায়, এতদ্দ্বারাই মন্দভাগিনীর সর্ব্বনাশসাধনের উপক্রম হইল।

মহারাজ রামচন্দ্র জানকীর এই সরল আগ্রহময় প্রার্থনা শ্রবণ পূর্ব্বক অতিশয় পুলকিত হইলেন এবং পরদিনই সীতা তপোবন যাত্রা করিবেন, এইকথা বলিয়া হৃষ্টমনে গৃহান্তরে প্রবেশ করিলেন।

দ্বাদশ অধ্যায়।

—oo—

অন্তর্ব্বর্ত্তী সীতাদেবী ভর্ত্তার নিকট আশ্রমবাসরূপ অভিলষিত প্রার্থনা করিলে, রামচন্দ্র আহ্লাদসহকারে তাহা পূর্ণ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। তিনি সীতার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া গৃহান্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক সুহৃদ্‌গণের সহিত মিলিত হইলেন। অনন্তর ভদ্রনামা এক ব্যক্তির সহিত কথোপকথন করিতে করিতে তিনি অবগত হইলেন যে, প্রজাগণ রামচন্দ্রের বাহুবল, রাবণবধরূপ দুঃসাধ্য কার্য্য, স্ববীর্য্যে সীতাসমুদ্ধার, অলৌকিক ধর্ম্মপরায়ণতা এবং অত্যুৎকৃষ্ট শাসনপ্রণালীসম্বন্ধে অতিশয় প্রশংসা করিয়া থাকে, কিন্তু তিনি যে রাবণাপহৃতা পরগৃহবাসিনী সীতাকে অসঙ্কোচে গ্রহণ করিয়াছেন এই কারণে নানাপ্রকার জল্পনা করে। তাহারা রাম কর্ত্তৃক সীতার পুনর্গ্রহণসম্বন্ধে পরস্পরে এইরূপ কথোপকথন করিয়া থাকে "জানি না, রামের হৃদয়ে সীতাগ্রহণেচ্ছা কিরূপ প্রবল ছিল। রাবণ সীতাকে বলপূর্ব্বক অপহরণ করে এবং লঙ্কায় তাঁহাকে অশোক কাননে রক্ষা করে। সীতা রাক্ষসদিগের বশীভূত ছিলেন; জানি না রাম কেন তাঁহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিলেন না! রাজার যেরূপ আচরণ, প্রজারাও তাহার

অনুকরণ করিয়া থাকে; অতঃপর স্ত্রীর এইরূপ ব্যতিক্রম ঘটিলে আমরাও সহিয়া থাকিব।” (৭।৪৩)

রামের মস্তকে সহসা অশনিপাত হইল। সীতাসম্বন্ধে লোকের এইরূপ বিশ্বাস দেখিয়া তিনি অতিশয় সন্তপ্ত হইলেন। তিনি সুহৃদগণকে বিসর্জ্জন করিয়া তৎক্ষণাৎ ভরত ও লক্ষ্মণকে সমীপে আনয়ন করিতে ভৃত্যের প্রতি আদেশ করিলেন। রাম আপনাকে অতিশয় মন্দভাগ্য মনে করিয়া অবিরল ধারায় অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন। বিশুদ্ধস্বভাবা জানকীর পবিত্র চরিত্র তিনি অবগত আছেন, কিন্তু অল্পবুদ্ধি প্রজাগণ তাঁহার মহত্ত্ব বুঝিতে অক্ষম হইয়া তাঁহার নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে দুরপণেয় কলঙ্ক আরোপণ করিতেছে। হায়, এই কলঙ্ক ক্ষালিত হইবে কিরূপে? রামের চক্ষে সমগ্র সংসার অন্ধকারময় বোধ হইল। ইহজীবনে রামের আর সুখ নাই। রামচন্দ্র কুক্ষণেই প্রজাপালনরূপ কঠোর ব্রত আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া যথাযোগ্যরূপে প্রজাপালন করিতে হইলে পতিপ্রাণা নিরপরাধিনী সীতাকে পরিত্যাগ করা ভিন্ন আর কি উপায় বিদ্যমান আছে? কিন্তু রাম কোন্ প্রাণেই বা সেই শুদ্ধচারিণী পত্যনুরাগিণী সাধ্বী সীতাকে বিসর্জ্জন করিবেন? রাম যে সেই স্নেহের প্রতিমা প্রিয়তমা জানকীকে নির্ব্বাসিত করিয়া মুহূর্ত্তকালও জীবিত থাকিবেন না। হায়, রামের মৃত্যু হইল না কেন? জানকীরে বিসর্জ্জন করিয়া রাম কোন্ মুখে রাজর্ষি জনকের সহিত বাক্যালাপ করিবেন? এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে রাম

সীতাশোকে বিহ্বল হইয়া হাহাকার করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

এদিকে ভরত ও লক্ষ্মণ দূর হইতে মহারাজের এই আকস্মিক মনোভাব অবলোকন করিয়া অতিশয় ব্যাকুল হইলেন এবং একান্ত উদ্বিগ্নহৃদয়ে তাঁহার সন্নিহিত হইলেন। রাম তাঁহাদিগকে দেখিয়াই অধিকতর প্রবলবেগে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে তিনি কষ্টে আত্মসংযম করিয়া ভ্রাতৃদ্বয়ের নিকট সীতার অপবাদসংক্রান্ত সমস্ত কথাই বিবৃত করিলেন। তিনি লক্ষ্মণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "বৎস, মহাত্মা ইক্ষ্বাকুবংশে আমার জন্ম, সীতারও মহাত্মা জনকের কুলে জন্ম। লক্ষ্মণ, তুমি ত জানই রাবণ দণ্ডকারণ্য হইতে সীতাকে হরণ করিয়াছিল বলিয়া আমি তাহাকে বধ করি। তখন আমার মনে হইয়াছিল, সীতা বহুদিন লঙ্কায় ছিলেন, আমি কিরূপে তাঁহাকে গ্রহণ করি? পরে সীতা আমার প্রত্যয়ের জন্য তোমার ও দেবগণের সমক্ষে অগ্নি প্রবেশ করিয়াছিলেন। এই অবসরে দেবতারা ঋষিগণের সমক্ষে বলিলেন, সীতা নিষ্পাপা। আমার অন্তরাত্মাও জানিত, সীতা সচ্চরিত্রা। তৎপরে আমি তাঁহাকে লইয়া অযোধ্যায় আগমন করিলাম। কিন্তু এক্ষণে এই অপবাদ শুনিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে।" রামের নয়নযুগল অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। এই অকীর্ত্তির জন্য তাঁহার মনে যে দারুণ সন্তাপ উপস্থিত হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন "সীতার কথা কি, আমি অপবাদের ভয়ে

নিজের প্রাণ এবং তোমাদিগকেও পরিত্যাগ করিতে পারি। এক্ষণে আমি অকীর্ত্তিজনিত শোকসাগরে নিপতিত হইয়াছি; আমি জীবনে ইহা অপেক্ষা তীব্রতর যন্ত্রণা আর কখনও ভোগ করি নাই। অতএব, ভাই, তুমি কাল প্রভাতে সুমন্ত্রচালিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক সীতাকে লইয়া অন্যদেশে পরিত্যাগ করিয়া আইস। গঙ্গার পরপারে তমসাতীরে মহাত্মা বাল্মীকির দিব্য আশ্রম আছে; তথায় কোনও নির্জ্জন স্থানে জানকীরে পরিত্যাগ করিয়া আইস। আমার আদেশ পালন কর; তুমি জানকীর জন্য আমায় কোন অনুরোধ করিও না; তুমি এই বিষয়ে নিবারণ করিলে, আমি অতিশয় বিরক্ত হইব। এক্ষণে যাও ভালমন্দ বিচার করিবার কোন আবশ্যকতা নাই। যদি তোমরা আমার মতস্থ হও, তবে আমার সম্মান রক্ষা কর এবং সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া আইস। কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে সীতা গঙ্গাতীরে আশ্রম সকল দর্শন করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহার সেই মনোরথ পূর্ণ কর।" এই বলিয়া রাম অজস্র অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে স্বগৃহে প্রবেশ করিলেন, ভ্রাতৃগণও শোকাকুলচিত্তে অন্যত্র প্রস্থান করিলেন।

রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র দুঃখিত লক্ষ্মণ সুমন্ত্রকে রথ প্রস্তুত করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। রথে সীতার বহনোপযোগী অশ্বসকল যোজিত এবং উপবেশনার্থ তদুপরি এক সুকোমল আসন প্রস্তুত হইল। সীতাদেবী নিশ্চিন্তমনে গৃহে উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময়ে লক্ষ্মণ গিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন এবং বিনীতবচনে কহিলেন "দেবি, মহারাজ

তোমার প্রার্থনায় সম্মত হইয়াছেন। এক্ষণে তিনি তোমাকে গঙ্গাতীরে ঋষিগণের আশ্রমে লইয়া যাইতে আমায় আদেশ করিয়াছেন। মহারাজের আজ্ঞাক্রমে আমি তোমাকে শীঘ্রই ঋষিসেবিত অরণ্যে লইয়া যাইব।” সীতাদেবী ভর্ত্তার ঈদৃশ অনুগ্রহ দর্শনে অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং প্রফুল্ল হৃদয়ে মহামূল্য বস্ত্র ও নানারূপ রত্ন লইয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন “বৎস আমি এই সমস্ত মহামূল্য বস্ত্র ও অলঙ্কার মুনিপত্নীদিগকে দান করিব।” লক্ষ্মণ প্রকাশ্যে তাঁহার বাক্যে অনুমোদন করিলেন বটে, কিন্তু সেই সরলহৃদয়ার অবশ্যম্ভাবিনী দুর্দ্দশার কথা চিন্তা করিয়া মনে মনে অতিশয় সন্তপ্ত হইলেন। যাহা হউক, তিনি সংযতচিত্ত হইয়া তাঁহার সহিত রথে আরোহণ করিলেন। সীতাদেবী নগরীর বহির্ভাগে শস্যশ্যামল ক্ষেত্র, কুসুমিত বৃক্ষলতা, বন উপবন, উদ্যান সরোবর প্রভৃতি প্রাকৃতিক পদার্থ নিচয়ের অপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শন করিয়া পুলকিত এবং স্বামীর অপার স্নেহ ও করুণার কথা চিন্তা করিয়া হৃষ্ট হইতে লাগিলেন। সহসা সীতার দক্ষিণ চক্ষু স্পন্দিত এবং সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইয়া উঠিল। তাঁহার মস্তক বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল এবং তাঁহার চক্ষে জগৎসংসার যেন অন্ধকারময় বোধ হইল। তাঁহার মন কি কারণে যে এত উদ্বিগ্ন হইল, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। তিনি লক্ষ্মণের মুখপানে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া আরও উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। পতিপ্রাণা জানকী আর্য্যপুত্রের কোনরূপ অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া কহিলেন, “বৎস, আমার মন অতিশয় উদ্বিগ্ন

হইতেছে ; আমি পৃথিবী শূন্য দেখিতেছি ; তোমার ভ্রাতা রাম ত কুশলে আছেন ? শ্বশ্রূগণের ত মঙ্গল ? গ্রাম ও নগর-বাসিগণের ত কোন বিপদ ঘটে নাই ?” লক্ষ্মণ জানকীর উৎকণ্ঠাদর্শনে তাঁহাকে আশ্বস্ত করিতে লাগিলেন ; কিন্তু জানকী উদ্বিগ্নমনে কৃতাঞ্জলিপুটে উদ্দেশে দেবতাগণের নিকট সকলের মঙ্গল কামনা করিতে লাগিলেন।

লক্ষ্মণ গোমতীতীরস্থ আশ্রমে রাত্রিযাপন পূর্ব্বক পর দিন মধ্যাহ্ন সময়ে জাহ্নবীতটে উপস্থিত হইলেন। দূর হইতে জাহ্নবীকে দর্শন করিয়া লক্ষ্মণ অতিশয় কাতর হইয়া পড়িলেন ; লক্ষ্মণের সংযত শোকাবেগ উচ্ছলিত হইয়া উঠিল ; তিনি আর কোন ক্রমেই নিজ মনোভাব গোপন করিতে সমর্থ হইলেন না। সরলস্বভাবা সীতা দেবরকে রোদন করিতে দেখিয়া অতিশয় শোকাকুল হইলেন এবং কোনও গুরুতর বিপৎপাতের আশঙ্কা করিয়া যার পর নাই বিষণ্ণ হইলেন। সীতা নির্ব্বন্ধাতিশয়সহকারে লক্ষ্মণকে বারম্বার রোদনকারণ জিজ্ঞাসা করিয়াও কোন সদুত্তর পাইলেন না। তখন তিনি বলিলেন “বৎস, এক্ষণে তুমি এইরূপ অধীর হইও না। তুমি আমাকে গঙ্গাপার কর এবং তাপসগণকে দেখাইয়া দাও ; আমি তাঁহাদিগকে বস্ত্রালঙ্কার প্রদান করিব। পরে তাঁহাদের আশ্রমে এক রাত্রি বাস করিয়া তাঁহাদিগকে অভিবাদন পূর্ব্বক পুনরায় অযোধ্যায় যাইব। দেখ, আমারও সেই পদ্মপলাশলোচন রামকে দেখিবার নিমিত্ত মন অতিশয় চঞ্চল হইয়াছে।” (৭।৪৬)

লক্ষ্মণ অশ্রুপূর্ণলোচনে নাবিকসহিত এক নৌকা আনয়ন করিয়া দেবী জানকীর সহিত তৎসাহায্যে গঙ্গা সমুত্তীর্ণ হইলেন। সীতাদেবী নৌকা হইতে অবতরণ করিবামাত্র, লক্ষ্মণ আর কোনমতেই প্রকৃতিস্থ হইতে পারিলেন না। তিনি বালকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে জানকীর পাদমূলে নিপতিত হইলেন এবং "দেবি, ইতঃপূর্ব্বে আমার মৃত্যু হইল না কেন ? তুমি আমাকে ক্ষমা কর ; এই লোকবিগর্হিত কার্য্যে নিযুক্ত হওয়া আমার উচিত নহে ; তুমি আমার অপরাধ লইও না" এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া অতিশয় বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। লক্ষ্মণকে এইরূপে বিলাপ করিতে দেখিয়া সীতা অতিশয় ব্যাকুল হইলেন। তিনি বলিলেন "বৎস, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। সমস্তই প্রকাশ করিয়া বল। মহারাজ ত কুশলে আছেন ? তিনি কি আমাকে কোন অপ্রিয়কথা শুনাইতে তোমার প্রতি আদেশ করিয়াছেন ? তুমি আর বিলম্ব করিও না ; সমস্তই বল। নানারূপ উৎকণ্ঠায় আমার মন অতিশয় চঞ্চল হইয়াছে।"

তখন লক্ষ্মণ বহুচেষ্টার পর বাষ্পগদ্গদকণ্ঠে কহিলেন "দেবি, মহারাজ লোকমুখে তোমার রাক্ষসগৃহবাসনিবন্ধন দারুণ অপবাদ শ্রবণ করিয়া অতিশয় সন্তপ্ত হইয়াছেন, এবং তোমাকে গঙ্গাতীরস্থ এই আশ্রমসন্নিধানে পরিত্যাগ করিতে আমার প্রতি আদেশ করিয়াছেন। তুমি আমার সমক্ষে নির্দ্দোষ প্রমাণিত হইয়াছিলে, তথাপি মহারাজ কলঙ্কভয়ে তোমায় পরিত্যাগ করিলেন। তিনি বাস্তব যে তোমার কোন

দোষ আশঙ্কা করিয়াছেন, তাহা মনে করিও না ; কিন্তু লোকাপবাদই তাঁহার পক্ষে অতিশয় প্রবল হইয়াছে। দেবি, অদূরে মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রম, মহর্ষি আমার পিতা রাজা দশরথের পরম বন্ধু ; তুমি তাঁহারই চরণচ্ছায়ায় আশ্রয় লইয়া বাস কর। মহারাজ আমাকেই এই নিষ্ঠুর আদেশপালনে নিযুক্ত করিয়াছেন ; কিন্তু ইতঃপূর্ব্বে আমার মৃত্যু হইলে আমাকে আজ আর এই শোচনীয় দৃশ্য দেখিতে হইত না। আর্য্যে, আমি অগ্রজের বশবর্ত্তী, আমার অপরাধ লইও না।” লক্ষ্মণ এই বলিয়া মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন।

লক্ষ্মণের মুখে এই রোমহর্ষণ বাক্য শ্রবণ করিয়া জনকনন্দিনী কিয়ৎক্ষণ বিমূঢ়ার ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন, পরে সহসা মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন। তিনি ক্ষণকাল পরে সংজ্ঞালাভ করিয়া জলধারাকুললোচনে দীনবচনে কহিতে লাগিলেন “লক্ষ্মণ, বিধাতা আমাকে দুঃখভোগের নিমিত্তই সৃষ্টি করিয়াছেন। আমি কেবল দুঃখেরই মুখ দেখিতেছি। অথবা বিধাতারই বা দোষ কি ? আমি পূর্ব্বজন্মে অনেক পাপানুষ্ঠান করিয়াছিলাম, অনেক পতিব্রতা কামিনীকে পতিবিয়োগদুঃখ প্রদান করিয়াছিলাম, তাহারই ফলে আজ শুদ্ধচারিণী ও পতিব্রতা হইয়াও স্বামিকর্তৃক পরিত্যক্ত হইলাম। হায়, পূর্ব্বে আমি রামের পার্শ্ববর্ত্তিনী থাকিয়াই বনবাসের সকল কষ্ট সহ্য করিয়াছিলাম, কিন্তু এক্ষণে আমি একাকিনী কিরূপে এই আশ্রমে বাস করিব ? দুঃখ উপস্থিত হইলে, আর কাহার নিকটেই বা দুঃখের কথা কহিব ? মুনিগণ

আমাকে পরিত্যাগের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, আমি তাঁহাদিগকে কিই বা উত্তর প্রদান করিব ? তাঁহারা আমাকে কোন গুরুতর অপরাধে অপরাধিনী মনে করিবেন সন্দেহ নাই। হায়, আমার গর্ভে রামের বংশধর সন্তান রহিয়াছে; আজ তাহার বিনষ্ট হইবার কোন আশঙ্কা না থাকিলে, আমি তোমারই সমক্ষে এই ঘৃণিত পাপজীবন বিসর্জ্জন করিতাম। লক্ষ্মণ, তোমার আর অপরাধ কি ? তুমি অগ্রজের আদেশ পালন করিয়াছ; তুমি এই দুঃখিনীকে পরিত্যাগ করিয়া অযোধ্যায় গমন কর। তুমি তথায় উপস্থিত হইয়া শ্বশ্রূগণের চরণে আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাইবে, পরে সেই ধর্ম্মনিষ্ঠ মহারাজকে কুশলপ্রশ্নপূর্ব্বক অভিবাদন করিয়া কহিবে 'আমি যে শুদ্ধচারিণী, তোমার প্রতি একান্ত ভক্তিমতী এবং তোমার নিয়ত হিতকারিণী, তাহা তুমি অবশ্যই জান। আর তুমি যে কেবল লোকনিন্দাভয়ে আমায় পরিত্যাগ করিয়াছ, তাহাও আমি জানি। তুমি আমার পরম গতি, তোমার যে কলঙ্ক রটিয়াছে, তাহা পরিহার করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য।' লক্ষ্মণ, তুমি সেই ধর্ম্মপরায়ণ রাজাকে আরও বলিবে 'তুমি ভ্রাতৃগণকে যেরূপ দেখ, পুরবাসিগণকেও সেইরূপ দেখিও, ইহাই তোমার পরম ধর্ম্ম এবং ইহাতেই তোমার পরম কীর্ত্তিলাভ হইবে। মহারাজ আমার প্রাণও যদি যায়, তজ্জন্য আমি কিছুমাত্র অনুতাপ করি না। কিন্তু পৌরগণের নিকট তোমার যে অপযশ রটিয়াছে, যাহাতে তাহার ক্ষালন হয়, তুমি তাহাই করিবে। পতিই স্ত্রীলোকের পরম দেবতা, পতিই বন্ধু এবং

পতিই গুরু। অতএব তুচ্ছ প্রাণ দিলেও যদি পতির মঙ্গল হয়, স্ত্রীলোকের তাহাই কর্ত্তব্য।' বৎস, রামের নিকট আমার ইহাই বক্তব্য। তুমি আমার হইয়া মহারাজকে এই সমস্ত কথা বলিও।" (৭।৪৮) সীতা এই বলিয়া রোদন করিতে করিতে বলিলেন "বৎস আমি গর্ব্ভিণী হইয়াছি; আজ তুমি আমার সমস্ত গর্ব্ভলক্ষণ দেখিয়া যাও।"

তখন লক্ষ্মণ দীনমনে সীতার চরণে প্রণাম করিলেন এবং শোকে বিহ্বল হইয়া মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে করিতে কহিলেন "দেবি, তুমি আমায় কি বলিলে! আমি যে ইহজন্মে কখনও তোমার রূপ দেখি নাই! প্রণামপ্রসঙ্গে কেবল তোমার চরণই দর্শন করিয়াছি। এখন তুমি রামবিরহিত, সুতরাং এই বনে আমি তোমায় কিরূপে দর্শন করিব!" (৭।৪৮)

এই বলিয়া লক্ষ্মণ জানকীকে প্রণাম করিলেন এবং রোদন করিতে করিতে নৌকায় আরোহণ করিলেন। মুহূর্ত্ত-মধ্যে নৌকা গঙ্গার অপর তটে সংলগ্ন হইল। যতক্ষণ সীতাদেবী দৃষ্টিগোচর হইতেছিলেন, ততক্ষণ লক্ষ্মণ তাঁহার দিকে সজলনয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। জানকীও লক্ষ্মণকে পুনঃ পুনঃ দেখিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইবামাত্র জানকী হাহাকার করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার রোদনধ্বনিতে বৃক্ষলতা নিস্পন্দ হইল; মৃগসকল দর্ভাঙ্কুরভক্ষণে বিরত হইয়া তাঁহার দিকে স্থিরনয়নে চাহিয়া রহিল; ময়ূরেরা নৃত্য পরিত্যাগ করিল এবং বনস্থলী এক ভীষণ আর্ত্তনাদে পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

কতিপয় ঋষিকুমার বনমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে সীতার রোদনশব্দের অনুসরণ করিয়া তাঁহার সমীপস্থ হইল এবং রোরুদ্যমানা জানকীকে কোন দেবকন্যা মনে করিয়া বাল্মীকির নিকট তাঁহার বৃত্তান্ত গোচর করিল। মহর্ষি ধ্যানস্থ হইয়া মুহূর্ত্তমধ্যে সমস্ত ব্যাপার অবগত হইলেন এবং ত্বরিতপদে অনাথিনী সীতার সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। বাল্মীকি সীতাদেবীকে দেখিয়াই সুমধুরবাক্যে কহিলেন "বৎসে, তুমি রাজা দশরথের পুত্রবধূ, রামের প্রিয়মহিষী ও রাজর্ষি জনকের কন্যা; তুমি ত নির্ব্বিঘ্নে আসিয়াছ? তুমি যে আসিতেছ, আমি তাহা যোগবলে জানিয়াছি। তোমার আসিবার কারণও আমি জানিয়াছি। তুমি যে শুদ্ধস্বভাবা, তাহাও আমি জানি। তুমি যে নিষ্পাপা, আমি তপোবললব্ধ চক্ষুঃপ্রভাবে তাহা জানিয়াছি। এক্ষণে তুমি আশ্বস্ত হও। অতঃপর আমার সন্নিধানে তোমায় অবস্থান করিতে হইবে। আমার এই আশ্রমের অদূরে তাপসীরা তপোনুষ্ঠান করিতেছেন; তাঁহারা কন্যাস্নেহে নিয়ত তোমায় পালন করিবেন। এক্ষণে তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া অর্ঘ্য গ্রহণ কর, স্বগৃহের ন্যায় আমার এই আশ্রমে বাস কর, কিছুমাত্র বিষণ্ণ হইও না।" (৭।৪৯)

জানকী মহর্ষির এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক তাঁহাকে ভক্তি-ভরে প্রণাম করিয়া কহিলেন "তপোধন, আমি আপনারই আশ্রয়ে থাকিব।" এই বলিয়া সীতাদেবী তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। বাল্মীকি তাপসীগণের সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া জানকীরে তাঁহাদের হস্তে সমর্পণ

করিলেন। পূজ্যাস্বভাব তাপসীগণ রাঘবপত্নীর পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া অতীব পুলকিত হইলেন এবং তাঁহার সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য বিশেষ যত্ন করিতে লাগিলেন। দেবী জানকী তাঁহাদের সৎকারে প্রীত হইয়া তাপসীবেশে সেই আশ্রমেই বাস করিতে লাগিলেন। চন্দ্রশূন্যা হইয়া পৃথিবী যেমন অমানিশার অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হয়, পতিবিরহে সীতাদেবীও সেইরূপ শোকাচ্ছন্ন হইয়া দিন যাপন করিতে লাগিলেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

রামচন্দ্র কেবল লোকাপবাদভয়েই সীতাদেবীকে অরণ্যে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি ক্ষণকালের নিমিত্তও তাঁহাকে হৃদয়রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করেন নাই। রাম জানকীর অলৌকিক গুণে বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং তিনি যে শুদ্ধচারিণী ও পবিত্রস্বভাবা, তদ্বিষয়ে তাঁহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। পরস্পরের সম্বর্দ্ধিত অনুরাগে তাঁহারা দুশ্ছেদ্য প্রীতিবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন; রাম সীতার পতিপরায়ণতা, সুশীলতা ও সরলতাতে যেরূপ একান্ত আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, সীতাদেবীও স্বামীকে সেইরূপ আপনার একমাত্র দেবতা মনে করিয়া পূজা করিতেন।

রাম প্রজারঞ্জনানুরোধে সেই করুণাপাত্রী পতিব্রতা জনকতনয়াকে বিসর্জ্জন করিয়া শোকে বিমূঢ় হইলেন এবং নিজ অদৃষ্টলিপির বহুতর নিন্দা করিয়া করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। অন্তর্ব্বত্নী, সুকুমারী, পতিপ্রাণা রমণীকে বিনা দোষে বনবাস দিয়া রাম হৃদয়ে কিছুতেই শান্তি-লাভ করিতে সমর্থ হইলেন না, পরন্তু শত শত বৃশ্চিকদংশনের ন্যায় অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিলেন। এই লোকবিগর্হিত নিষ্ঠুর কার্য্যের জন্য তাঁহার মনে দারুণ সন্তাপ উপস্থিত হইল। তিনি আহারনিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া অন্তঃপুরে কেবল অবিরলধারায় অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন এবং রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করিবার নিমিত্ত একবার ইচ্ছাও প্রকাশ করিলেন না। এইরূপে তিন দিন অতিবাহিত হইয়া গেল। চতুর্থ দিনে লক্ষ্মণ শূন্যরথ লইয়া অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিলেন। রাম লক্ষ্মণের মুখে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিবরণ শ্রবণ করিয়া হাহাকার করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন; তৎকালে কেহই তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে সমর্থ হইলেন না। অগ্রজকে এইরূপ কাতর দেখিয়া লক্ষ্মণ কহিলেন "প্রভো, যে প্রজাপালনানুরোধে আপনি এই অশ্রুতপূর্ব্ব ভয়ঙ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন, এক্ষণে সেই রাজধর্ম্মে মনোনিবেশ করুন। স্ত্রীপুত্র-পরিবার সমস্তই অনিত্য; ইহাদের সহিত বিয়োগ অবশ্যম্ভাবী; সুতরাং আপনি শোক পরিহার করুন। আপনার ন্যায় সৎপুরুষেরা এইরূপ বিষয়ে কদাচ বিমোহিত হন না। আপনি যে অপবাদভয়ে ভীত হইয়া আর্য্যাকে পরিত্যাগ করি-

য়াছেন, এক্ষণে তজ্জন্য শোকাকুল হইলে, সেই অপবাদই আবার উজ্জীবিত হইয়া উঠিবে; সুতরাং আপনি ধৈর্য্যবলে এই দুর্ব্বল বুদ্ধি পরিত্যাগ করুন; আর সন্তপ্ত হইবেন না।”

মহারাজ রামচন্দ্র লক্ষ্মণের বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া রাজকার্য্যে পুনর্ব্বার মনোনিবেশ করিলেন। তিনি নানাপ্রকার হিতকর কার্য্যে নিয়ত ব্যাপৃত রহিলেন বটে, কিন্তু জানকীর সরল পবিত্র মূর্ত্তি তাঁহার অন্তর হইতে মুহূর্ত্তের নিমিত্তও অন্তর্হিত হইল না! তিনি সীতাবিরহে, প্রভাতকালীন শশাঙ্কের ন্যায় অতিশয় নিষ্প্রভ হইলেন, এবং আর কোন প্রকারেই হৃদয়ে প্রকৃত প্রসন্নতা লাভ করিতে সমর্থ হইলেন না। রামের জীবন যেন অতিশয় দুর্ব্বিহ বোধ হইতে লাগিল। রাম জনকতনয়ার অলৌকিক গুণাবলী যতই স্মরণ করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার মন অতিশয় সন্তপ্ত হইতে লাগিল। যাহাহউক এক প্রজাপালন ব্যতীত রামচন্দ্রের ইহসংসারে স্থিতি করিবার আর কেহই বন্ধন রহিল না। তিনি আত্মসুখে জলাঞ্জলি দিয়া এখন কেবল রাজ্যশাসনেই চিত্তনিয়োগ করিলেন। রামচন্দ্রের সুশাসনগুণে রাজ্য অতিশয় সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিল। লোকে সদাচারসম্পন্ন ও ধর্ম্মপরায়ণ হইল; কেহই উচ্ছৃঙ্খল হইল না। তাঁহার প্রতাপে শত্রুবর্গ উচ্ছিন্ন এবং মিত্রদল পরিপুষ্ট হইল। কেহই অকালমৃত্যুমুখে পতিত হইল না, এবং সর্ব্বত্রই সুখ ও শান্তি বিরাজিত হইল। রামচন্দ্র সীতাকে বিসর্জ্জন করিয়া আর ভার্য্যান্তর গ্রহণ করিবার কোন চিন্তাও করিলেন না। তিনি জনকতনয়ার অসামান্য পাতিব্রত্যগুণে

বশীভূত হইয়া তাঁহার কনকময়ী প্রতিমূর্ত্তির সহিত যজ্ঞকার্য্য সমাপন করিতেন। অভাগিনী জানকী তাঁহার প্রতি প্রিয়তমের ঈদৃশ অনুরাগের কথা শ্রবণ করিয়া, সেই তাপসীগণের আশ্রমে বিরলে আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন।

এইরূপে জানকী নীহারক্লিষ্ট কমলের ন্যায়, অস্ফুট চন্দ্রলেখার ন্যায়, ধূলিধূসরিত কনকরেখায় ন্যায়, কুজ্ঝটিসমাচ্ছন্ন প্রভাতের ন্যায়, এবং মেঘজালজড়িত শ্যামায়মান জ্যোৎস্নার ন্যায় যারপরনাই শোচনীয় হইয়া সেই আশ্রমেই কালযাপন করিতে লাগিলেন। তিনি তাপসীর ন্যায় বেশধারণ করিয়া সূর্য্যমণ্ডলে দৃষ্টি স্থাপন পূর্ব্বক ঘোরতর তপস্যা করিতে লাগিলেন। তিনি মনোমধ্যে নিয়তই রামের অনুধ্যান করিতেন; রামই তাঁহার ধ্যান, রামই তাঁহার জ্ঞান, রামই তাঁহার চিন্তা; রামচিন্তা ব্যতীত তিনি ক্ষণকালও জীবিত থাকিতে সমর্থ নহেন। পতি তাঁহাকে লোকাপবাদভয়ে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তজ্জন্য সীতা কিছুমাত্র দুঃখিত নহেন; সীতা যে জীবনে এত কষ্ট পাইতেছেন, তাহা তিনি তাঁহার জন্মান্তরপাতকের ফলভোগ বলিয়াই বিশ্বাস করিতেন। পতিই তাঁহার দেবতা; সীতা হৃদয়ের সেই আরাধ্য দেবতাকে আপনার মুক্তির একমাত্র কারণ মনে করিতেন, এবং হৃদয়ে সর্ব্বদাই তাঁহার মঙ্গলকামনা করিতেন।

সীতাদেবী রামকর্ত্তৃক বিসর্জ্জিত হইবার সময় অন্তর্ব্বত্নী ছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ক্রমে দশমাস পরিপূর্ণ হইল। যথাসময়ে তিনি দেবকুমারকল্প যমলপুত্র

প্রসব করিলেন। মহর্ষি বাল্মীকি এই আনন্দসমাচার অবগত হইয়া যারপরনাই হৃষ্ট হইলেন। সেইদিন কুমার শত্রুঘ্ন লবণনামা এক দুর্দ্দান্ত রাক্ষসের বধোদ্দেশে সসৈন্যে গমন করিতে করিতে বাল্মীকির আশ্রমে নিশাযাপন করিতেছিলেন। তিনি রামচন্দ্রের কুমারদ্বয়ের জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া হর্ষোল্লাসে নিমগ্ন হইলেন। যে বালক অগ্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, বাল্মীকির আদেশে বৃদ্ধেরা তাহাব দেহ কুশের অগ্রভাগ দ্বারা মার্জ্জিত করিলেন; এই নিমিত্ত তাহার নাম কুশ হইল। কনিষ্ঠের দেহ কুশের লব অর্থাৎ অধোভাগদ্বারা মার্জ্জিত হইল, এই নিমিত্ত বাল্মীকি তাহার নাম লব রাখিলেন। সীতাদেবী পরম সুন্দর পুত্রদ্বয় লাভ করিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। লবকুশ ঋষিপত্নীগণের যত্নে দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইয়া সীতার আনন্দবর্দ্ধন কবিতে লাগিলেন। মহর্ষি বাল্মীকি তাঁহাদের সর্ব্ববিধ সংস্কার সুসম্পন্ন করিলেন। কুমারেরা বয়োবৃদ্ধিসহকারে বালক-রামের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন। তাঁহারা আকার প্রকার ও অঙ্গসৌষ্ঠবে সর্ব্বাংশেই রামের অনুরূপ হইলেন। তাঁহারা তাপসকুমারের ন্যায় বেশভূষা করিতেন বটে, কিন্তু বাল্মীকি তাঁহাদিগকে ক্ষত্রিয়োচিত সর্ব্বপ্রকার শিক্ষাই প্রদান করিয়াছিলেন।

রামচন্দ্র সীতাসমুদ্ধার করিয়া অযোধ্যার রাজসিংহাসনে সমারূঢ় হইলে, একদা মহর্ষি বাল্মীকি দেবর্ষি নারদের সহিত কথোপকথন করিতে করিতে অবগত হইয়াছিলেন যে মহাত্মা রামই জগতে প্রধান পুরুষ ও সর্ব্বগুণোপেত রাজা।

দেবর্ষির উপদেশানুসারে বাল্মীকি পবিত্র রামচরিত ছন্দোবদ্ধ করিয়া রচনা করিতে প্রবৃত্ত হন ; এক্ষণে সেই মহাকাব্য সম্পূর্ণ হওয়াতে, তিনি নিজ প্রিয়শিষ্য কুমার লবকুশকে তাহা অভ্যস্ত করাইলেন। একদিন লবকুশ বাল্মীকির আশ্রমে সমবেত ঋষিগণের সমক্ষে রাগরাগিণী সহকারে বীণার ন্যায় মধুর রবে রামায়ণ গান করিলেন। ঋষিগণ সেই গান শ্রবণ করিয়া অতিশয় বিমোহিত হইলেন। গান শ্রবণ করিতে করিতে কেহ কেহ সহসা উত্থিত হইয়া লবকুশকে এক কলশ প্রদান করিলেন ; কেহ এক বল্কল দিলেন, কোন ঋষি কৃষ্ণাজিন, কেহ কমণ্ডলু, কেহ যজ্ঞসূত্র, কেহ আসন, কেহ কৌপীন, কেহ কুঠার এবং কেহ বা কাষ্ঠবন্ধনরজ্জু প্রদান করিলেন। কোন ঋষি কেবলমাত্র "স্বস্তি" ও "দীর্ঘায়ুরস্তু" বলিয়া হস্তোত্তোলন পূর্ব্বক প্রীতমনে তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন! সমবেত ঋষিমণ্ডলী মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত সমগ্র রামায়ণ খানি সেই বালকদ্বয়ের অমৃতকণ্ঠে গীত হইতে শ্রবণ করিয়া এইরূপে আপন আপন হৃদয়ের আনন্দোচ্ছ্বাস প্রকটিত করিয়াছিলেন। বাল্মীকির রামায়ণের প্রকৃত মূল্য জগতে পাওয়া যায় না। সসাগরা রত্নগর্ভা ধরিত্রীও এই মহাকাব্যের বিনিময়যোগ্য মূল্য নহে ; কেবলমাত্র এই সরলহৃদয় ব্রহ্মপরায়ণ ঋষিবর্গের উল্লিখিত আনন্দোচ্ছ্বাসই তাঁহার প্রকৃত মূল্য বলিয়া বোধ হয়!

এইরূপে মহর্ষি বাল্মীকির যত্নে লবকুশ পল্লবিত তরুণ বৃক্ষের ন্যায় দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। ক্রমে

তাঁহারা দ্বাদশবর্ষে উপনীত হইলেন। একদিন মহর্ষি বাল্মীকি গোমতীতীরে নৈমিষারণ্যে মহারাজ রামচন্দ্রের অনুষ্ঠিত সুবৃহৎ অশ্বমেধ যজ্ঞ দর্শনার্থ সশিষ্যে উপনীত হইতে নিমন্ত্রিত হইলেন। মহর্ষি শিষ্যবর্গের সহিত যথাসময়ে যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইলেন। তাপসবেশধারী কুমার কুশীলবও তাঁহার সমভিব্যাহারে আগমন করিয়াছিলেন। বাল্মীকি কুমারদ্বয়কে সমীপে আহ্বান করিয়া কহিলেন "বৎস, তোমরা গিয়া পবিত্র ঋষিক্ষেত্রে, বিপ্রালয়ে, রাজমার্গে, অভ্যাগত রাজগণের গৃহে, রাজদ্বারে, যজ্ঞস্থানে এবং বিশেষতঃ যজ্ঞদীক্ষিত ঋষিগণের সন্নিকটে পরম উৎসাহে সমগ্র রামায়ণ বাক্য গান কর। যদি মহারাজ রামচন্দ্র গীত শ্রবণের নিমিত্ত উপবিষ্ট ঋষিগণের মধ্যে তোমাদিগকে আহ্বান করেন, তাহা হইলে তোমরা তথায় গিয়া গান করিও। আমি পূর্ব্বে যেরূপ দেখাইয়া দিয়াছি, তদনুসারে তোমরা প্রতিদিন শ্লোকবহুল বিংশতি সর্গমাত্র গান করিও। ধনতৃষ্ণায় অল্পমাত্রও লুব্ধ হইও না; যাহাদের আশ্রমে বাস ও ফলমূল আহার, ধনে তাহাদের কি হইবে? যদি রাম তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা কাহার পুত্র, তখন বলিও আমরা বাল্মীকির শিষ্য। এই সুমধুর বীণা; তোমরা বীণাযোগে তানলয়সহকারে অক্লেশে গান করিও। দেখ, রাজা ধর্ম্মানুসারে সকলেরই পিতা। তোমরা তাঁহাকে অবজ্ঞা না করিয়া আদিকাণ্ড হইতে গান আরম্ভ করিবে।"

বাল্মীকি কর্তৃক এইরূপে উপদিষ্ট হইয়া কুশীলব মুনিবালকের ন্যায় বেশভূষা করিয়া সুমধুর কণ্ঠে বীণাসহযোগে

গান আরম্ভ করিলেন। আবালবৃদ্ধবনিতা পবিত্র রাম কথা শ্রবণ করিয়া বিমুগ্ধ হইল। তাহারা সেই বালকদ্বয়ের অপূর্ব্ব বেশ ও রামের ন্যায় অলৌকিক রূপ দেখিয়া এবং তাঁহাদের মধুময় কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইল। যেখানে তাঁহারা গান আরম্ভ করিতে লাগিলেন,সেইখানেই সহস্র সহস্র লোকের সমাগম হইল। ঋষিবর্গ ও অভ্যাগত রাজগণ তাঁহাদের সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া মুক্তকণ্ঠে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। এদিকে এই অপূর্ব্ব মুনিবালকদ্বয়ের কথা মহারাজ রামচন্দ্রের কর্ণগোচর হইল। তিনি অবিলম্বে তাঁহাদিগকে সভামধ্যে আহ্বান করাইয়া তাঁহাদের ও কাব্যপ্রণেতা মহর্ষির পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। কুশীলব বাল্মীকির উপদেশ বাক্য স্মরণ পূর্ব্বক সমস্ত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিলেন। অনন্তর মহা-রাজের আদেশানুসারে তাঁহারা রামায়ণের আদিকাণ্ড হইতে গান আরম্ভ করিলেন। সভাস্থ সকলে নীরব ও উৎকর্ণ হইয়া অমৃতময়ী রামকথা শ্রবণ করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র সেই বালকদ্বয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া হৃদয় মধ্যে এক অভূতপূর্ব্ব আশ্চর্য্য ভাব অনুভব করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সুকু-মার দেহ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল দর্শন করিয়া রাম অতিশয় ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। পূজ্যস্বভাবা প্রিয়তমা জনকতনয়া সহসা তাঁহার স্মৃতিপথে সমুদিত হইলেন! তিনি এই বালক-দ্বয়কে জানকীরই গর্ভজাত পুত্র বলিয়া বিশ্বাস করিলেন এবং সেই অনাথার দুঃখপূর্ণ জীবনের ইতিহাস স্মরণ পূর্ব্বক অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র হৃদয়ের আবেগ

নিরোধ করিতে অসমর্থ হইয়া সেই দিন সভাভঙ্গ করিলেন। সভাস্থ সকলেই বালকদ্বয়কে রূপ, আকার, ইঙ্গিত ও চেষ্টায় রামেরই তুল্য অবলোকন করিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন।

এইরূপে কুশীলব প্রতিদিন রামায়ণ গান করিতে লাগিলেন। মহারাজ রামচন্দ্র তাঁহাদিগকে অষ্টাদশ সহস্র নিষ্ক প্রদান করিতে আদেশ করিলেন, কিন্তু বালকদ্বয় তাহা গ্রহণ করিলেন না। তাঁহারা বলিলেন "মহারাজ, আমরা বনবাসী, বন্য ফলমূলে দিনপাত করিয়া থাকি; অর্থে আমাদের প্রয়োজন কি?" রাম ইহাতে আরও বিস্মিত হইয়া আবার তাঁহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বাল্মীকির শিষ্য বলিয়াই আপনাদের পরিচয় প্রদান করিলেন। কিন্তু রাম গীতপ্রসঙ্গে তাঁহাদিগকে সীতারই গর্ভজাত বলিয়া জানিতে পারিলেন! কৌশল্যা প্রভৃতি বৃদ্ধা মহিষীগণের এবং লক্ষ্মণেরও সেইরূপ অনুমান হইল। তখন রামচন্দ্র কতিপয় দূতকে সভামধ্যে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন "তোমরা ভগবান্ বাল্মীকির নিকট গমন করিয়া আমার বাক্যানুসারে বল, যদি জানকী সচ্চরিত্রা হন, যদি তাঁহাতে কোনরূপ পাপস্পর্শ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে তিনি মহর্ষির আদেশে উপস্থিত হইয়া আত্মশুদ্ধি সম্পাদন করুন। আমার যে কলঙ্ক সর্ব্বত্র বিকীর্ণ হইয়াছে, জানকী তাহা ক্ষালনের জন্য কল্য প্রভাতে আসিয়া সভামধ্যে শপথ করুন। তোমরা এই বিষয়ে মহর্ষির অভিপ্রায় এবং আত্মশুদ্ধিকল্পে জানকীর ইচ্ছা সম্যক্ বুঝিয়া শীঘ্র আমাকে সংবাদ দাও।"

দূতেরা বাল্মীকির নিকট রামের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলে মহর্ষি বলিলেন "দূতগণ, রামের যেরূপ অভিপ্রায় তাহাই হউক। স্ত্রীলোকের পতিই দেবতা, সুতরাং তিনি যাহা কহিয়াছেন, জানকী তাহাই করুন।" দূতগণের মুখে মহর্ষির বাক্য শ্রবণ করিয়া রাম হৃষ্টমনে ঋষিবর্গ ও রাজগণকে পরদিন রাজসভায় সমাগত হইতে নিমন্ত্রণ করিলেন।

রাত্রি প্রভাত হইলে, মহারাজ রামচন্দ্র যজ্ঞসভায় উপস্থিত হইয়া ঋষিগণকে আহ্বান করিলেন। বশিষ্ঠাদি মহর্ষিগণ, ঋষিগণ ও ব্রাহ্মণগণ স্ব স্ব স্থানে উপবিষ্ট হইলেন। অভ্যাগত রাজগণ নির্দ্দিষ্ট স্থলে আসন গ্রহণ করিলেন। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ যথাস্থানে উপবেশন করিলেন। সুগ্রীবাদি বানরগণ, বিভীষণাদি রাক্ষসগণ ও জনসাধারণ সকলেই সোৎসুকচিত্তে আগ্রহপূর্ণ হৃদয়ে সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন। আজ নির্ব্বাসিতা রাজমহিষী সীতাদেবী সর্ব্বজনসমক্ষে শপথ করিয়া আত্মশুদ্ধি সম্পাদন করিবেন! মহারাজ রামচন্দ্র লোকাপবাদভয়ে যে রমণীশিরোমণি পতিব্রতা জনকনন্দিনীকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, আজ সকলের সম্মুখে তাঁহার চরিত্রের বিশুদ্ধতা প্রমাণিত করিয়া তাঁহাকে পুনর্গ্রহণ করিবেন। কেহ সীতাদেবীর অলৌকিক পত্যনুরাগের প্রশংসা করিতেছে, কেহ রামচন্দ্রের প্রগাঢ় প্রেমের পরিচয়-স্বরূপিনী জানকীর কনকময়ী প্রতিমূর্ত্তির উল্লেখ করিতেছে, কেহবা মহারাজ রামচন্দ্রের অলোকসাধারণ প্রজারঞ্জনবৃত্তির গৌরব কীর্ত্তন করিতেছে, এমন সময়ে প্রশান্তমূর্ত্তি তেজঃপ্রদীপ্ত মহর্ষি

বাল্মীকি দেবী জানকীর সহিত ধীরে ধীরে সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন। সভা নীরব ও নিস্তব্ধ; কোথাও শব্দমাত্র শ্রুতিগোচর হইতেছে না! বাল্মীকি অগ্রে অগ্রে যাইতেছেন; জানকী রামকে হৃদয়ে অনুধ্যান পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া সজলনয়নে অবনতমুখে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেছেন; তাঁহার পরিধান কাষায় বসন, বেশ তপস্বীর ন্যায়। বদনমণ্ডল অলৌকিক পবিত্রতাব্যঞ্জক, যেন এক দিব্য জ্যোতিঃ সর্ব্বাঙ্গ হইতে নিঃসৃত হইতেছে! এই কাষায়বসনা ধ্যানপরায়ণা, আশ্রমবাসিনী, কঠোরব্রতধারিণী স্বপদনিহিতলোচনা, জ্যোতির্ম্ময়ী জানকীদেবীকে দেখিবামাত্র সভাস্থ সকলে শোকে দুঃখে অতিমাত্র আকুল হইয়া তুমুল কোলাহল করিয়া উঠিল। তৎকালে কেহ রামকে কেহ সীতাকে এবং কেহ বা উভয়কেই সাধুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইল। মহর্ষি বাল্মীকি জানকীকে লইয়া জনসমূহের মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক রামকে কহিলেন "রাজন্, এই তোমার পতিব্রতা ধর্ম্মচারিণী সীতা। তুমি লোকাপবাদ ভয়ে আমার আশ্রমের নিকট ইহাঁকে পরিত্যাগ করিয়াছিলে, এক্ষণে ইহাঁকে অনুমতি কর, ইনি তোমার মনে আত্মশুদ্ধির প্রত্যয় উৎপাদন করিবেন। এই দুই যমজ কুশীলব জানকীর গর্ভজাত; আমি সত্যই কহিতেছি, ইহারা তোমার ঔরসপুত্র। আমি যে কখন মিথ্যা কহিয়াছি, তাহা আমার স্মরণ হয় না। এক্ষণে আমার বাক্যে বিশ্বাস কর, ইহারা তোমারই ঔরসপুত্র। আমি বহুকাল তপস্যা করিয়াছি, এক্ষণে যদি জানকীর চরিত্রগত অণুমাত্রও

ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে, তবে আমায় যেন সেই সঞ্চিত তপস্যার ফলভোগ করিতে না হয়। আমি জানকীকে শ্রোত্রাদিপঞ্চেন্দ্রিয় ও মনে শুদ্ধচারিণী বুঝিয়া বন হইতে লইয়া আসি। এক্ষণে এই পতিপরায়ণা তোমার মনে আত্মশুদ্ধির প্রত্যয় উৎপাদন করিবেন। আমি দিব্যজ্ঞানে কহিতেছি, জানকী শুদ্ধস্বভাবা; তুমি ইহাঁকে পবিত্র জানিলেও কেবল লোকাপবাদে পরিত্যাগ করিয়াছ।" (৭।৯৬)

রাম বাল্মীকির এই কথা শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন "ভগবন্, আপনার বিশ্বাস্য বাক্যে যদিও জানকীকে শুদ্ধস্বভাবা বলিয়া বুঝিলাম, তথাচ আপনি যেরূপ কহিতেছেন, তাহাই হউক। পূর্ব্বে লঙ্কায় দেবগণের সমক্ষে জানকীর পরীক্ষা হইয়াছিল। ইনি তথায় শপথ করিয়াছিলেন, সেইজন্য আমি ইহাঁকে গৃহে লইয়াছিলাম; কিন্তু লোকাপবাদ বড় প্রবল, আমি সেই কারণে জানকীকে পরিত্যাগ করিয়াছি। আমি ইহাঁকে নিষ্পাপা জানিলেও কেবল লোকাপবাদ ভয়েই পরিত্যাগ করিয়াছি। অতএব আপনি আমায় রক্ষা করুন। এই যমজ কুশীলব আমারই পুত্র, ইহা আমি জানি। এক্ষণে শুদ্ধচারিণী জানকীর উপর আমার পূর্ব্ববৎ প্রীতি সঞ্চারিত হউক।" (৭।৯৭)

এই সময়ে সহসা দিব্যগন্ধ মনোহর বায়ু বহমান হইল। বায়ুর স্পর্শসুখে সভাস্থ সকলেই পুলকিত হইয়া উঠিল। সকলে নীরব ও নিস্পন্দ; এই অবসরে কাষায়বসনা সীতাদেবী কৃতাঞ্জলিপুটে অধোমুখে কহিলেন "আমি রাম ব্যতীত

যদি অন্য কাহাকেও মনোমধ্যে স্থান না দিয়া থাকি, তবে সেই পুণ্যের বলে দেবী পৃথিবী বিদীর্ণ হউন, আমি তন্মধ্যে প্রবেশ করি। যদি আমি কায়মনোবাক্যে রামকে অর্চ্চনা করিয়া থাকি, তবে সেই পুণ্যের বলে দেবী পৃথিবী বিদীর্ণ হউন, আমি তন্মধ্যে প্রবেশ করি। আমি রাম ভিন্ন আর কাহাকেই জানি না, যদি এই কথা সত্য হয়, তবে দেবী পৃথিবী বিদীর্ণ হউন, আমি তন্মধ্যে প্রবেশ করি।" (৭।৯৭)

সীতার বাক্য অবসান হইতে না হইতেই পৃথিবী সহসা বিদীর্ণ হইল! সীতাও তন্মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেলেন! সমাগত ঋষিবর্গ ও রাজগণ বিস্ময়বিস্ফারিতলোচনে এই অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করিলেন; স্বর্গ মর্ত্ত্য এক তুমুল বিস্ময়-কোলাহলে পরিপূর্ণ হইয়া গেল এবং স্থাবরজঙ্গম যেন মোহাচ্ছন্ন হইয়া রহিল! রাম পতিপ্রাণা জানকীর এই বিস্ময়জনক অন্তর্দ্ধান দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন; তিনি শোকে ও অনুতাপে অতিশয় জর্জ্জরিত হইলেন। কুশীলব রোদনশব্দে সেই সভাস্থল পরিপূর্ণ করিলেন। তাঁহাদের কাতরকণ্ঠে বিলাপ-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া কেহই অশ্রুজল সম্বরণ করিতে সমর্থ হইলেন না।

এইরূপে আমাদের জগৎপূজ্যা সীতাদেবী সুখদুঃখময় বিচিত্র ঘটনাবলীর মধ্যে জীবন যাপন ও ইহসংসারে অলৌকিক পাতিব্রত্যরূপ অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করিয়া অনন্ত ধামে গমন করিলেন। তাঁহার জীবন নাটকের শেষাঙ্কের অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এই পবিত্র ইতিহাসও সম্পূর্ণ হইয়া

আসিল। সীতাব স্বর্গাবোহণের পব রাম, ভ্রাতৃগণের সহিত, সংসাবে আর অধিক দিন অবস্থিতি করেন নাই; রামায়ণ সম্বন্ধে এই অবশিষ্ট জ্ঞাতব্য বিষয়টি পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত করিয়া আমবা তাঁহাদেবই অনুমতিক্রমে এই স্থানেই পটক্ষেপণ কবিতেছি।

সীতা।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস এম. এ, বি. এল., প্রণীত।

পূর্ণ সংস্করণ মূল্য ১৲ এক টাকা।

বিদ্যালয় পাঠ্য সংস্করণ মূল্য ॥৵০ দশ আনা।

—o—

"সীতা" একখানি সুপাঠ্য পুস্তক হইয়াছে। ইহা আদর্শ চরিত্রের এক খানি আদর্শ পুস্তক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বঙ্গবাসী

"সীতা-চরিত্র অনেকে লিখিয়াছেন, কিন্তু বাঙ্গলাভাষায় এমন সুন্দর করিয়া কেহ বুঝি সীতা-চরিত্র অঙ্কন করেন নাই। গ্রন্থকার অন্য কোন পুস্তক ইতিপূর্ব্বে লিখিয়াছেন কিনা জানিনা, কিন্তু আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি, তাঁহার "সীতা" বাঙ্গলা ভাষায় এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি হইয়াছে। এমন সুন্দর ভাষা, ভাষার এমন তেজ, এমন প্রায় দেখা যায় না। অবিনাশ বাবু "সীতার" জন্যই সুলেখক বলিয়া পরিচিত হইলেন। ইঁহার লেখনী অক্লান্ত থাকিয়া বঙ্গভাষার উন্নতি করুক, বাঙ্গালীর জন্য সুখপাঠ্য উন্নত নীতিপূর্ণ গ্রন্থ উপস্থিত করুক।" সঞ্জীবনী

"ললনাকুলশিরোমণি সীতাদেবীর স্বর্গীয় সমুন্নত চরিত্র প্রতিফলিত করিয়া আমাদিগের এই নবীন গ্রন্থকার বাঙ্গলাসমাজের ও বাঙ্গলা সাহিত্যের যথার্থ উপকার সাধন করিয়াছেন।" নবযুগ

"মহর্ষি বাল্মীকির অমৃতময় সৃষ্টি সীতা-চরিত্রকাব্য সংসারে দুর্লভ। পতিপ্রেমিকা সীতাদেবী সতী রমণীকুলের আদর্শ। সীতার মনোহর জীবন-

কাহিনী যিনি পাঠ করিবেন, তাঁহার হৃদয়াকাশে ধ্রুব নক্ষত্রের ন্যায় চির-দিন সীতার ভুবনমোহিনী প্রেমময়ী মূর্ত্তি আলোক বিস্তার করিবে। সীতা প্রেমের অবতার; সীতা লক্ষ্মীস্বরূপিণী, সীতা শান্তির নির্ম্মল প্রস্রবণ। এ হেন সীতাচরিত্র নানাভাষায় অনুবাদিত হউক, এবং পৃথিবীর নানাদেশীয় লোকে পাঠ করুক, প্রার্থনা করি। গ্রন্থকার যে আকারে বর্ত্তমান পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সীতাচরিত্র বঙ্গভাষায় অদ্যাপি আর প্রকাশিত হয় নাই। পরিণয় হইতে আরম্ভ করিয়া পাতালপ্রবেশ পর্য্যন্ত সমুদয় জীবনবৃত্তান্ত এ পুস্তকে অতি দক্ষতার সহিত লিখিত হইয়াছে। এ পুস্তক প্রত্যেক শিক্ষিতা বঙ্গ-মহিলার অবশ্য পাঠ্য।"

নব্যভারত

"আমরা এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া যার পর নাই আনন্দিত হই-য়াছি। ইহার ভাষার বিশুদ্ধতা, রচনার গাঢ়তা এবং ভাবের মাধুর্য্য সকলই অতীব প্রশংসনীয়। কবিগুরু বাল্মীকি রামায়ণে যে অতুলনা স্বর্গের ছবি সীতাকে অঙ্কিত করিয়াছেন, অবিনাশ বাবু তাহা বাঙ্গলা রঙ্গে চিত্রিত করিয়া দেখাইয়াছেন এবং এ চিত্র সুন্দর হইয়াছে। পাঠিকাগণ আদর্শসতী সীতার যথোচিত সমাদর করিবেন, এ জন্য অনুরোধ করা বাহুল্যমাত্র।"

বামাবোধিনী

"সূর্য্যে প্রখরতা আছে, চন্দ্রে কলঙ্ক আছে, মিষ্টে পরিতৃপ্তি আছে, কিন্তু রামায়ণ সাহিত্য জগতে এক অদ্বিতীয় অপূর্ব্ব বস্তু, আজন্ম কাল হইতে আমরা তাহার গল্প শুনিয়া আসিতেছি তাহা পাঠ করিতেছি, তবু তাহাতে আমাদের অরুচি নাই, প্রিয়তমের ন্যায় ইহা চির মাধুর্য্যময় নয়নানন্দদায়ক। রামায়ণের এই যে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য, 'সীতাতে' তাহা পূর্ণমাত্রায় রক্ষিত হইয়াছে, ইহা লেখকের পক্ষে কম প্রশংসার কথা নহে। বইখানি পড়িয়া আমরা বড়ই প্রীত হইয়াছি। ভাষা অতি সরল, সুন্দর;

বর্ণনার লালিত্য মনোহর। অধিকাংশ বর্ণনা মূল রামায়ণ হইতে অনুবাদিত। সীতার বনবাসাংশ এবং অবশেষে যজ্ঞস্থলে তাঁহার প্রাণত্যাগ অতি মনোহর ভাবে হৃদয়ার্দ্রকারী।" ভারতী ও বালক।

"উপস্থিত গ্রন্থে পবিত্রতাময়ী পতিব্রতা সীতার চরিত্র বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থের ভাষা প্রাঞ্জল; পাঠ করিলে যেরূপ বিশুদ্ধ আমোদে সময় অতিবাহিত হয়, সেইরূপ প্রভূত নীতিজ্ঞানলাভ হইয়া থাকে। অধিকন্তু এই গ্রন্থ পাঠে সমস্ত রামায়ণের আভাস জানিতে পারা যায়। "সীতা" অস্মদ্দেশের কুলকামিনীগণের একখানি সুপাঠ্য গ্রন্থ। যাঁহারা পবিত্র ভাবে পবিত্রতার কথা পড়িয়া আমোদিত হয়েন, তাঁহারা ইহা পাঠে পরিতৃপ্ত হইবেন। আমি "সীতা" পড়িয়া প্রীত হইয়াছি।

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত।

The Hon'ble Justice Gooroo Das Banerjea writes:—

..."The book is written in a simple and chaste style and I read it with much pleasure."

Babu Tarak Bandhu Chakravarti, Deputy Inspector of Schools, Faridpur, writes:—

"(Sita) appears to be a most valuable production, calculated to help the rising generation in the formation of character."

Maharaj-Kumar Binoya Krishna Deb Bahadur of Sobhabazar Rajbati writes:—

..."Indeed it does infinite credit to you and I venture to think, it does credit to any body to write such an admirable book as you have done. I am glad to say that in my humble judgment, your delineation of the character of Sita is highly gratifying to us all who look upon her with reverence. I only wish that the spirit you wanted your countrymen to appreciate and which you have so successfully depicted in the character of Sita will not be lost but have its due, and I may say,

wholesome influence among us. As regards the language of the book, it is all that one can wish for—it is quite intelligible and smooth."

Babu Bireswar Chakravarti, Assistant Inspector of Schools, Chotanagpore Division, writes: —

"Your excellent book the Sita. I have read the work with great interest and can say without hesitation that it is not often that one has the pleasure of coming across, in our language, a readable work like yours. The style is chaste, simple and idiomatic, as it ought to be, and the sense is always clear and easily intelligible. The illustrations are apt and the descriptions natural and easy of conception. Withal, the work does not look like the production of a beginner and is highly fit for being used as a text-book in Bengali for the Middle Scholarship and Entrance examinations. I need hardly add that it is peculiarly gratifying to me to find you so eminently successful in your first attempt at Bengali authorship."

"Now that a controversy is going on about the desirability of introducing the Bengali language as a part of the higher University curriculum, and the dearth of good books is pointed out by the opponents of the proposal, it is both interesting and gratifying to see our young graduates take to Bengali literature, at least as a relaxation, if not as a pursuit. A very noteworthy contribution recently made from this quarter is a study of *Sita* by Babu Abinas Chandra Das, M.A. The study is based mainly on Valmiki's immortal poem, and the writer in explaining the character of his heroine has had to draw considerably from the story of the *Ramayana*; but in a close-printed volume of 228 pages he has not failed to give many instances of originality of conception and richness of style which show capacity for taking flights into the higher walks of literature, if he keeps at it. Loveable as the character of Sita is by its nature, the author's art has set up some aspects of it in a style so as to endear it all the more to the Hindoo reader's heart. The book should form very excellent

reading for females, and we should like to see it used as a text-book in the upper classes of girls' schools." *Hope.*

"We regret we could not notice this charming Bengali work earlier. It deserves a longer review than we can here make. The style of the author is chaste, elegant, and where necessary, full of vigour. In fact considering that this is the author's first production, it is not a little remarkable that he has succeeded so well as he has done. *The book would do credit to* the best Bengali writers. Sita is the ideal wife, the creation of the saintly poet Valmiki. The writer has followed in the footsteps of Valmiki, and has attained full success in bringing out the beauties of Sita's character. He has dwelt with loving care on her love of nature in both her placid and wild aspects. In this Sita was different from the modern degraded conception of the ideal woman, who resembles rather the caged canary than the soaring lark. We love to picture Sita as the wild flower loving the breezes of her wild woodlands. Sita teaches us what conjugal love ought to be. Whilst following her husband in his exile through all perils, and sweetly obedient to his will, she seeks her husband's spiritual welfare more than to please him in all things; and thus we find her on several occasions remonstrating with him on his conduct. Many are the hidden beauties in the character of Sita, which like some rare and delicate perfume pervade her nature, but escape analysis. We leave the reader to find them out, and elevate his nature with their enjoyment. The descriptions of natural scenery in the book are very vivid and charming. The author has shown much insight into human nature in depicting the character of Sita, and of other persons in the Ramayana, for in telling her life story, he has grouped round her life nearly all that is worth knowing in the epic. And that is one of the good features of the book. It is one of the best books that can be placed in the hands of young ladies an old, though, of course,

the male reader would be equally benefited by it. Our countrymen, if they are sincere in their love of all that belongs to Ancient India, ought to welcome and cherish such a work. In its purity, its sweetness, its meek and simple heroism, its ardent love and enjoyment of Nature, its consciousness of the dignity and holyness of wifehood, and in the many other heavenly qualities which grace it, the character of Sita is unique. And this is the character the author has portrayed with consummate ability and full success."

Indian Messenger.

গ্রন্থকার প্রণীত

সুকথা

মূল্য।০ চারি আনা।

পারিতোষিক দিবার জন্য প্রধানতঃ মনোনীত।

"A collection of useful lessons for boys."

Calcutta Gazette.

উক্ত দুই পুস্তক কলিকাতা ২০ নং কর্ণওয়ালীশ ষ্ট্রীট্ সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারীতে ও প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।